বিল নং ----------, ২০২৪

উন্নত বাংলাদেশ গড়িবার লক্ষ্যে অগ্রসরমান অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া রেলপথ সম্প্রসারণ, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক রেলওয়ে নেটওয়ার্কের সহিত সংযুক্তকরণ এবং প্রযুক্তিনির্ভর ব্যবস্থাপনা প্রচলনের মাধ্যমে বিদ্যমান রেলওয়ে সেবা উন্নত ও বহুমুখীকরণের লক্ষ্যে Railways Act, 1890 রহিতপূর্বক নূতন আইন প্রণয়নকল্পে আনীত

বিল

যেহেতু উন্নত বাংলাদেশ গড়িবার লক্ষ্যে অগ্রসরমান অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া রেলপথ সম্প্রসারণ, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক রেলওয়ে নেটওয়ার্কের সহিত সংযুক্তকরণ এবং প্রযুক্তিনির্ভর ব্যবস্থাপনা প্রচলনের মাধ্যমে বিদ্যমান রেলওয়ে সেবা উন্নত ও বহুমুখীকরণের লক্ষ্যে Railways Act, 1890 রহিতপূর্বক নূতন আইন প্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:-

অধ্যায় ১

প্রারম্ভিক

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন**।– (১) এই আইন বাংলাদেশ রেলওয়ে আইন, ২০২৪ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা**।– বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই আইনে,-

(১) "অভ্যন্তরীণ জলপথ" অর্থ কোনো খাল, নদী, লেক বা নাব্য জলপথ;

(২) "ওয়ার্ফেজ" অর্থ রেলওয়ে হইতে কোনো পণ্য খালাসের জন্য ধার্যকৃত সময় অতিক্রান্ত হইবার পরও উহা খালাস না করিবার কারণে আরোপকৃত চার্জ বা গুদাম ভাড়া;

(৩) "কালেক্টর" অর্থ কোনো জেলার ভূমি-রাজস্ব প্রশাসনের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রধান কর্মকর্তা, এবং এই আইনের অধীন কালেক্টরের দায়িত্ব পালনের জন্য সরকার কর্তৃক বিশেষভাবে নিযুক্ত কোনো কর্মকর্তাও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(৪) "গভর্নমেন্ট ইন্সপেক্টর অব বাংলাদেশ রেলওয়ে (জিআইবিআর)" অর্থ এই আইনের ধারা ৪ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন নিযুক্ত রেলওয়ের গভর্নমেন্ট ইন্সপেক্টর অব বাংলাদেশ রেলওয়ে (জিআইবিআর);

(৫) "চালান" অর্থ পরিবহণের জন্য বাংলাদেশ রেলওয়ের নিকট ন্যস্তকৃত পণ্য;

(৬) "চালানকারক" অর্থ রেলওয়ের রসিদে চালানকারক হিসাবে উল্লিখিত কোনো ব্যক্তি, যাহার দ্বারা বা যাহার পক্ষে রসিদে উল্লেখকৃত পণ্য পরিবহণের জন্য বাংলাদেশ রেলওয়ের নিকট ন্যস্ত করা হয়;

(৭) "চালানপ্রাপক" অর্থ রেলওয়ের রসিদে চালানপ্রাপক হিসাবে উল্লেখকৃত ব্যক্তি;

(৮) "জেনারেল ম্যানেজার" অর্থ ধারা ১০ এর অধীন নিযুক্ত কোনো জোনের জেনারেল ম্যানেজার বা সমমর্যাদার কোনো রেলওয়ে কর্মকর্তা;

(৯) "টার্মিনাল চার্জ" অর্থে স্টেশন, সংযুক্ত লাইন, সাইডিং, ওয়ার্ফ, ডিপো, ওয়ারহাউজ, ক্রেন ও অনুরূপ কোনো কিছু ব্যবহার করিবার এবং তৎস্থলে প্রদত্ত সেবার জন্য পরিশোধ্য চার্জ অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(১০) "টিকিট" অর্থ, ইলেকট্রনিক ডিভাইস, কাগজ বা যে-কোনো ফরমে বা ওয়ারেন্ট এর বিপরীতে প্রদত্ত রেলওয়ে টিকিট, এবং সিঙ্গেল, রিটার্ন ও সিজন টিকিটও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(১১) "ট্র্যাফিক" অর্থে যাত্রী, প্রাণি বা পণ্য পরিবহণকৃত রোলিং স্টকসহ যে-কোনো বর্ণনার রোলিং স্টক অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(১২) "ট্রেন" অর্থ রেলওয়ে ট্রাকের উপর দিয়া চলাচলকারী নিজস্ব প্রপেলিং ক্ষমতাসম্পন্ন যান অথবা অন্য কোনো যানের সহিত সংযুক্ত যান;

(১৩) "ডেমারেজ" অর্থ কোনো রোলিং স্টক খালাসের জন্য ধার্যকৃত সময়, যদি থাকে, অতিক্রান্ত হইবার পর উহা খালাস না করিয়া ধরিয়া রাখিবার কারণে আরোপকৃত চার্জ বা বিলম্ব মাশুল;

(১৪) "থ্রু ট্র্যাফিক" অর্থ দুই বা ততোধিক রেলওয়ে প্রশাসনের মধ্যে দিয়া চলমান ট্র্যাফিক;

(১৫) "নির্ধারিত" অর্থ বিধি দ্বারা নির্ধারিত;

(১৬) "পণ্য" অর্থ যে-কোনো ধরনের অপ্রাণিবাচক বস্তু;

(১৭) "পরিবহণ" অর্থ বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃক যাত্রী বা পণ্য পরিবহণ;

(১৮) "পার্সেল" অর্থ কোনো যাত্রী বা প্রেরক কর্তৃক প্যাসেঞ্জার বা পার্সেল ট্রেনে পরিবহণের জন্য বাংলাদেশ রেলওয়ের নিকট ন্যস্তকৃত পণ্য;

(১৯) "পাস" অর্থ বাংলাদেশ রেলওয়ে বা এতদুদ্দেশ্যে তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তা কর্তৃক কোনো ব্যক্তিকে প্রদত্ত অনুমতি যাহার বলে তিনি যাত্রী হিসাবে বিনা ভাড়ায় রেলে যাতায়াত করিতে পারিবেন;

(২০) "ফেরি" অর্থে নৌকার ব্রিজ, পন্টুন বা র‍্যাফ্ট, ঝুলন্ত ব্রিজ, ভাসমান ব্রিজ এবং কোনো অস্থায়ী ব্রিজ ও কোনো ফেরিতে উঠা-নামা করিবার স্থানও অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(২১) 'বিধি' অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি;

(২২) "মহাপরিচালক" অর্থ ধারা ৮ এর অধীন নিযুক্ত বাংলাদেশ রেলওয়ের মহাপরিচালক;

(২৩) "যাত্রী" অর্থ পাস বা টিকিট দ্বারা ভ্রমণকারী কোনো ব্যক্তি;

(২৪) "রেট" অর্থে যাত্রী, প্রাণি বা পণ্য পরিবহণের জন্য কোনো ভাড়া, চার্জ বা অন্য কোনো ধরনের পরিশোধযোগ্য অর্থ অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(২৫) "রেলওয়ে কর্মচারী" অর্থ রেলওয়ে সেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে সরকার বা বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে নিয়োগকৃত কোনো ব্যক্তি;

(২৬) "রেলপথ বা রেলওয়ে" অর্থ যাত্রী, প্রাণি বা পণ্য পরিবহণের জন্য ব্যবহৃত রেলপথ বা উহার কোনো অংশ, এবং ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে-

(ক) রেলওয়ের ভূমি নির্দেশকারী সীমানা চিহ্নিত বেড়া বা অন্য কোনো সীমানা চিহ্নের মধ্যবর্তী ভূমি;

(খ) রেলপথের উদ্দেশ্যে বা উহার সংশ্লিষ্টতায় স্থাপিত সকল রেল লাইন, সংযুক্ত লাইন বা শাখা লাইন (sidings or branches);

(গ) রেলপথের উদ্দেশ্যে বা উহার সংশ্লিষ্টতায় স্থাপিত সকল স্টেশন, অফিস, ওয়ারহাউজ, কন্টেইনার ফ্রেইট স্টেশন, বা ইনল্যান্ড কন্টেইনার ডিপো, রেলঘাট (রেল হইতে পণ্য খালাস বা বোঝাইয়ের স্থল), ওয়ার্কশপ, কারখানা, যন্ত্রাংশ সংযোজন প্লান্ট, লোকো শেড, ক্যারেজ ডিপো, ওয়ার্কশপ ট্রেইনিং ইউনিট (ডব্লিউটিইউ), উহার হোস্টেল, টেস্টিং ল্যাবরেটরি, রাস্তা ও সড়ক (রোডস্ ও স্ট্রিট), রানিং রুম, রেস্ট হাউজ, ইনস্টিটিউট, হাসপাতাল, স্কুল ও কলেজ, পানির পূর্তকর্ম, পানি সরবরাহ স্থাপনা, কর্মচারীগণের বাসস্থল ও অন্যান্য পূর্তকর্ম; এবং

(ঘ) রেল চলাচলের উদ্দেশ্যে অভ্যন্তরীণ জলপথের উপর স্থাপিত সকল ফেরি, জাহাজ, নৌকা ও র‍্যাফ্ট যাহা রেলপথের প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের মালিকানাধীন বা তৎকর্তৃক ভাড়াকৃত বা ব্যবহৃত;

(ঙ) সকল রোলিং স্টক, ইনডোর-আউটডোর সিগন্যালিং, টেলিযোগাযোগ সরঞ্জামাদি, ইলেক্ট্রিক ট্রাকশন ইকুইপমেন্ট এবং রেলওয়ের উদ্দেশ্যে বা উহার সহিত সম্পৃক্ত বিদ্যুৎ সরবরাহ ও বিতরণ স্থাপনা;

(চ) রেলওয়ে ট্রাফিকের উদ্দেশ্যে সড়কপথে ব্যবহারের জন্য রেলওয়ের মালিকানাধীন বা তৎকর্তৃক ভাড়াকৃত বা ব্যবহৃত সকল প্রকার যানবাহন;

(ছ) রেলওয়ের আঙিনায় স্থাপিত সকল ইলেকট্রিক সাব-স্টেশন, ওভারহেড ট্রান্সমিশন ও ডিস্ট্রিবিউশন লাইন, ইলেকট্রিক সুইস রুম, ইমারজেন্সি জেনারেটিং পাওয়ার হাউজ, মোবাইল পাওয়ার হাউজ, অস্থায়ী বা স্থায়ী এয়ারকন্ডিশনিং স্থাপনা, পানি সরবরাহ, সোলার প্লান্ট ট্রাকশন সাব-স্টেশন এবং ক্যাটেনারি ও ফুয়েল স্টোরেজ; এবং

(জ) ট্র্যাক, পূর্ত অবকাঠামো, ট্রেন নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, সিগনালিং সিস্টেম ও ইলেক্ট্রিক ট্রাকশন অবকাঠামো, ব্রিজ, ভায়াডাক্ট রানিং লাইনসমূহ, রেলওয়ে ইয়ার্ড, সংযুক্ত লাইনসমূহ ও সহায়ক সংযুক্ত লাইনসমূহ বা ব্যক্তি মালিকানাধীন সংযুক্ত লাইনসমূহ এবং নির্ধারিত অন্যান্য বিষয় নিয়ে গঠিত একটি রেলওয়ে অবকাঠামোগত সিস্টেম বা রেলওয়ে নেটওয়ার্ক;

(২৭) "রোলিং স্টক" অর্থে লোকোমোটিভ, ডিজেল ইলেকট্রিক মাল্টিপল ইউনিট (ডিইএমইউ), ইলেকট্রিক মাল্টিপল ইউনিট (ইএমইউ), টেন্ডার বা রিলিফ ক্রেন, সেলফ প্রোপেল্ড ভিহিক্যাল, ক্যারেজ, ওয়াগন, ট্র্যাক, গ্যাং-কার এবং সকল প্রকার ট্রলি অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(২৮) "লাগেজ" অর্থ কোনো যাত্রীর নিজ দায়িত্বাধীনে পরিবহণকৃত বা বাংলাদেশ রেলওয়ের নিকট পরিবহণের জন্য ন্যস্তকৃত পণ্য, তবে কোনো পার্সেল ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না;

(২৯) "লাম্প-সাম রেট" অর্থ চালানকারক এবং বাংলাদেশ রেলওয়ের পারস্পরিক সম্মতিতে কোনো পণ্য পরিবহণ এবং তৎসংক্রান্ত সেবা বাবদ প্রদেয় রেট;

(৩০) "লেভেল ক্রসিং" অর্থ একই লেভেলে সড়কপথ এবং রেলপথের পারস্পরিক ইন্টারসেকশন;

(৩১) "শ্রেণিবিভাজন" অর্থ কোনো পণ্যসামগ্রী পরিবহণের জন্য উহার উপর আরোপিতব্য রেট নির্ধারণের উদ্দেশ্যে পণ্যসামগ্রীর শ্রেণিবিভাজন;

(৩২) "স্টেশন টু স্টেশন রেট" অর্থ নির্ধারিত স্টেশনসমূহের মধ্যে পরিবহণের জন্য বুকিংকৃত কোনো বিশেষ শ্রেণির পণ্যসামগ্রীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হ্রাসকৃত রেট।

৩। **আইনের প্রাধান্য**।– আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের বিধানাবলি প্রাধান্য পাইবে।

অধ্যায় ২
গভর্নমেন্ট ইন্সপেক্টর অব বাংলাদেশ রেলওয়ে (জিআইবিআর)

৪। **গভর্নমেন্ট ইন্সপেক্টর অব বাংলাদেশ রেলওয়ে (জিআইবিআর) এর নিয়োগ ও দায়িত্ব**।– (১) সরকার, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, একজন রেলওয়ে কর্মচারীকে বাংলাদেশ রেলওয়ের গভর্নমেন্ট ইন্সপেক্টর অব বাংলাদেশ রেলওয়ে (জিআইবিআর) হিসাবে নিয়োগ প্রদান করিতে পারিবে।

(২) জিআইবিআর এর দায়িত্ব হইবে নিম্নরূপ, যথা:-

(ক) কোনো রেলপথ যাত্রী পরিবহণের জন্য উপযোগী কি না তাহা নির্ধারণের উদ্দেশ্যে উক্ত রেলপথ পরিদর্শন করা, এবং তৎসম্পর্কে সরকারকে রিপোর্ট প্রদান করা;

(খ) সরকার যেইরূপ নির্দেশ প্রদান করিবে সেইরূপ সময়ান্তর বা অন্য কোনোভাবে কোনো রেলপথ বা উহার উপর চালিত রোলিং স্টক পরিদর্শন করা;

(গ) রেলপথে সংঘটিত কোনো দুর্ঘটনার কারণ সম্পর্কে এই আইনের অধীন তদন্ত করা;

(ঘ) রেল চলাচলের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে যে-কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ; এবং

(ঙ) এই আইন ও রেলওয়ে সম্পর্কিত আপাতত বলবৎ কোনো আইন দ্বারা তাহার উপর অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন।

৫। **গভর্নমেন্ট ইন্সপেক্টর অব বাংলাদেশ রেলওয়ে (জিআইবিআর) এর ক্ষমতা।**— এই আইনের অধীন প্রদত্ত দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, গভর্নমেন্ট ইন্সপেক্টর অব বাংলাদেশ রেলওয়ে (জিআইবিআর) Penal Code (Act XLV of 1860) এর section 21 এ "public servant" (সরকারি কর্মচারী) অভিব্যক্তিটি যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থে "Public servant" (সরকারি কর্মচারী) বলিয়া গণ্য হইবেন, এবং সরকারের নিয়ন্ত্রণ সাপেক্ষে, তাহার নিম্নবর্ণিত ক্ষমতা থাকিবে, যথা:-

(ক) কোনো রেলওয়ে বা উহার উপর ব্যবহৃত যে-কোনো রোলিং স্টকে প্রবেশ ও পরিদর্শন;

(খ) বাংলাদেশ রেলওয়ে বরাবর স্বাক্ষরিত আদেশ দ্বারা, কোনো রেলওয়ে কর্মচারীকে তাহার নিকট হাজির হইবার জন্য তলব, এবং উক্ত রেলওয়ে কর্মচারী ও বাংলাদেশ রেলওয়ের নিকট হইতে তিনি যেইরূপ উপযুক্ত মনে করিবেন সেইরূপ যে-কোনো বিষয় জানিতে চাওয়া ও তথ্য তলব; এবং

(গ) বাংলাদেশ রেলওয়ের মালিকানাধীন অথবা দখলে বা নিয়ন্ত্রণে থাকা যে-কোনো বহি বা দলিলপত্র পরিদর্শন করা প্রয়োজন মনে করিলে, উহা দাখিলের নির্দেশ প্রদান।

৬। **গভর্নমেন্ট ইন্সপেক্টর অব বাংলাদেশ রেলওয়ে (জিআইবিআর)- কে প্রদেয় সুবিধাদি**।- বাংলাদেশ রেলওয়ে জিআইবিআর-কে এই আইনের অধীন তাহার উপর অর্পিত বা আরোপিত দায়িত্ব পালন বা ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য যুক্তিসংগত সকল সুবিধা প্রদান করিবে।

৭। **গভর্নমেন্ট ইন্সপেক্টর অব বাংলাদেশ রেলওয়ে (জিআইবিআর) এর প্রতিবেদন, ইত্যাদি**।— (১) জিআইবিআর, প্রত্যেক অর্থ বৎসর সমাপ্তির ৩ (তিন) মাসের মধ্যে, উক্ত অর্থ বৎসরে উহার সামগ্রিক কার্যাবলি সম্পর্কিত একটি বাৎসরিক প্রতিবেদন প্রণয়ন করিয়া উহা সরকারের নিকট দাখিল করিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুকনা কেন, সরকার জিআইবিআর-কে, সময় সময়, উহার কার্যাবলি সম্পর্কে কোনো রিপোর্ট প্রদানের নির্দেশ প্রদান করিলে, জিআইবিআর সরকারকে উহা প্রদান করিবেন।

অধ্যায় ৩
মহাপরিচালক, জোন, জেনারেল ম্যানেজার ইত্যাদি

৮। **মহাপরিচালক নিয়োগ এবং বাংলাদেশ রেলওয়ের পরিচালনা**।— (১) বাংলাদেশ রেলওয়ের একজন মহাপরিচালক থাকিবেন যিনি সরকার কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত হইবেন।

(২) মহাপরিচালক নিয়োগের শর্ত ও মেয়াদ এবং দায়িত্ব ও কার্যাবলি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

৯। **রেলওয়ে জোন, বিভাগ ইত্যাদি**।— (১) রেলওয়ের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করিবার উদ্দেশ্যে, সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, প্রয়োজনীয় সংখ্যক রেলওয়ে জোন ও রেলওয়ে বিভাগ গঠন করিতে পারিবে।

(২) সরকার উপ-ধারা (১) এর অধীন জারীকৃত প্রজ্ঞাপনে জোনের নাম ও উহার এক্তিয়ারাধীন এলাকা নির্ধারণ বা পরিবর্তন করিতে এবং কোনো জোনের নাম পুনর্নির্ধারণ, ও উহার এক্তিয়ারাধীন এলাকা হ্রাস, বৃদ্ধি, বিলুপ্ত, পরিবর্তন বা একীভূতকরণ করিতে পারিবে।

১০। **জোনের জেনারেল ম্যানেজার নিয়োগ**।– (১) প্রত্যেক জোনে একজন জেনারেল ম্যানেজার থাকিবেন যিনি সরকার কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত হইবেন।

(২) জেনারেল ম্যানেজার মহাপরিচালকের তত্ত্বাবধানে কোনো জোনের কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করিবেন।

অধ্যায় ৪
নির্মাণ এবং পূর্তকর্ম রক্ষণাবেক্ষণ

১১। **বাংলাদেশ রেলওয়ের প্রয়োজনীয় পূর্তকর্ম সম্পাদনের ক্ষমতা** ।- (১) বাংলাদেশ রেলওয়ের, এই আইন এবং ভূমি অধিগ্রহণ সম্পর্কিত আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনের বিধানাবলি সাপেক্ষে, রেলপথ নির্মাণ বা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য পূর্তকর্ম সম্পাদনের উদ্দেশ্যে নিম্নবর্ণিত ক্ষমতা থাকিবে, যথা:-

(ক) কোনো ভূমি, সড়ক, পাহাড়, উপত্যকা, রাস্তা, আন্ডারপাস, ওভারপাস, রেলপথ, নদী, খাল, ঝরনা বা অন্য কোনো পানিপ্রবাহ বা নালা, পানির পাইপ, গ্যাস-পাইপ, তেলের পাইপ, পয়ঃপ্রণালি, বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইন বা টেলিগ্রাফ লাইনের মধ্যে, উপরে, বরাবর, নীচ বা উপর দিয়া বাংলাদেশ রেলওয়ে যেইরূপ উপযুক্ত মনে করিবে সেইরূপ অস্থায়ী বা স্থায়ী প্লেন, আর্চ, টানেল, কালভার্ট, বাধ, এ্যাকোডাক্ট, ব্রিজ, রাস্তা, রেলওয়ের লাইন, পথ, প্যাসেজ, কন্ডুইট, ড্রেইন, পিয়ার, কাটিংস ও ফেন্স, ইনটেক ওয়েল, ড্যাম, নদী শাসন ও রক্ষা বাধ তৈরি বা নির্মাণ;

(খ) নদী, ঝরনা বা অন্য কোনো পানি প্রবাহের উপর বা নীচ দিয়া কোনো টানেল, ব্রিজ, প্যাসেজ বা কোনো পূর্তকর্ম নির্মাণ বা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য উক্ত নদী, ঝরনা, স্ট্রিম বা পানিপ্রবাহের প্রবাহ পরিবর্তন, এবং স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে কোনো নদী, ঝরনা, স্ট্রিম বা পানিপ্রবাহের গতিপথ বা কোনো রাস্তা, সড়ক বা পথের (রোড, স্ট্রিট, বা ওয়ের) দিক পরিবর্তন বা বাংলাদেশ রেলওয়ে যেইরূপ উপযুক্ত মনে করিবে সেইরূপ উহার লেভেল উঁচু বা নিঁচু করা যাহাতে উহা রেলপথের উপর, নীচ বা পার্শ্ব দিয়া অধিকতর সুবিধাজনকভাবে প্রবাহিত হইতে বা চলিতে পারে;

(গ) রেলপথ হইতে বা উহার দিকে পানি সরবরাহের উদ্দেশ্যে রেলপথের নিকটবর্তী ভূমির মধ্য দিয়া বা উহার উপর বা নীচ দিয়া নালা বা কন্ডুইট তৈরি;

(ঘ) ঘরবাড়ি, গুদাম, অফিস ও অন্যান্য বিল্ডিং, এবং আঙিনা, স্টেশন, ওয়ার্ফ (রেলঘাট), ইঞ্জিন, মেশিনারি, এ্যাপারেটাস ও অন্যান্য পূর্তকর্ম ও সুযোগ-সুবিধা নির্মাণ;

(ঙ) উপরে বর্ণিত ইমারত, পূর্তকর্ম ও সুযোগ-সুবিধা (facilities) বা উহাদের যে-কোনোটি পরিবর্তন, মেরামত, পরিত্যাগ বা বন্ধ এবং উহার প্রতিস্থাপন;

(চ) রেলপথ পরিচালনার সহিত সম্পর্কিত কোনো ইলেকট্রিক ট্রাকশন ইকুইপমেন্ট, বিদ্যুৎ সরবরাহ ও বিতরণ স্থাপনা নির্মাণ, পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ বা মেরামত;

(ছ) নিজস্ব ব্যবহার ও নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ নিশ্চিত করিবার জন্য বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন ও বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(জ) সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের ছাড়পত্র গ্রহণপূর্বক, নিজস্ব ব্যবহারের জন্য গভীর বা অগভীর নলকূপ স্থাপন ও ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলন;

(ঝ) রেলপথ পরিচালনার সহিত সম্পর্কিত কোনো টেলিফোন বা অপটিক ফাইবার ক্যাবল লাইনসহ কোনো সিগনালিং ক্যাবল, আউটডোর সিগনালিং গিয়ার (অর্থাৎ ট্র্যাক সার্কিট, পয়েন্ট মেশিন, এ্যাক্সল কাউন্টার, সিগনালিং পোস্ট উইথ এ্যাসপেক্ট, ক্যাবল টার্মিনেশন বক্স, ইত্যাদি), অপটিক্যাল ফাইবার ক্যবল-লাইন স্থাপন, পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ বা মেরামত; এবং

(ঞ) রেলপথ নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ, পরিবর্তন বা মেরামত ও ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য সকল কার্য ।

(২) বাংলাদেশ রেলওয়ে উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত কার্যাবলি সম্পাদনের পূর্বে উক্তরূপ সম্পাদনের সময় উল্লেখ করিয়া সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নোটিশ প্রদান করিবে এবং, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, উহার অনুমতি গ্রহণ করিবে।

১২। **পাইপ, বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইন, নালা, পয়ঃপ্রণালি, ইত্যাদি পরিবর্তন করিবার ক্ষমতা**।– (১) বাংলাদেশ রেলওয়ে, এই আইন দ্বারা উহার উপর অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগের উদ্দেশ্যে, গ্যাস, পানি বা ঘনীভূত বায়ু সরবরাহের পাইপের অবস্থান অথবা বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইন, নালা বা পয়ঃপ্রণালির অবস্থান পরিবর্তন করিতে পারিবে।

(২) বাংলাদেশ রেলওয়ে উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত কার্যাবলি সম্পাদনের পূর্বে উক্তরূপ সম্পাদনের সময় উল্লেখ করিয়া যে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণে উক্ত পাইপ, বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইন, নালা বা পয়ঃপ্রণালি রহিয়াছে সেই কর্তৃপক্ষ বা ব্যক্তিকে নোটিশ প্রদান করিবে।

(৩) বাংলাদেশ রেলওয়ে উপ-ধারা (২) এর অধীনে কোন কার্য করিবার ক্ষেত্রে প্রচলিত বিধি বিধান অনুসরণ করিবে।

১৩। **সরকারি সম্পত্তি রক্ষণ**।– ধারা ১১ ও ১২ এর কোনো কিছুই বাংলাদেশ রেলওয়েকে, সরকারের অনুমতি ব্যতীত, সরকারের মালিকানাধীন বা উহার নিকট অর্পিত কোনো পূর্তকর্ম, ভূমি বা ইমারতের উপর বা মধ্যে, কোনো কার্য সম্পাদন সম্পর্কিত কোনো ক্ষমতা অর্পণ করে না।

১৪। **মেরামত বা দুর্ঘটনা প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে কোনো ভূমিতে সাময়িক প্রবেশ**।- (১) যেইক্ষেত্রে বাংলাদেশ রেলওয়ে মনে করে যে,-

(ক) রেলপথের উপর কোনো গাছ, পোস্ট বা কাঠামো পড়িতে পারে যাহার ফলে রোলিং স্টক চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টির মাধ্যমে বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে;

(খ) কোনো গাছ, পোস্ট, কাঠামো বা লাইট রোলিং স্টক চলাচলের জন্য ব্যবহৃত সিগনাল লাইট দেখিতে বিঘ্ন সৃষ্টি করে; বা

(গ) কোনো গাছ, পোস্ট বা কাঠামো তৎকর্তৃক সংরক্ষিত কোনো টেলিফোন লাইনের বিঘ্ন সৃষ্টি করে,

সেইক্ষেত্রে বাংলাদেশ রেলওয়ে উক্ত দুর্ঘটনা প্রতিরোধের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে অথবা উক্ত বিঘ্ন অপসারণ করিতে পারিবে এবং নির্ধারিত পদ্ধতিতে ও সময়ের মধ্যে সরকারের নিকট এতৎসম্পর্কিত একটি প্রতিবেদন দাখিল করিবে।

(২) যেইক্ষেত্রে বাংলাদেশ রেলওয়ে মনে করে যে,-

(ক) কোনো স্লিপ বা দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে; বা

(খ) রেলওয়ের কোনো কাটিং, বাঁধ বা অন্য কোনো পূর্তকর্মে কোনো স্লিপ বা অন্য কোনোরূপ দুর্ঘটনা ঘটিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে,

সেইক্ষেত্রে বাংলাদেশ রেলওয়ে উক্ত স্লিপ মেরামত বা দুর্ঘটনা প্রতিরোধের জন্য রেলওয়ের পার্শ্ববর্তী ভূমিতে প্রবেশ এবং প্রয়োজনীয় সকল কার্য সম্পাদন করিতে পারিবে এবং নির্ধারিত পদ্ধতিতে ও সময়ের মধ্যে সরকারের নিকট এতৎসম্পর্কিত একটি প্রতিবেদন দাখিল করিবে।

(৩) সরকার, উপ-ধারা (১) বা (২) এর অধীন প্রাপ্ত প্রতিবেদন বিবেচনার পর জননিরাপত্তার স্বার্থে, আদেশ দ্বারা, বাংলাদেশ রেলওয়েকে উপ-ধারা (১) বা (২) এর অধীন কার্য সমাপ্ত করিবার অথবা, উক্ত আদেশে উল্লিখিত শর্তাদি সাপেক্ষে, উক্ত কার্য অব্যাহত রাখিবার নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

১৫। **এই অধ্যায়ের পূর্ববর্তী ধারাসমূহের অধীন প্রদত্ত ক্ষমতার আইনগত প্রয়োগের ফলে সৃষ্ট ক্ষয়-ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণ প্রদান**।- (১) বাংলাদেশ রেলওয়ে এই অধ্যায়ের পূর্ববর্তী ধারাসমূহের অধীন প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে, যতদূর সম্ভব, কম ক্ষয়-ক্ষতি করিবে, এবং উহাকে উক্ত ক্ষমতা প্রয়োগের সময় সৃষ্ট ক্ষয়-ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণ প্রদান করিতে হইবে ।

(২) উক্ত ক্ষতিপূরণ আদায়ের জন্য কোনো মামলা দায়ের করা যাইবে না, তবে ক্ষতিপূরণের পরিমাণ সম্পর্কে মতবিরোধ দেখা দিলে জেলা প্রশাসকের নিকট আবেদন করা যাইবে, এবং স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭ (২০১৭ সনের ২১ নং আইন) এর বিধানাবলি অনুসারে ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারিত ও প্রদেয় হইবে।

১৬। **এ্যাকোমোডেশন ওয়ার্কস**।- (১) বাংলাদেশ রেলওয়ে রেলপথের পার্শ্ববর্তী ভূমির মালিকগণের সুবিধার জন্য নিম্নবর্ণিত এ্যাকোমোডেশনাল ওয়ার্কস সম্পাদন বা রক্ষণাবেক্ষণ করিবে, যথা:-

(ক) যে ভুমির উপর দিয়া রেলপথ নির্মাণ করা হইয়াছে, উহা ব্যবহারের ক্ষেত্রে রেলপথ নির্মাণের কারণে কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হইলে, উক্ত প্রতিবন্ধকতা দূর করিবার উদ্দেশ্যে রেলপথের উপর, নীচ বা পার্শ্ব বরাবর বা রেলপথ হইতে বা উহার দিকে সরকার যেইরূপ প্রয়োজনীয় মনে করিবে, সেইরূপ পদ্ধতিতে ও সেইরূপ সংখ্যক সুবিধাজনক ক্রসিং, ব্রিজ, আর্চ, কালভার্ট ও প্যাসেজ নির্মাণ বা রক্ষণাবেক্ষণ;

(খ) রেলপথের উপর, নীচ বা পার্শ্ব দিয়া সরকার যেইরূপ উপযুক্ত মনে করিবে, সেইরূপ পরিমাপের প্রয়োজনীয় আর্চ, টানেল, কালভার্ট, ড্রেন, পানির প্রবাহ বা অন্যান্য প্যাসেজ নির্মাণ বা রক্ষণাবেক্ষণ যাহাতে রেলপথ নির্মাণকৃত ভূমিতে বা রেলপথ নির্মাণের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত ভূমিতে বা ভূমি হইতে রেলপথ নির্মাণের পূর্বের ন্যায় পানি প্রবাহ সকল সময় অব্যাহত বা স্বাভাবিক ও মুক্তভাবে চলাচল করিতে পারে।

(২) এই আইনের অন্যান্য বিধান সাপেক্ষে, উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত পূর্তকর্ম সংশ্লিষ্ট ভূমিতে রেলপথ নির্মাণ বা স্থাপন করিবার সময়ে অথবা উহার অব্যবহিত পরে সম্পাদন করিতে হইবে, এবং উহা এইরূপভাবে সম্পাদন করিতে হইবে যাহাতে উক্তভূমিতে স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা উক্ত কার্য দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির ন্যূনতম ক্ষয়-ক্ষতি বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়।

(৩) এই ধারার পূর্ববর্তী বিধানসমূহ নিম্নবর্ণিত শর্তসমূহ সাপেক্ষ হইবে, যথা:-

(ক) বাংলাদেশ রেলওয়ে এইরূপভাবে এমন কোনো সহায়ক কার্য করিবে না, যাহা রেলপথ ব্যবহার বা রেলপথের কার্যে বিঘ্ন ঘটে বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিতে পারে, অথবা এমন কোনো বিষয়ে সহায়ক কার্য করিতে হইবে না যাহার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ভূমির মালিক বা দখলদার উক্তরূপ কার্য না করিবার বিনিময়ে ক্ষতিপূরণ গ্রহণে সম্মত হইয়াছেন এবং গ্রহণ করিয়াছেন;

(খ) এই অধ্যায়ে অতঃপর বর্ণিত ক্ষেত্র ব্যতিরেকে বাংলাদেশ রেলওয়ে, সরকার কর্তৃক প্রদত্ত রিকুইজিশন ব্যতীত, যাত্রী পরিবহণের জন্য উক্ত ভূমির উপর রেল চলাচল প্রথম চালু করিবার দশ বৎসর অতিক্রান্ত হইবার পর, উক্ত ভূমির মালিক বা দখলদার কর্তৃক ব্যবহারের জন্য পুনরায় বা অতিরিক্ত কোনো সহায়ক কার্য সম্পাদনের জন্য বা সম্পাদিত সহায়ক কার্যের ব্যয় নির্বাহের জন্য বাধ্য থাকিবে না; এবং

(গ) যেইক্ষেত্রে বাংলাদেশ রেলওয়ে কোনো পথ, নদী বা পানিপ্রবাহ পার হইবার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা করে এবং পরবর্তীতে উহার নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তির কোনো কার্য বা অবহেলার কারণে উক্ত পথের দিক পরিবর্তন বা নদীর গতিপথ পরিবর্তিত হয়, সেইক্ষেত্রে বাংলাদেশ রেলওয়ে উক্ত পথ, নদী বা পানিপ্রবাহ পারাপারের জন্য অন্য কোনো ব্যবস্থা করিতে বাধ্য থাকিবে না ।

(৪) সরকার উপ-ধারা (১) এর অধীন সম্পাদিতব্য কার্য শুরুর সময় নির্ধারণ করিতে পারিবে এবং যদি বাংলাদেশ রেলওয়ে উক্ত নির্ধারিত সময়ের পরবর্তী চার মাসের মধ্যে কার্য শুরু করিতে, বা শুরু করিবার পর সন্তোষজনকভাবে উহা সম্পাদন করিতে ব্যর্থ হয়, তাহা হইলে সরকার যেইরূপ উপযুক্ত মনে করিবে বাংলাদেশ রেলওয়ের প্রতি সেইরূপ নির্দেশনা জারি করিতে পারিবে।

১৭। **মালিক বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অতিরিক্ত এ্যাকোমোডেশন ওয়ার্কস করিবার ক্ষমতা**।– (১) যদি রেলপথের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত কোনো ভূমির মালিক মনে করেন যে, ধারা ১৬ এর অধীন সম্পাদিত কার্য উক্ত ভূমি সুবিধাজনকভাবে ব্যবহার করিবার ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত নহে, অথবা যদি সরকার বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ রেলপথের উপর, নীচ বা আড়াআড়ি জনসাধারণের চলাচলের রাস্তা বা অন্য কোনো পূর্তকর্ম সম্পাদনের ইচ্ছা প্রকাশ করে, তাহা হইলে উক্ত মালিক অথবা, ক্ষেত্রমত, সরকার বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ যে-কোনো সময় বাংলাদেশ রেলওয়েকে, যেইরূপ প্রয়োজনীয় মনে হইবে এবং বাংলাদেশ রেলওয়ে সম্মত হইবে, উক্ত মালিক অথবা, ক্ষেত্রমত, সরকার বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের খরচে, সেইরূপ অতিরিক্ত এ্যাকোমোডেশনাল ওয়ার্কস সম্পাদনের জন্য রিকুইজিশন প্রদান করিতে পারিবে।

(২) ভূমির মালিক, সরকার বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ যাহার অনুরোধে উপ-ধারা (১) এর অধীন এ্যাকোমোডেশনাল ওয়ার্কস সম্পাদন করা হইয়াছে তাহার খরচে উহা রক্ষণাবেক্ষণ করা হইবে।

(৩) যদি বাংলাদেশ রেলওয়ে এবং ভূমির মালিক, সরকার বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের মধ্যে নিম্নবর্ণিত কোনো বিষয়ে ভিন্নমত পরিলক্ষিত হয়, যথা:-

(ক) অতিরিক্ত এ্যাকোমোডেশনাল ওয়ার্কস সম্পাদনের প্রয়োজনীয়তা; বা

(খ) অনুরূপ অতিরিক্ত এ্যাকোমোডেশনাল ওয়ার্কস সম্পাদনের জন্য সম্ভাব্য ব্যয়ের পরিমাণ; বা

(গ) অনুরূপ এ্যাকোমোডেশনাল ওয়ার্কস রক্ষণাবেক্ষণ বাবদ উদ্ভূত ব্যয়ের পরিমাণ,

তাহা হইলে বিষয়টি সরকারের নিকট প্রেরণ করা হইবে এবং এইক্ষেত্রে সরকারের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে।

১৮। **বিদ্যুৎ বা অন্য কোনো ইউটিলিটি সার্ভিস সরবরাহের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ**।– এই আইনের অন্য কোনো বিধান বা আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, বিদ্যুৎ বা অন্য কোনো ইউটিলিটি সার্ভিস সরবরাহকারী কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃক জারীকৃত গাইডলাইন অনুসারে, নিজ খরচে ক্র্যাডল গার্ড বা অন্য কোনো নিরাপত্তা ব্যাবস্থা গ্রহণ করিবে।

১৯। **বেড়া, পর্দা, গেট ও বার**।- সরকার তৎকর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বা এতদুদ্দেশ্যে তৎকর্তৃক পুনর্নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিম্নবর্ণিত কার্য সম্পাদনের জন্য বাংলাদেশ রেলওয়েকে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে, যথা:-

(ক) রেলপথ বা উহার কোনো অংশ এবং উহার সংশ্লিষ্টতায় নির্মাণকৃত রাস্তার জন্য সীমানা চিহ্ন বা বেড়া সরবরাহ, মেরামত বা পরিবর্তন করা;

(খ) রেলপথ নির্মাণের পূর্বে উহার নিকটবর্তী সর্বসাধারণের যাতায়াতের রাস্তার পার্শ্বে পর্দা প্রকৃতির বস্তু সরবরাহ বা পরিবর্তন করা যাহাতে রাস্তার উপর যাতায়াতকারী যাত্রীগণের ক্ষতি প্রতিরোধ করা যায়;

(গ) সর্বসাধারণের যাতায়াতের রাস্তা ক্রসের লেভেলে উপযুক্ত গেট, চেইন, বার, স্টিল বা হ্যান্ড-রেইল স্থাপন বা পরিবর্তন করা;

(ঘ) উক্ত গেইট, চেইন বা বার খোলা ও বন্ধ করিবার জন্য লোক নিয়োগ করা।

২০। **রেল লাইনের উপর দিয়া যানবাহন চলাচলের জন্য গেট খোলা বা স্থাপনে বিধিনিষেধ**।— (১) বাংলাদেশ রেলওয়ের পূর্বানুমতি ব্যতীত রেল লাইনের উপর দিয়া যানবাহন চলাচলের জন্য কোনো রেলগেট খোলা বা স্থাপন করা যাইবে না।

(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত রেলগেট খোলা বা স্থাপনের জন্য বাংলাদেশ রেলওয়ের নিকট কোনো আবেদন করা হইলে, বাংলাদেশ রেলওয়ে উক্তরূপ আবেদন প্রাপ্তির পর নির্ধারিত পদ্ধতিতে উহা অনুমোদন করিতে পারিবে।

২১। **অননুমোদিতভাবে রেলগেট খোলার কারণে সৃষ্ট ক্ষয়ক্ষতির দায়**।— (১) ধারা ২০ এর বিধান লঙ্ঘনক্রমে যে-কোনো ধরণের রেলগেট খোলা বা স্থাপন করা হইলে, উক্ত অননুমোদিতভাবে রেলগেট খোলার সহিত জড়িত কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ, প্রতিষ্ঠান বা কর্তৃপক্ষ রেলগেট খোলার কারণে সংঘটিত দুর্ঘটনার ফলে ট্রেন বা রোলিং স্টক বা উহার যাত্রী বা পণ্যের ক্ষয়ক্ষতির জন্য দায়ী হইবে।

(২) যদি উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত কারণে রেল লাইনে বা উহার সন্নিকটে কোনো দুর্ঘটনা ঘটে, তাহা হইলে বাংলাদেশ রেলওয়ে কোনোভাবেই উহার জন্য দায়ী হইবে না এবং উহা হইতে উদ্ভূত কোনো ক্ষয়ক্ষতির জন্যও বাংলাদেশ রেলওয়েকে দায়ী করা যাইবে না।

২২। **রেলওয়ে লাইনের উপর দিয়া বা রেলওয়ে লাইন ক্রস করিয়া রাস্তা নির্মাণ**।— (১) বাংলাদেশ রেলওয়ে ব্যতীত অন্য কোনো সরকারি বা বেসরকারি সংস্থা রেলওয়ে লাইনের উপর দিয়া বা রেলওয়ে লাইন ক্রস করিয়া রাস্তা নির্মাণের পরিকল্পনা করিলে, উহা নিম্নবর্ণিত শর্তাদি প্রতিপালন করিবে, যথা:-

(ক) সংশ্লিষ্ট সংস্থা বিস্তারিত নকশা দাখিলপূর্বক সরকার বা, ক্ষেত্রমত, বাংলাদেশ রেলওয়ের অনুমতি গ্রহণ করিবে;

(খ) সংশ্লিষ্ট সংস্থা দফা (ক) এ উল্লিখিত অনুমোদনকৃত নকশা অনুসারে যথাযথ গেট ও অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণ করিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর দফা (ক) ও (খ) এ উল্লিখিত ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক যথাযথভাবে পরিচালনার জন্য সংশ্লিষ্ট সরকারি বা বেসরকারি সংস্থা নিজস্ব খরচে প্রয়োজনীয় সংখ্যক নিরাপত্তা কর্মী নিয়োগ করিবে।

(৩) গেট এবং অন্যান্য অবকাঠামোর অব্যবস্থাপনা বা অবহেলার কারণে কোনো দুর্ঘটনা ঘটিলে, সংশ্লিষ্ট সরকারি বা বেসরকারি সংস্থা উক্ত দুর্ঘটনা সংঘটনের জন্য দায়ী হইবে এবং উহাকে আহত ব্যক্তিগণের চিকিৎসা ব্যয়নির্বাহ এবং আরোপিত ক্ষতিপূরণ প্রদান করিতে হইবে যাহার কোনো অংশই বাংলাদেশ রেলওয়ে বহন করিবে না।

২৩। **ট্রেন চলাচলের সময় জনসাধারণ বা যানবাহন সতর্কতার সহিত চলাচল করিবে**।- যে-কোনো ট্রেন চলাচলের সময় লাইনের সন্নিকটবর্তী উভয় পার্শ্বে জনসাধারণ বা যানবাহন সতর্কতার সহিত এমনভাবে চলাচল করিবে যাহাতে ট্রেনের স্বাভাবিক গতি ব্যাহত না হয় বা উহা দুর্ঘটনার সম্মুখীন না হয় বা যাত্রী ও মালামালের নিরাপত্তা বিঘ্নিত না হয়, এবং উক্ত চলাচলকারী জনসাধারণ বা যানবাহনের অসতর্কতার কারণে কোনো দুর্ঘটনা ঘটিলে উক্ত দুর্ঘটনার ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতি এবং জীবন বা সম্পদের ক্ষয়ক্ষতির জন্য বাংলাদেশ রেলওয়ে বা সরকারকে দায়ী করা যাইবে না।

২৪। **ধারা ২২ এর শর্তাদি পূরণ করে না এইরূপ বিদ্যমান গেটের ক্ষেত্রে প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা**।— (১) যেসকল বিদ্যমান গেট বা অবকাঠামো পরিচালনার ক্ষেত্রে ধারা ২২ এ উল্লিখিত শর্তাদি, সম্পূর্ণ বা আংশিক, পূরণ হয় নাই, সেই সকল গেট বা অবকাঠামোর ক্ষেত্রে উক্ত ধারা কার্যকর হইবার তারিখ হইতে ছয় মাসের মধ্যে আবশ্যিকভাবে উক্ত শর্তাদি পূরণ করিতে হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত সময়ের মধ্যে ধারা ২২ এ উল্লিখিত শর্তাদি পূরণ করা না হইলে, বাংলাদেশ রেলওয়ে উক্ত সময় অতিক্রান্ত হইবার পর সংশ্লিষ্ট গেট বন্ধ করিবার যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

২৫। **ওভার ও আন্ডার ব্রিজ**।- (১) যেইক্ষেত্রে বাংলাদেশ রেলওয়ে সর্বসাধারণের যাতায়াতের রাস্তা অতিক্রম করিয়া উহার লেভেলে কোনো রেলপথ নির্মাণ করে, সেইক্ষেত্রে সরকার, যে-কোনো সময়, জননিরাপত্তার স্বার্থে প্রয়োজন মনে করিলে, বাংলাদেশ রেলওয়েকে, সরকার যেইরূপ উপযুক্ত মনে করিবে সেইরূপ সময়ের মধ্যে, সুবিধাজনকভাবে ওঠা-নামা ও প্রবেশের ব্যবস্থাসহ, রেলপথের উপর বা নীচ দিয়া ব্রিজ বা আর্চের মাধ্যমে উক্ত রাস্তা নেওয়ার ব্যবস্থা করিবে এবং উক্ত রাস্তা লেভেল ক্রসিং এর পরিবর্তে অথবা লেভেল ক্রসিং এর বিপদ মুক্ত বা হ্রাস করিবার জন্য পরিপার্শ্বিকতা বিবেচনাক্রমে সরকারের নিকট বিবেচিত সর্বাপেক্ষ উপযুক্ত অন্যান্য কার্য সম্পাদনের নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(২) সরকার উপ-ধারা (১) এর অধীন নির্দেশ প্রদানের ক্ষেত্রে এইরূপ শর্ত আরোপ করিতে পারিবে যে, উক্ত রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বপ্রাপ্ত স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, যদি থাকে, উক্ত নির্দেশ পালনের সকল খরচ বা সরকার যেইরূপ যথাযথ মনে করিবে, খরচের সেইরূপ অংশ বাংলাদেশ রেলওয়েকে পরিশোধের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে ।

২৬। **রেলওয়ে কার্যক্রমের জন্য বিপজ্জনক বা বিঘ্ন সৃষ্টিকারী বৃক্ষ ও কোনো কাঠামো অপসারণ**।- (১) যদি কোনো ক্ষেত্রে-

(ক) রেলপথের পার্শ্বে দণ্ডায়মান বৃক্ষ রেলপথের উপর পড়িয়া ট্রাফিকের বিঘ্ন ঘটাইবার সম্ভাবনা দেখা দেয়;

(খ) ওভারহেড লাইন ও সাব-স্টেশনের উপর বা নিকটবর্তী বৃক্ষাদি ও উহার শাখাপ্রশাখা বিঘ্ন সৃষ্টি করে; বা

(গ) স্থায়ীভাবে স্থাপিত সিগন্যাল ও রেলওয়ে ট্র্যাক দেখিবার ক্ষেত্রে কোনো বৃক্ষ ও কোনো কাঠামো বিঘ্ন ঘটায়,

তাহা হইলে সেইক্ষেত্রে বাংলাদেশ রেলওয়ে অনুরূপ বিপদ এড়ানো বা, ক্ষেত্রমত, বিঘ্ন দূর করিবার উদ্দেশ্যে যে-কোনো ব্যবস্থা করিতে পারিবে।

(২) বাংলাদেশ রেলওয়ে, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমতি গ্রহণপূর্বক, প্রয়োজনীয় ক্র্যাডল গার্ড দ্বারা রেলওয়ে ট্র্যাক অতিক্রমকারী বৈদ্যুতিক ওভারহেড লাইন সুরক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারিবে ।

(৩) এই ধারার অন্য কোনো বিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ঝড়, জলোচ্ছাস বা অন্য কোনো দুর্যোগের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ রেলওয়ে রেলওয়ে যোগাযোগ ব্যবস্থা পুনঃস্থাপনের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় মেরামত বা অন্য যে-কোনো কার্য সম্পাদন করিতে পারিবে।

(৪) উপ-ধারা (১) এর অধীন কোনো বৃক্ষ কাটা হইলে বা অন্য কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইলে, বৃক্ষটি যদি রেলপথ নির্মাণ বা সিগন্যাল স্থাপনের পূর্বে বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে বাংলাদেশ রেলওয়ে, উক্ত বৃক্ষের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে, তাহাকে যুক্তিসংগত ক্ষতিপূরণ প্রদান করিবে।

(৫) বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃক প্রদত্ত উক্তরূপ ক্ষতিপূরণ প্রদানের সিদ্ধান্ত, রিভিশন সাপেক্ষে, চূড়ান্ত হইবে।

(৬) এই ধারার অধীন কোনো বৃক্ষ কাটা হইলে বা অন্য কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইলে তৎসম্পর্কে ক্ষতিপূরণের জন্য কোনো দেওয়ানি আদালত বিচারার্থ কোনো মামলা গ্রহণ করিবে না।

২৭। **রেলওয়ের ভূমি হইতে অবৈধ স্থাপনা অপসারণ ও ভূমি উদ্ধারের ক্ষমতা**।— (১) এই আইনের অন্য কোনো বিধান বা আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সরকার বা বাংলাদেশ রেলওয়ে যে-কোনো সময় রেলওয়ের ভূমি, রেলওয়ে ট্র্যাকের পার্শ্ববর্তী এলাকা, রেলওয়ে স্টেশন, জংশন, কারখানা, ডিপো বা রেলওয়ের সীমানাভুক্ত কোনো এলাকায় অবৈধভাবে স্থাপিত বাজার, শেড, কাঁচা, পাকা, সেমি-পাকা বিল্ডিং অপসারণ এবং রেলওয়ের ভূমি উদ্ধার করিতে পারিবে।

(২) বাংলাদেশ রেলওয়ে উহার অনুমতি গ্রহণ ব্যতীত স্থাপিত রেলওয়ে গেট বা লেভেল ক্রসিং বা রেল ট্র্যাকের উপর দিয়া পথচারীদের চলাচল অথবা প্রাণি বা পণ্য পারাপারের জন্য ব্যবহৃত স্থান বন্ধ করিবার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

২৮। **অবৈধ দখলকারীর নিকট হইতে রেলওয়ের ভূমি উদ্ধারের ক্ষমতা।**— (১) এই আইনের অন্য কোনো বিধান বা আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সরকার বা বাংলাদেশ রেলওয়ে অবৈধ দখলকারীর নিকট হইতে রেলওয়ের ভূমি উদ্ধারের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে পারিবে।

(২) অবৈধ দখলকারীর নিকট হইতে রেলওয়ের ভূমি উদ্ধারের ক্ষেত্রে, বাংলাদেশ রেলওয়ে-

(ক) রেলওয়ের ভূমিতে অবৈধভাবে স্থাপিত বাজার, শেড, কাঁচা, পাকা, সেমি-পাকা বিল্ডিং অপসারণ করিতে পারিবে;

(খ) বাংলাদেশ রেলওয়ের অধীন নিযুক্ত বাহিনীর সহায়তা গ্রহণ ছাড়াও নিকটবর্তী থানার পুলিশ বা জেলার পুলিশ প্রশাসনের সহায়তা গ্রহণ এবং সংশ্লিষ্ট অধিক্ষেত্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতির ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

অধ্যায় ৫
রেলপথ চালুকরণ

২৯। **রোলিং স্টক ব্যবহারের অধিকার**।- (১) বাংলাদেশ রেলওয়ে, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে রেলের লোকোমোটিভস বা অন্য কোনো মোটিভ পাওয়ার ব্যবহার এবং রোলিং স্টক চালাইতে বা টানিয়া লইতে পারিবে।

(২) তবে ডিজেল বা অন্য মোটিভ পাওয়ার দ্বারা রেলপথের উপর দিয়া কোনো রোলিং স্টক চালনা করা যাইবে না, যতক্ষণ না এই আইনের অধীন এতদুদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় বিধিমালা প্রণয়ন, অনুমোদন ও প্রকাশ করা হয়।

৩০। **রেলপথ চালুকরণ সম্পর্কিত নোটিশ।-** (১) উপ-ধারা (২) এর বিধানাবলি সাপেক্ষে, বাংলাদেশ রেলওয়ে রেলপথ চালুকরণের কমপক্ষে ১ (এক) মাস পূর্বে উক্ত অভিপ্রায় সম্পর্কে সরকারকে অবহিত করিয়া লিখিত নোটিশ প্রদান করিবে।

(২) সরকার যথাযথ মনে করিলে কোনো ক্ষেত্রে উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত নোটিশের মেয়াদ হ্রাস বা বৃদ্ধি করিতে পারিবে।

৩১। **রেলপথ চালুর পূর্বে সরকারের অনুমোদন গ্রহণ** ।- সরকার, বা সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত জিআইবিআর, আদেশ দ্বারা, অনুমোদন না করা পর্যন্ত কোনো রেলপথ যাত্রী পরিবহণের জন্য চালু করা যাইবে না।

৩২। **রেলপথ চালুর অনুমোদন প্রদানের পদ্ধতি**।– (১) ধারা ৩১ এর অধীন রেলপথ চালুর অনুমোদন প্রদান করা যাইবে না যতক্ষণ না জিআইবিআর পরিদর্শন করিয়া সরকারের নিকট লিখিতভাবে রিপোর্ট প্রদান করেন যে,-

(ক) তিনি যথাযথভাবে রেলপথ ও রোলিং স্টক পরিদর্শন করিয়াছেন;

(খ) সরকার কর্তৃক নির্ধারিত চলমান ও স্থির পরিমাপের ব্যত্যয় করা হয় নাই;

(গ) রেল-ট্র্যাকের ওজন, ব্রিজের সক্ষমতা, পূর্তকর্মের সাধারণ কাঠামোগত বৈশিষ্ট্য এবং রোলিং স্টকের এক্সলের উপর সর্বোচ্চ গ্রস ভর সরকার কর্তৃক যেইরূপ নির্ধারিত হইয়াছে উহার অনুরূপ;

(ঘ) রেলপথে পর্যাপ্ত রোলিং স্টক সরবরাহ করা হইয়াছে;

(ঙ) সাধারণ যাত্রী পরিবহণের জন্য রেলপথ চালুর পূর্বেই এই আইনের অধীন রেলপথের কার্যক্রম সম্পর্কে সাধারণ বিধিমালা প্রণয়ন, অনুমোদিত ও প্রকাশ করা হইয়াছে; এবং

(চ) তাহার মতে কোনোরূপ দুর্ঘটনা বা বিপদ ব্যতীত রেলপথটি যাত্রী পরিবহণের জন্য চালু করা যাইবে।

(২) যদি জিআইবিআর মনে করেন যে, রেলপথটি চালু করা হইলে উহা ব্যবহারকারী জনসাধারণের বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে, তাহা হইলে তিনি উহার কারণ উল্লেখ করিয়া সরকারের নিকট তাহার মতামত ব্যক্ত করিবেন, এবং সরকার, অতঃপর বাংলাদেশ রেলওয়েকে রেলপথ চালু করিবার বিষয়টি স্থগিত করিবার আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন প্রদত্ত আদেশের সহিত শর্তের উল্লেখ করিতে হইবে যাহা অনুমোদনাধীন রেলপথটি চালুর পূর্বে অবশ্যই প্রতিপালন করিতে হইবে, এবং উক্ত শর্ত পূরণ না করা পর্যন্ত অথবা সরকার যতক্ষণ না এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, রেলপথটি চালু করা হইলে উহা ব্যবহারকারী জনসাধারণের বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা নাই ততক্ষণ পর্যন্ত উক্ত স্থগিত আদেশ বলবৎ থাকিবে।

(৪) এই ধারার অধীন অনুমোদন শর্তহীন হইতে পারে অথবা সরকার জনগণের নিরাপত্তার স্বার্থে যেইরূপ প্রয়োজন মনে করে, সেইরূপ শর্ত সাপেক্ষে, অনুমোদন প্রদান করা যাইবে ।

(৫) রেলপথ চালুর অনুমোদন যদি শর্ত সাপেক্ষে প্রদান করা হয় এবং বাংলাদেশ রেলওয়ে উক্ত শর্ত পূরণ করিতে ব্যর্থ হয়, তাহা হইলে উক্ত অনুমোদন বাতিল হইয়াছে মর্মে গণ্য হইবে, এবং সরকারের সন্তুষ্টি মোতাবেক যতক্ষণ না উক্ত শর্তসমূহ পূরণ করা হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত রেলপথ কার্যক্রম চালাইবে না বা ব্যবহৃত হইবে না।

৩৩। **রেলপথের গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে ধারা ৩০, ৩১ ও ৩২ এর বিধানাবলির প্রযোজ্যতা**।– (১) রেলপথ চালুকরণ সম্পর্কিত ধারা ৩০, ৩১ ও ৩২ এর বিধানাবলি উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত কার্যসমূহ উদ্বোধনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হইবে যদি উক্ত কার্যসমূহ যাত্রী পরিবহণের জন্য ব্যবহৃত রেলপথের অংশ হয় বা উহার সহিত প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত থাকে এবং রেলপথ প্রথম চালুর পূর্বে সম্পাদিত পরিদর্শনের পর নির্মাণ করা হইয়া থাকে।

(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত পূর্তকর্ম বলিতে বুঝাইবে রেলওয়ের অতিরিক্ত লাইন, ডেভিয়েশন লাইন, স্টেশন, জংশন ও লেভেল ক্রসিং, আন্ডার পাস, ওভার পাস, ভায়াডাক্ট, ইলেকট্রিক ট্রাকশন অথবা এমন কোনো পরিবর্তন বা পুনর্নির্মাণ যাহা উল্লেখযোগ্য মাত্রায় কোনো পূর্তকর্মের কাঠামোগত বৈশিষ্ট্য প্রভাবিত করে এবং যাহার ক্ষেত্রে ধারা ৩০, ৩১ ও ৩২ এর বিধানাবলি প্রযোজ্য বা যাহা এই ধারার আওতাভুক্ত করা হইয়াছে ।

৩৪। **ব্যতিক্রমী বিধান**।- যদি কোনো দুর্ঘটনা ঘটে এবং উহার ফলে সাময়িকভাবে রেল চলাচল স্থগিত থাকে, এবং মূল লাইন ও পূর্তকর্ম দ্রুততার সহিত পূর্বাবস্থায় ফিরাইয়া আনা হয়, অথবা যোগাযোগ ব্যবস্থা পুনঃস্থাপন করিবার উদ্দেশ্যে সাময়িক ডাইভারশন স্থাপন করা হয়, তাহা হইলে যাত্রী পরিবহণের লক্ষ্যে জিআইবিআর এর অনুপস্থিতিতে, নিম্নবর্ণিত শর্তাদি সাপেক্ষে, পূর্বাবস্থায় ফিরাইয়া আনা মূল লাইন ও পূর্তকর্ম বা, ক্ষেত্রমত, সাময়িক ডাইভারশন চালু করা যাইবে, যথা:-

(ক) দুর্ঘটনার কারণে গৃহীত ব্যবস্থার দায়িত্বপ্রাপ্ত রেলওয়ে কর্মচারী কর্তৃক এই মর্মে একটি সার্টিফিকেট প্রদান করিতে হইবে যে, তাহার মতে মেরামতকৃত লাইন বা পূর্তকর্ম বা সাময়িক ডাইভারশন চালু করা হইলে, উক্ত লাইন ও পূর্তকর্ম বা ডাইভারশন ব্যবহারকারী ব্যক্তিগণের বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা নাই; এবং

(খ) যথাশীঘ্র সম্ভব, উক্ত লাইন ও পূর্তকর্ম বা ডাইভারশন চালু সম্পর্কে জিআইবিআর-কে নোটিশ প্রদান করিতে হইবে।

৩৫। **রেলপথ চালুকরণ সম্পর্কিত বিধানাবলীর ব্যত্যয়**।– এই অধ্যায়ের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে এই অধ্যায়ের বর্ণিত কার্যপদ্ধতির ব্যত্যয় করিতে পারিবে।

৩৬। **চালু রেলপথ বন্ধ করিবার ক্ষমতা**।– যেইক্ষেত্রে যাত্রী পরিবহণের জন্য ব্যবহৃত কোনো চালু রেলপথ বা উহার উপর ব্যবহৃত রোলিং স্টক পরিদর্শনের পর, জিআইবিআর এইরূপ মতামত প্রদান করেন যে, উক্ত রেলপথ বা কোনো নির্দিষ্ট রোলিং স্টক ব্যবহার করা হইলে উহা ব্যবহারকারী জনসাধারণের বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে, তখন তিনি কারণ উল্লেখপূর্বক উক্ত মতামত সম্পর্কে সরকারকে অবহিত করিবেন এবং সরকার এ পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নরূপ নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে, যথা:-

(ক) রেলপথটিতে যাত্রী পরিবহণ বন্ধ থাকিবে; বা

(খ) উল্লিখিত রোলিং স্টক ব্যবহার করা যাইবে না; বা

(গ) জনসাধারণের নিরাপত্তার জন্য সরকার যেইরূপ প্রয়োজন মনে করিবে, সেইরূপ শর্ত পূরণ করিবার পর উক্ত রেলপথ বা রোলিং স্টক যাত্রী পরিবহণের কাজে ব্যবহার করা যাইবে।

৩৭। **বন্ধ রেলপথ পুনরায় চালুকরণ।—** (১) ধারা ৩৬ এর অধীন কোনো রেলপথ বন্ধ করা হইলে, উহা যাত্রী পরিবহণের জন্য পুনরায় চালু করা যাইবে না, যতক্ষণ না জিআইবিআর উহা পরিদর্শন করিয়া এই আইনের বিধান অনুসারে পুনরায় চালুকরণের অনুমোদন প্রদান করেন।

(২) ধারা ৩৬ এর অধীন সরকার কোনো রোলিং স্টকের ব্যবহার না করিবার আদেশ প্রদান করিলে, উক্ত রোলিং স্টক ব্যবহার করা যাইবে না, যতক্ষণ না জিআইবিআর উহা পরিদর্শন করিয়া ব্যবহারের উপযুক্ত মর্মে রিপোর্ট প্রদান করেন এবং সরকার উহা ব্যবহারের অনুমোদন প্রদান করে।

(৩) ধারা ৩৬ এর অধীন সরকার কর্তৃক কোনো রেলপথ বা রোলিং স্টক ব্যবহার সম্পর্কে কোনো শর্ত আরোপ করা হইলে, উক্ত শর্ত প্রতিপালন করিতে হইবে যতক্ষণ না সরকার উহা প্রত্যাহার করে।

৩৮। **এই অধ্যায়ের অধীন গভর্নমেন্ট ইন্সপেক্টর অব বাংলাদেশ রেলওয়ে (জিআইবিআর)কে ক্ষমতার্পণ।**— (১) সরকার, সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা, জিআইবিআর-কে এই অধ্যায়ের অধীন উহার কোনো কার্য সম্পাদনের ক্ষমতা অর্পণ করিতে পারিবে, এবং অনুরূপ কার্য সম্পাদনকারী জিআইবিআর কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ বা অনুমোদন বাতিল করিতে পারিবে অথবা সরকার তৎকর্তৃক কোনো অনুমোদন বা আদেশ প্রদান করিলে যেইরূপ শর্ত আরোপ করিতে পারিতো, সেইরূপ শর্ত আরোপ করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন আরোপিত শর্ত এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে এইরূপভাবে কার্যকর হইবে যেন উহা সরকার কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ বা অনুমোদনের সহিত আরোপিত হইয়াছে।

অধ্যায় ৬
মামলা, বিমা ও ট্র্যাফিক ফ্যাসিলিটিস

৩৯। **কতিপয় ক্ষেত্রে আদালতের ক্ষমতা রহিত।**— এই আইনে বর্ণিত বিধান ব্যতীত, এই অধ্যায়ের কোনো বিধান লঙ্ঘন বা ভঙ্গ করিয়া বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃক সম্পাদিত কোনো কার্য বা বিচ্যুতির কারণে কোনো মামলা দায়ের বা কার্যপদ্ধতি গ্রহণ করা যাইবে না।

৪০। **যুক্তিসংগত বিলম্ব ও কোনোরূপ পক্ষপাতিত্ব ব্যতিরেকে ট্র্যাফিক গ্রহণ ও প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বাংলাদেশ রেলওয়ের দায়িত্ব।**— বাংলাদেশ রেলওয়ে রেলপথে বা রেলপথ হইতে ট্র্যাফিক গ্রহণ, অগ্রায়ন ও প্রেরণের জন্য এবং রোলিং স্টক ফেরত পাঠাইবার জন্য যুক্তিসংগত সকল সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করিবে।

৪১। **বিধিবহির্ভূত প্রাধান্য প্রদানের ক্ষেত্রে বিধি-নিষেধ।**— (১) বাংলাদেশ রেলওয়ে কোনোক্রমেই কোনো ব্যক্তিকে বা কোনো বিশেষ ধরনের ট্র্যাফিককে বা উহার অনুকূলে বিধিবহির্ভূত প্রাধান্য বা সুবিধার ব্যবস্থা করিবে না বা ব্যবস্থা প্রদান করিবে না, অথবা কোনোক্রমেই বিধিবহির্ভূত পক্ষপাতিত্ব বা অসুবিধার ব্যবস্থা করিবে না।

(২) বাংলাদেশ রেলওয়ে এই ধারার বিধানাবলি লঙ্ঘন করিতেছে কি না সে সম্পর্কিত অভিযোগ সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

৪২। **সর্বোচ্চ বা সর্বোনিম্ন রেট** বা **ভাড়া ও বিমা চার্জ এর হার নির্ধারণে সরকারের ক্ষমতা।**— (১) সরকার, সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা, রেলপথের সম্পূর্ণ বা উহার কোনো অংশের জন্য সর্বোচ্চ ও সর্বোনিম্ন রেট বা ভাড়া ও বিমা চার্জ নির্ধারণ করিতে পারিবে, এবং উক্ত হার কীরূপে প্রযোজ্য হইবে উহার শর্তাদি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(২) বাংলাদেশ রেলওয়ে এই ধারার বিধান অনুসারে সরকার কর্তৃক জারীকৃত কোনো আদেশ লঙ্ঘন করিতেছে কি না সে সম্পর্কিত কোনো অভিযোগ সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

৪৩। **ট্র্যাক এ্যকসেস এগ্রিমেন্ট**।- (১) বাংলাদেশ রেলওয়ে, সরকারের পূর্বানুমতি গ্রহণপূর্বক, জয়েন্ট ভেনচার কোম্পানিসহ বাংলাদেশের কোনো প্রাইভেট কোম্পানি, বা বাংলাদেশের বাহিরের কোনো রেলওয়ে কোম্পানি বা প্রশাসনের সহিত ট্র্যাক এ্যকসেস প্রদান ও ট্র্যাক এ্যকসেস পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য সুবিধা সরবরাহের জন্য চুক্তি সম্পাদন করিতে পারিবে।

(২) বাংলাদেশ রেলওয়ে, সময় সময়, চুক্তিতে উল্লিখিত ট্র্যাক এ্যকসেস চার্জ পুনর্নির্ধারণ এবং হ্রাস বা বৃদ্ধি করিতে পারিবে।

৪৪। **বিমা তহবিল**।- (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার "বিমা তহবিল" নামে একটি তহবিল গঠন করিতে পারিবে।

(২) উক্ত তহবিলে নিম্নবর্ণিত উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ জমা হইবে, যথা:-

(ক) ধারা ৪২ এর অধীন প্রাপ্ত বা আদায়কৃত বিমা চার্জ;

(খ) সরকারের নিকট হইতে প্রাপ্ত অনুদান;

(গ) বাংলাদেশ রেলওয়ে হইতে প্রদত্ত মঞ্জুরি;

(ঘ) অন্য কোনো বৈধ উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ।

(৩) একটি পৃথক হিসাব কোডে বিমা তহবিলের অর্থ জমা ও সংরক্ষণ করিতে হইবে।

(৪) ধারা ৭৭ ও ৮৭ এর অধীন বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃক প্রদেয় ক্ষতিপূরণ বিমা তহবিল হইতে পরিশোধ করা হইবে।

৪৫। **সেবা প্রাপ্তির লক্ষ্যে একই ধরনের ট্রাফিকের জন্য অসম রেটের ক্ষেত্রে বিধিবহির্ভূত প্রাধান্য**।– (১) যেইক্ষেত্রে ইহা পরিলক্ষিত হয় যে, বাংলাদেশ রেলওয়ে কোনো বিশেষ এলাকার কোনো বিশেষ ব্যবসা-বাণিজ্য অথবা কোনো বিশেষ শ্রেণির ব্যবসায়ীদের প্রাণি বা পণ্য বহণের জন্য অন্যান্য ব্যবসায়ী বা অন্য কোনো শ্রেণির ব্যবসায়ীদের বা অন্য কোনো এলাকার ব্যবসায়ীদের প্রাণি বা পণ্য বহণ বা একই বা একই ধরনের সেবার জন্য নির্ধারিত মাশুল আদায়ের হার অপেক্ষা নিম্ন হারে মাশুল আদায় করিতেছে, সেইক্ষেত্রে উক্ত নিম্ন হারে মাশুল বা ভাড়া আদায় বিধিবহির্ভূত সুবিধা প্রদান নহে উহা প্রমাণের দায়ভার বাংলাদেশ রেলওয়ের উপর বর্তাইবে।

(২) নিম্ন হারে মাশুল আদায় বিধিবহির্ভূত সুবিধা প্রদান কিনা উহা নির্ধারণের ক্ষেত্রে, সরকার অন্যান্য বিষয় বিবেচনার পাশাপাশি যুক্তিসংগত মনে করিলে, কোনো বিশেষ এলাকার জনসাধারণের স্বার্থে মালামাল বহণের নিশ্চয়তা বিধানের উদ্দেশ্যে উক্তরূপ নিম্ন হারে মাশুল আদায়ের প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে কিনা উহাও বিবেচনা করিবে।

৪৬। **যেইক্ষেত্রে রেলপথের অংশ নহে এইরূপ জাহাজ বা নৌকা ব্যবহৃত হয়, সেইক্ষেত্রে সুযোগ-সুবিধাদি ও সমআচরণ সম্পর্কিত বিধান**।– যেইক্ষেত্রে বাংলাদেশ রেলওয়ে কোনো ফেরি, জাহাজ, নৌকা বা ভেলা বা সড়কপথে ট্রাক, লরি, সড়ক-যান বা আকাশযান দ্বারা, যাহা বাংলাদেশ রেলওয়ের মালিকানাধীন নহে বা উহার দ্বারা ভাড়া করা বা ব্যবস্থিত নহে, কোনো অভ্যন্তরীণ নৌপথের উপর দিয়া রেলওয়ের ট্র্যাফিক ক্রয়ের জন্য চুক্তির কোনো পক্ষ হয়, সেইক্ষেত্রে রেলপথের উপর প্রযোজ্য পূর্ববর্তী শেষোক্ত দুই ধারার বিধানাবলি উক্ত ফেরি, জাহাজ, নৌকা বা ভেলা বা ট্রাক, লরি, সড়ক-যান বা আকাশযানের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হইবে যতক্ষণ উহা রেলওয়ে ট্রাফিকের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইবে।

৪৭। **টার্মিনাল চার্জ**।– বাংলাদেশ রেলওয়ে যুক্তিসংগত টার্মিনাল চার্জ ধার্য করিতে পারিবে।

৪৮। **টার্মিনাল চার্জ ধার্য করিবার ক্ষেত্রে সরকারের ক্ষমতা**।– (১) সরকার বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃক ধার্যকৃত টার্মিনাল চার্জ সম্পর্কে উদ্ভূত কোনো প্রশ্ন বা বিরোধ নিষ্পত্তি করিবে।

(২) প্রশ্ন বা বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে, সরকার যাহার উপর টার্মিনাল চার্জ ধার্য করা হইয়াছে উহার জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা সরবরাহের জন্য আউটলেট নির্বিশেষে বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃক প্রকৃত যে ব্যয় নির্বাহ করিতে হইতো প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা সরবরাহের জন্য নির্বাহকৃত কেবল উক্ত ব্যয়ের বিষয়টি বিবেচনা করিবে।

৪৯। **এই অধ্যায় অনুসারে প্রদত্ত সিদ্ধান্ত বাধ্যকর হইবে**।— এই অধ্যায়ের বিধানাবলি অনুসারে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত কোনো সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে এবং সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের জন্য বাধ্যকর হইবে।

অধ্যায় ৭
রেলওয়ের কার্যক্রম

৫০। **রেলওয়ের সাধারণ পরিচালন বিষয়াদি**।— (১) এই আইনের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া রেলওয়ের সাধারণ পরিচালন সম্পর্কিত বিষয়াদি বিধি দ্বারা নির্ধারণ করা যাইবে এবং উক্ত বিধিতে নিম্নবর্ণিত বিষয়ে বিধান করা যাইবে, যথা:-

(ক) রেলপথের উপর ব্যবহৃত রোলিং স্টক কী গতিতে বা কীভাবে চলিবে বা চালনা করা হইবে তাহা নিয়ন্ত্রণ;

(খ) যাত্রীগণের এ্যাকোমোডেশন ও সুবিধা সরবরাহ এবং তাহাদের মালপত্র/লাগেজ পরিবহণ নিয়ন্ত্রণ;

(গ) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, বিপজ্জনক ও অবৈধ পণ্য ঘোষণা এবং উক্ত পণ্য পরিবহণ নিয়ন্ত্রণ;

(ঘ) সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত যাত্রী পরিবহণের শর্তাদি নির্ধারণ এবং উক্তরূপ যাত্রী পরিবহণকৃত বাহন সংক্রামক মুক্তকরণ;

(ঙ) রেলগাড়ি পরিচালনার ক্ষেত্রে রেলওয়ে কর্মচারীর দায়িত্ব নির্ধারণ;

(চ) বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃক কোনো স্টেশনে প্রাপক বা মালিকের পক্ষে পণ্য গুদামজাত করিবার বা রাখিবার শর্তাদি নির্ধারণ; এবং

(ছ) সাধারণত রেলপথে ভ্রমণ এবং রেলপথ ব্যবহার, উহার কার্যক্রম ও ব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রণ।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রণীত বিধিমালায় এই মর্মে বিধান করা যাইবে যে, কোনো ব্যক্তি উক্ত উপ-ধারার দফা (ঙ) এর আওতাভুক্ত বিধান ব্যতীত, উক্ত বিধিমালার কোনো বিধান ভঙ্গ করিলে, তিনি অনধিক দশ হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

(৩) এই ধারার অধীন প্রণীত কোনো বিধি সরকার কর্তৃক অনুমোদিত এবং সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত কার্যকর হইবে না:

তবে শর্ত থাকে যে, যেইক্ষেত্রে উক্ত বিধি এইরূপ শর্তে কোনো বিধি যাহা ইতোমধ্যে সরকারি গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে, সেইক্ষেত্রে উক্ত গেজেটে বিধিটি ইতোমধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে উল্লেখ করিয়া এবং উহা গৃহীত হইয়াছে মর্মে ঘোষণা করিয়া প্রকাশিত কোনো প্রজ্ঞাপণ উক্ত উপ-ধারার অর্থে সরকারি গেজেটে প্রকাশিত বিধি হিসাবে গণ্য হইবে।

(৪) বাংলাদেশ রেলওয়ে উহার রেলপথের প্রতিটি স্টেশনে এই ধারার অধীন প্রণীত আপাতত বলবৎ সাধারণ বিধিমালার একটি কপি সংরক্ষণ করিবে, এবং যুক্তিসংগত সকল সময়ে কোনো ব্যক্তি কর্তৃক বিনামূল্যে উহা পরিদর্শনের অনুমতি প্রদান করিবে।

৫১। **রিটার্ন**।- বাংলাদেশ রেলওয়ে, সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে ষাণ্মাসিক বা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সময়ান্তর, উহার মূলধন এবং রাজস্ব লেনদেন এবং উহার ট্র্যাফিক সম্পর্কে সরকার যেইরূপ নির্দেশ প্রদান করিবে সেইরূপ রিটার্ন প্রস্তুত করিবে এবং সরকারের নিকট তৎকর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশ অনুসারে উহার একটি কপি প্রেরণ করিবে।

৫২। **ওয়াগনের সর্বোচ্চ লোড**।— (১) বাংলাদেশ রেলওয়ে উহার অধিকারে থাকা প্রতিটি ওয়াগন ও ট্রাকের সর্বোচ্চ ধারণ ক্ষমতা নির্ধারণ করিবে, এবং উক্ত প্রতিটি ওয়াগন ও ট্রাকের গায়ে দৃষ্টিগ্রাহ্যভাবে উক্ত নির্ধারিত সর্বোচ্চ লোড/ধারণ ক্ষমতা সংখ্যায় ও কথায় লিখিয়া প্রদর্শন করিবে।

(২) উক্ত রেলপথের উপর চলাচলকারী ওয়াগন ও ট্রাকের মালিক প্রত্যেক ফার্ম বা ব্যক্তি একইভাবে উক্ত ওয়াগন ও ট্রাকের সর্বোচ্চ ধারণ ক্ষমতা নির্ধারণ ও প্রদর্শন করিবে।

(৩) অনুরূপ কোনো ওয়াগন ও ট্রাকে সর্বোচ্চ লোড বোঝাই করিবার সময় উহার এক্সেলের উপর মোট ভর/গ্রস ওয়েট উক্ত শ্রেণির ওয়াগন ও ট্রাকের এক্সেলের জন্য সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করিবে না।

(৪) উপ-ধারা (২) বা (৩) এ যাহা কিছুই থকুক না কেন, বাংলাদেশ রেলওয়ে কোনো ওয়াগন বা ট্রাক বা কোনো বিশেষ শ্রেণির পণ্য পরিবহণকারী বা কোনো বিশেষ শ্রেণির ওয়াগন বা ট্রাক সম্পর্কে যদি প্রয়োজনীয় বা সমীচীন মনে করে, তাহা হইলে উহা যেইরূপ উপযুক্ত মনে করিবে সেইরূপ শর্ত আরোপ সাপেক্ষে, উক্তরূপ ওয়াগন বা ট্রাক বা উক্তরূপ শ্রেণির ওয়াগন বা ট্রাক সাধারণ পরিবহণ ক্ষমতা হ্রাস-বৃদ্ধি করিতে পারিবে এবং প্রজ্ঞাপন দ্বারা, উক্তরূপ ওয়াগন বা ট্রাক বা উক্তরূপ শ্রেণির ওয়াগনসমূহ বা ট্রাকসমূহের পরিবহণ ক্ষমতা নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(৫) যেইক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি কোনো ওয়াগন বা ট্রাকে উপ-ধারা (২) বা (৩) এর অধীন প্রদর্শিত বা উপ-ধারা (৪) এর অধীন নির্ধারিত ধারণ ক্ষমতার অতিরিক্ত পণ্য বোঝাই করেন, সেইক্ষেত্রে বাংলাদেশ রেলওয়ে উক্ত পণ্য ডেলিভারির পূর্বে ক্ষেত্রমত, চালানকারক, চালানগ্রহীতা বা এনডোর্সকারীর নিকট হইতে ফ্রেইট বা অন্যান্য চার্জের অতিরিক্ত নির্ধারিত হারে জরিমানা হিসাবে চার্জ আদায় করিতে পারিবে।

(৬) যদি ফরোয়ার্ডিং স্টেশন বা গন্তব্য স্টেশনের পূর্বের কোনো স্থানে শনাক্ত হয় যে, কোনো ওয়াগন বা ট্রাকে উহার ধারণ ক্ষমতার অতিরিক্ত পণ্য বোঝাই করা হইয়াছে, তাহা হইলে বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃক উক্ত ওয়াগন বা ট্রাক হইতে পণ্য খালাস করিতে এবং খালাস বাবদ খরচ আদায় করিতে এবং এতদুদ্দেশ্যে কোনো ওয়াগান আটক করিয়া চার্জ আদায় করিতে পারিবে।

৫৩। **ট্রাফিকের জন্য শর্ত আরোপ করিবার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ রেলওয়ের ক্ষমতা**।– (১) সরকারের নিয়ন্ত্রণ সাপেক্ষে, বাংলাদেশ রেলওয়ে কোনো প্রাণি বা পণ্য গ্রহণ, প্রেরণ বা বিলি করিবার বিষয়ে, এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধিমালার সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ নহে এইরূপ শর্ত আরোপ করিতে পারিবে।

(২) বাংলাদেশ রেলওয়ে প্রতিটি স্টেশনে উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রণীত শর্তাদির একটি কপি সংরক্ষণ করিবে, এবং যুক্তিসংগত সকল সময়ে কোনো ব্যক্তি কর্তৃক বিনামূল্যে উহা পরিদর্শনের অনুমতি প্রদান করিবে।

(৩) বাংলাদেশ রেলওয়ে সংক্রামক রোগে আক্রান্ত কোনো প্রাণি পরিবহণের জন্য বাধ্য থাকিবে না।

৫৪। **রেট, টার্মিনাল ও অন্যান্য চার্জের জন্য লিয়েন**।– (১) যদি কোনো ব্যক্তি প্রাণি বা প্রাণির জন্য তাহার নিকট প্রাপ্য রেট, টার্মিনাল বা অন্য কোনো চার্জ বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃক বা উহার পক্ষে চাহিবামাত্র পরিশোধে ব্যর্থ হন, তাহা হইলে বাংলাদেশ রেলওয়ে উক্ত সকল প্রাণি বা পণ্য বা উহার অংশ আটক করিতে পারিবে, অথবা যদি রেলওয়ে হইতে উহা ইতোমধ্যে সরাইয়া নেয়া হইয়া থাকে, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তির অন্য কোনো প্রাণি বা পণ্য যাহা উহার জিম্মায় থাকে বা পরবর্তী কালে আসে তাহা আটক করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন কোনো প্রাণি বা পণ্য আটক করা হইলে, বাংলাদেশ রেলওয়ে, পচনশীল পণ্যের ক্ষেত্রে, তৎক্ষণাৎ, এবং অন্য পণ্য বা প্রাণির ক্ষেত্রে, দুই বা ততোধিক জাতীয় বা স্থানীয় সংবাদপত্রে এবং ডিজিটাল মাধ্যমে নিলামের জন্য নোটিশ প্রকাশের কমপক্ষে পনেরো দিন অতিক্রান্ত হইবার পর, অথবা যেখানে অনুরূপ সংবাদপত্র নাই, সেইখানে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে, উক্ত চার্জ ও অনুরূপ আটকের নোটিশ এবং বিক্রয় সংক্রান্ত সকল খরচ এবং প্রাণির ক্ষেত্রে, উক্ত সকল খরচসহ প্রাণিকে খাওয়ানো, গোসল করানো ও দেখাশুনা করিবার খরচের সমপরিমাণ অর্থ প্রাপ্তির জন্য যে পরিমাণ প্রাণি বা পণ্য বিক্রয়ের প্রয়োজন হইতে পারে তাহা প্রকাশ্য নিলামে বিক্রয় করিতে পারিবে।

(৩) বিক্রয়লব্ধ অর্থ হইতে বাংলাদেশ রেলওয়ে সংশ্লিষ্ট খরচের সমপরিমাণ অর্থ রাখিয়া যদি কোনো অতিরিক্ত অর্থ অবশিষ্ট থাকে এবং প্রাণি বা পণ্য অবিক্রীত থাকে, তাহা হইলে উহার অধিকারী ব্যক্তিকে উহা প্রদান করিবে।

(৪) যদি কোনো ব্যক্তি যাহার নিকট বকেয়া রেট, টার্মিনাল বা অন্য চার্জ দাবি করা হইয়াছে তিনি যুক্তিসংগত সময়ের মধ্যে বাংলাদেশ রেলওয়ের নিকট হইতে উপ-ধারা (১) এর অধীন আটককৃত বা উপ-ধারা (২) এর অধীন নিলাম বিক্রয়ের পর অবিক্রীত প্রাণি বা পণ্য ছাড়াইয়া লইতে ব্যর্থ হন, তাহা হইলে বাংলাদেশ রেলওয়ে উক্ত সকল প্রাণি বা পণ্য বিক্রয় করিতে পারিবে এবং উপ-ধারা (৩) এর অধীন যতদূর সম্ভব বিক্রয়লব্ধ অর্থ বিলিবন্দেজ করিবে।

(৫) পূর্বোক্ত উপ-ধারাসমূহে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, বাংলাদেশ রেলওয়ে অনুরূপ কোনো রেট, টার্মিনাল বা উপরিউক্ত অন্যান্য চার্জ বা উহার বকেয়া আদায় করিবার জন্য মামলা দায়ের করিতে পারিবে।

৫৫। **রেলপথে প্রাপ্ত মালিকবিহীন দ্রব্যের নিষ্পত্তি**।– (১) যখন পরিবহণের জন্য বা অন্য কোনোভাবে কোনো প্রাণি বা পণ্য বাংলাদেশ রেলওয়ের দখলে আসে যাহার মালিক পাওয়া যায় না অথবা কোনো ব্যক্তি উহার মালিকানা দাবি করে না, তখন বাংলাদেশ রেলওয়ে উক্ত মালিক বা ব্যক্তিকে পাওয়া গেলে সংশ্লিষ্ট প্রাণি বা পণ্য ছাড়াইয়া নেয়ার জন্য তাহাকে নোটিশ প্রদান করিবে।

(২) যদি উক্ত মালিক বা ব্যক্তিকে পাওয়া না যায় অথবা নোটিশ প্রদান করা না যায়, অথবা তিনি নোটিশে উল্লিখিত শর্ত প্রতিপালন না করেন, তাহা হইলে বাংলাদেশ রেলওয়ে যুক্তিসংগত সময়ের মধ্যে, আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনের বিধানাবলি সাপেক্ষে, যথাসম্ভব ধারা ৫৪ এর বিধানাবলি অনুসারে উক্ত প্রাণি বা পণ্য বিক্রয় করিবে এবং বিক্রয়লব্ধ অর্থের কোনো উদ্বৃত্ত অংশ থাকিলে, তাহা উহার অধিকারী ব্যক্তিকে প্রদান করিবে ।

৫৬। **কতিপয় ক্ষেত্রে পণ্য ডেলিভারির ক্ষেত্রে দায়মুক্তি অর্জনে বাংলাদেশ রেলওয়ের ক্ষমতা**।- যেইক্ষেত্রে বাংলাদেশ রেলওয়ের দখলে থাকা প্রাণি, পণ্য বা বিক্রয়লব্ধ অর্থ দুই বা ততোধিক ব্যক্তি কর্তৃক দাবি করা হয়, অথবা প্রাণি বা পণ্যের জন্য প্রদত্ত টিকেট বা রসিদ প্রদর্শন করা না হয়, সেইক্ষেত্রে বাংলাদেশ রেলওয়ে উক্ত প্রাণি, পণ্য বা বিক্রয়লব্ধ অর্থের ডেলিভারি বন্ধ রাখিতে পারিবে যতক্ষণ না উহার মতে উক্ত প্রাণি, পণ্য বা অর্থ গ্রহণের অধিকারী ব্যক্তি বাংলাদেশ রেলওয়ের সন্তুষ্টি মোতাবেক অন্য কোনো ব্যক্তি কর্তৃক উক্ত প্রাণি, পণ্য বা বিক্রয়লব্ধ অর্থ দাবির বিপরীতে দায়মুক্তি প্রদান করেন।

৫৭। **পণ্য সম্পর্কে লিখিত বিবরণ দাখিল** ।- (১) রেলে পরিবহণের জন্য আনীত পণ্যের মালিক বা উহার দায়িত্বে থাকা ব্যক্তি এবং রেলে বহনকৃত পণ্যের প্রাপক বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে নিয়োগকৃত রেলওয়ে কর্মচারীর অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত কর্মচারীকে উক্ত মালিক বা ব্যক্তি বা, ক্ষেত্রমত, প্রাপক কর্তৃক স্বাক্ষরিত পণ্যের লিখিত হিসাব-বিবরণী সরবরাহের অনুরোধ করিবেন এবং উহাতে পণ্যের এইরূপ বিবরণ থাকিবে যাহাতে বাংলাদেশ রেলওয়ে উহার উপর ধার্যকৃত রেট নির্ধারণ করিতে পারে।

(২) যদি উক্ত মালিক, ব্যক্তি বা প্রেরক উক্ত হিসাব-বিবরণী প্রদানে অস্বীকার করেন বা অগ্রাহ্য করেন এবং পণ্য ধারণকারী পার্সেল বা প্যাকেট খুলিতে অস্বীকার করেন যাহাতে উহাদের বিবরণ জানা না যায়, তাহা হইলে বাংলাদেশ রেলওয়ে-

(ক) রেলপথে পরিবহণের উদ্দেশ্যে আনয়নকৃত পণ্যের ক্ষেত্রে, উহার জন্য রেলে পরিবহণের জন্য যে-কোনো শ্রেণির পণ্যের উপর উক্ত সময় বলবৎ সর্বোচ্চ রেটের অধিক নহে এইরূপ কোনো ভাড়া পরিশোধ করা না হইলে, উক্ত পণ্য বহন করিতে অস্বীকার করিতে পারিবে; অথবা

(খ) রেলে বহনকৃত পণ্যের ক্ষেত্রে, উক্ত সর্বোচ্চ রেটের অধিক নহে এইরূপ রেট ধার্য করিতে পারিবে।

(৩) যদি উপ-ধারা (১) এর অধীন সরবরাহকৃত হিসাব-বিবরণীতে যে পণ্য সম্পর্কে বিবরণ প্রদান করা হইয়াছে, এবং যে পণ্য বহণ করা হইয়াছে উহা মিথ্যা হয়, তাহা হইলে বাংলাদেশ রেলওয়ে উক্ত পণ্য পরিবহণের জন্য যে-কোনো শ্রেণির পণ্যের উপর উক্ত সময় বলবৎ সর্বোচ্চ রেটের দ্বিগুণের অধিক নহে এইরূপ কোনো রেট ধার্য করিতে পারিবে।

(৪) যদি রেলওয়ে কর্মচারী এবং রেলে পরিবহণের জন্য আনীত বা রেলে বহনকৃত পণ্যের মালিক বা উহার দায়িত্বে থাকা ব্যক্তি বা প্রাপকের মধ্যে এই ধারার অধীন হিসাব-বিবরণী সরবরাহকৃত পণ্যের বিবরণের বিষয়ে মতবিরোধ উদ্ভূত হয়, তাহা হইলে রেলওয়ে কর্মচারী উক্ত পণ্য আটক ও পরীক্ষা করিতে পারিবেন।

(৫) যদি পরীক্ষা করিয়া ইহা পরিলক্ষিত হয় যে, উপ-ধারা (১) এর অধীন সংশ্লিষ্ট পণ্যের বিষয়ে সরবরাহকৃত হিসাব-বিবরণী হইতে সংশ্লিষ্ট পণ্যের বিবরণের পার্থক্য রহিয়াছে, তাহা হইলে যে ব্যক্তি হিসাব-বিবরণী সরবরাহ করিয়াছেন তিনি, অথবা, যদি উক্ত ব্যক্তি পণ্যের মালিক না হন, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি ও পণ্যের মালিক উভয়ে যৌথভাবে বা পৃথকভাবে বাংলাদেশ রেলওয়েকে পণ্য আটক ও পরীক্ষার খরচ পরিশোধের জন্য দায়ী থাকিবেন, এবং বাংলাদেশ রেলওয়ে সংশ্লিষ্ট পণ্য আটক ও পরীক্ষার কারণে সৃষ্ট কোনো ক্ষতির দায় হইতে অব্যাহতি পাইবে।

(৬) যদি পরীক্ষা করিয়া ইহা পরিলক্ষিত হয় যে, উপ-ধারা (১) এর অধীন সংশ্লিষ্ট পণ্যের বিষয়ে সরবরাহকৃত হিসাব-বিবরণী হইতে সংশ্লিষ্ট পণ্যের বিবরণের কোনো পার্থক্য নাই, তাহা হইলে বাংলাদেশ রেলওয়ে পণ্য আটক ও পরীক্ষার খরচ পরিশোধ করিবে, এবং বাংলাদেশ রেলওয়ে উপরিউক্ত কোনো ক্ষতির জন্য পণ্যের মালিকের নিকট দায়ী থাকিবে।

৫৮। **বিপজ্জনক বা অবৈধ পণ্য**।– (১) কোনো ব্যক্তি রেলপথে কোনো বিপজ্জনক বা অবৈধ পণ্য বহন করিবে না অথবা বাংলাদেশ রেলওয়েকে উহা পরিবহণের জন্য বাধ্য করিতে পারিবে না।

(২) যেইক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি অনুরূপ পণ্য রেলে পরিবহণের জন্য আনয়ন করেন, সেইক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি স্টেশন-মাস্টার বা উক্ত স্থানের দায়িত্বে থাকা অন্য কোনো রেলওয়ে কর্মচারীকে উক্ত পণ্যের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে নোটিশ প্রদান ব্যতিরেকে রেলপথে তাহার সহিত অনুরূপ কোনো পণ্য রাখিবেন না, অথবা উক্ত পণ্য ধারণকারী প্যাকেজের গায়ে উহার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে পৃথকভাবে চিহ্ন না করিয়া অথবা যে রেলওয়ে কর্মচারীর নিকট তিনি উক্ত পণ্য প্রদান বা বিলি করিবেন তাহাকে উক্ত পণ্যের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে নোটিশ প্রদান ব্যতিরেকে রেলপথে পরিবহণের জন্য অনুরূপ কোনো পণ্য প্রদান বা বিলি করিবেন না।

(৩) কোনো রেলওয়ে কর্মচারী উক্ত পণ্য পরিবহণের জন্য গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিতে পারিবেন, এবং, যখন উপ-ধারা (২) এর অধীন নোটিশ প্রদান ব্যতিরেকে উক্তরূপ নোটিশ প্রদান করা হইয়াছে মনে করিয়া পণ্য পরিবহণের জন্য গ্রহণ করেন, তখন তিনি উহা পরিবহণ করিতে অস্বীকার করিতে বা ট্রানজিটের সময় উক্ত পণ্য থামাইতে পারিবেন বা, ক্ষেত্রমত, উহা অপসারণ করিতে পারিবেন।

(৪) যদি কোনো রেলওয়ে কর্মচারীর এইরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে যে, প্যাকেজে রক্ষিত অনুরূপ কোনো পণ্য সম্পর্কে তাহার জানামতে উপ-ধারা (২) এর অধীন নোটিশ প্রদান করা হয় নাই, তখন তিনি উক্ত প্যাকেজে কী ধরনের পণ্য রাখা হইয়াছে তাহা নিরূপণের উদ্দেশ্যে উক্ত প্যাকেজ খোলাইতে পারিবেন।

(৫) এই ধারার কোনো কিছুই Explosives Act, 1884 (Act No. IV of 1884) বা তদধীন প্রণীত বিধিমালার কোনো বিধানকে ক্ষুণ্ন করিবে না, এবং উপ-ধারা (১), (৩) ও (৪) এর কোনো কিছুই সরকার কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ দ্বারা বা উহার পক্ষে পরিবহণের জন্য প্রেরিত বা বিলিকৃত কোনো পণ্যের ক্ষেত্রে, অথবা কোনো কর্মকর্তা, সৈনিক, নাবিক, বৈমানিক বা পুলিশ কর্মকর্তা কর্তৃক তাহার চাকরি বা দায়িত্ব পালনের অংশ হিসাবে তাহার সহিত বহনকৃত কোনো পণ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না।

৫৯। **উদ্ধৃত রেট জনসাধারণকে প্রদর্শন**।– প্রত্যেক স্টেশনে যেখানে বাংলাদেশ রেলওয়ে পরিবহণের জন্য কোনো রেট উদ্ধৃত করে, সেখানে উক্ত রেট উদ্ধৃত করিবার জন্য নিযুক্ত রেলওয়ে কর্মচারী কোনো ব্যক্তির অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে, সকল যুক্তিসংগত সময়ে কোনোরূপ ফি ব্যতিরেকে তাহাকে রেটবহি অথবা প্রশাসন বা সংশ্লিষ্ট প্রশাসনসমূহ কর্তৃক ধার্যকৃত রেট সংবলিত দলিলাদি প্রদর্শন করিবেন।

৬০। **গ্রস চার্জ সম্পর্কিত বিস্তারিত বিবরণের জন্য বাংলাদেশ রেলওয়েকে রিকুইজিশন**।– (১) যেইক্ষেত্রে রেলপথে পণ্য পরিবহণের জন্য বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃক কোনো চার্জ ধার্য করা হয় এবং উহা পরিশোধ করা হয়, সেইক্ষেত্রে বাংলাদেশ রেলওয়ে, যে ব্যক্তি কর্তৃক বা যাহার পক্ষে উক্ত চার্জ পরিশোধ করা হইয়াছে, তাহার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে, তাহাকে নিম্নবর্ণিত কোন্ কোন্ খাতের অধীন চার্জ ধার্য করা হইয়াছে উহা প্রদর্শন করিয়া একটি হিসাব-বিবরণী প্রদান করিবে, যথা:-

(ক) রেলপথে পণ্য পরিবহণ;

(খ) টার্মিনাল্স;

(গ) ডেমারেজ;

(ঘ) সংগ্রহ, বিলি এবং অন্যান্য ব্যয়;

(ঙ) বিমা চার্জ;

তবে প্রত্যেক খাতের অধীন প্রতিটি আইটেমের বিপরীতে পৃথক পৃথক চার্জ ধার্যের হিসাব প্রদর্শন করিতে হইবে না।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন আবেদনপত্র অবশ্যই লিখিত হইতে হইবে এবং আবেদনকারী কর্তৃক বা তাহার পক্ষে চার্জ পরিশোধের কমপক্ষে একমাসের মধ্যে বাংলাদেশ রেলওয়ের নিকট আবেদন করিতে হইবে, এবং আবেদন প্রাপ্তির দুই মাসের মধ্যে বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃক অবশ্যই হিসাব-বিবরণী প্রদান করিতে হইবে।

৬১। **যাত্রী এবং ট্রেনের দায়িত্বে থাকা রেলওয়ে কর্মচারীর মধ্যে যোগাযোগ**।— সরকার বাংলাদেশ রেলওয়েকে যাত্রী পরিবহণের জন্য তৎকর্তৃক পরিচালিত প্রত্যেক ট্রেনে, সরকার কর্তৃক অনুমোদিত পদ্ধতিতে, যাত্রী এবং ট্রেনের দায়িত্বে থাকা রেলওয়ে কর্মচারীর মধ্যে কার্যকর যোগাযোগের মাধ্যম সরবরাহ ও সংরক্ষণ করিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, যেইক্ষেত্রে বাংলাদেশ রেলওয়ে এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, ট্রেনে সরবরাহকৃত যোগাযোগের মাধ্যমের অপব্যবহার হইতেছে, তাহা হইলে উহা যেইরূপ উপযুক্ত মনে করিবে সেইরূপ সময়ের জন্য উক্তরূপ যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করিতে পারিবে।

৬২। **প্রতি কম্পার্টমেন্টে সর্বোচ্চ সংখ্যক যাত্রী**।- বাংলাদেশ রেলওয়ে, সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে, যে-কোনো ধরনের রেলগাড়ির প্রতিটি কম্পার্টমেন্টে ধারণকৃত সর্বোচ্চ পরিমাণ যাত্রীর সংখ্যা নির্ধারণ করিবে এবং বাংলা ও ইংরেজিতে কম্পার্টমেন্টের ভিতর ও বাহিরে দৃষ্টিগ্রাহ্যভাবে নির্ধারিত যাত্রীর সংখ্যা প্রদর্শন করিবে।

৬৩। **মহিলা এবং শারীরিকভাবে অসমর্থ যাত্রীদের জন্য কামরা বা আসন সংরক্ষণ**।— (১) বাংলাদেশ রেলওয়ে যাত্রী পরিবহনকারী রেলগাড়িতে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে মহিলা যাত্রীদের জন্য কামরা বা আসন সংরক্ষণ করিবে।

(২) বাংলাদেশ রেলওয়ে শারীরিকভাবে অসমর্থ যাত্রীদের জন্য প্রতিটি যাত্রীবাহী ট্রেনে যে-কোনো শ্রেণির কামরায় একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক আসন সংরক্ষণ করিবে।

৬৪। **স্টেশনসমূহে ট্রেনের সময়সূচি ও ভাড়ার তালিকা প্রদর্শন**।- বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃক রেলপথের চলতি সময়সূচি এবং উক্ত স্টেশন হইতে বিভিন্ন গন্তব্যে ভ্রমণের জন্য নির্ধারিত ভাড়ার তালিকা বাংলা ও ইংরেজিতে প্রতিটি স্টেশনের যাত্রীদের কার্ড টিকিট ইস্যু করিবার স্থানে দৃষ্টিগ্রাহ্য ও সহজে প্রবেশ করা যায় এইরূপ স্থলে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, বাংলাদেশ রেলওয়ে ডিজিটাল মাধ্যমে রেলপথের সময়সূচি ইত্যাদি এবং এক স্টেশন হইতে অন্য স্টেশনে ভ্রমণের জন্য নির্ধারিত ভাড়ার তালিকা প্রকাশ করিতে পারিবে।

৬৫। **ভাড়া পরিশোধমাত্র টিকিট প্রদান**।— (১) ট্রেনে ভ্রমণেচ্ছুক প্রত্যেক যাত্রীকে তাহার ভাড়া পরিশোধের পর একটি টিকিট প্রদান করিতে হইবে যাহাতে আসনের শ্রেণি, নম্বর, সময়সূচি এবং যে স্থান হইতে যে স্থানে ভ্রমণের জন্য ভাড়া পরিশোধ করা হইয়াছে উহার নাম এবং পরিশোধকৃত ভাড়ার পরিমাণ উল্লেখ করিতে হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন উল্লেখকৃত তথ্যাদি বাংলা বা ইংরেজিতে লিখিতে হইবে।

৬৬। **ট্রেনে যাত্রী ধারণের অতিরিক্ত টিকিট ইস্যুর ক্ষেত্রে বিধান**।— (১) কোনো ট্রেনে যে পরিমাণ আসন বা স্থান সংকুলান রহিয়াছে উহার অতিরিক্ত টিকিট ইস্যু করা যাইবে না।

(২) ট্রেনে ভ্রমণের জন্য কোনো যাত্রীকে টিকিট ইস্যু করা হইলেও যদি উক্ত ট্রেনে তাহার জন্য টিকিটে উল্লেখকৃত কোনো আসন বা স্থান সংকুলান না থাকে, তাহা হইলে তিনি উক্ত ট্রেন ছাড়িয়া যাইবার তিন ঘণ্টার মধ্যে উক্ত টিকিট ফেরত প্রদান করিবামাত্র তাহাকে তাহার ভাড়ার টাকা ফেরত প্রদান করিতে হইবে।

(৩) ট্রেনে ভ্রমণের জন্য কোনো যাত্রী যে শ্রেণির টিকিট ক্রয় করিয়াছিলেন, সেই শ্রেণির সিট বা স্থান সংকুলান না থাকিবার কারণে, তিনি যদি অপেক্ষাকৃত নিম্ন শ্রেণিতে ভ্রমণ করিতে বাধ্য হন, তাহা হইলে তাহাকে তাহার টিকিট জমা দেয়ার পর তিনি যে শ্রেণিতে ভ্রমণ করিয়াছেন সেই শ্রেণির ভাড়া এবং তিনি যে মূল্যে টিকিট ক্রয় করিয়াছিলেন তাহার পার্থক্যের সমপরিমাণ অর্থ ফেরত পাইবেন।

৬৭। **পাস বা টিকিট ব্যতীত ভ্রমণ নিষেধ**।– (১) কোনো ব্যক্তি তাহার নিকট যথাযথ পাস বা টিকিট না থাকিলে, ট্রেন পরিচালকের অনুমতি ব্যতীত, যাত্রী হিসাবে ভ্রমণের উদ্দেশ্যে রেলপথের কোনো ক্যারেজে প্রবেশ বা অবস্থান করিতে পারিবেন না।

(২) রেলওয়ে কর্মচারী, বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইলে, উপ-ধারা (১) উল্লিখিত অনুমতি প্রদানের সময়, উক্ত যাত্রীকে সাধারণত এই মর্মে একটি সার্টিফিকেট প্রদান করিবেন যে, উক্ত যাত্রীকে তাহার ভ্রমণের জন্য প্রদেয় ভাড়া পরিশোধ করিবার শর্তে উক্ত ক্যারেজে ভ্রমণের অনুমতি প্রদান করা হইয়াছে।

৬৮। **পাস ও টিকিট প্রদর্শন ও জমা প্রদান**।– রেলপথে ভ্রমণকারী প্রত্যেক যাত্রী, বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে নিয়োগকৃত রেলওয়ে কর্মচারী চাহিবামাত্র তাহাকে তাহার পাস বা টিকিট পরীক্ষার জন্য প্রদর্শন করিবেন, এবং গন্তব্যস্থলে পৌঁছাইয়া বা যাত্রা সমাপ্তির স্টেশনে, অথবা সিজন পাস বা টিকিটের ক্ষেত্রে, সিজন পাস বা টিকিটের মেয়াদ উত্তীর্ণের পর রেলওয়ে কর্মচারীর নিকট উক্ত পাস বা টিকিট জমা প্রদান করিবেন।

৬৯। **টিকিট বাতিল ও অর্থ ফেরত প্রদান**।– যদি টিকিট বাতিলের জন্য ফেরত প্রদান করা হয়, তাহা হইলে রেলওয়ে কর্মচারী নির্ধারিত পদ্ধতিতে উক্ত টিকিট বাতিল করিবেন এবং নির্ধারিত পরিমাণ অর্থ ফেরত প্রদান করিবেন।

৭০। **টিকিট হস্তান্তরে বিধি-নিষেধ**।– যে ব্যক্তির নামে টিকিট ইস্যু করা হইয়াছে কেবল উক্ত ব্যক্তি কর্তৃক উহা ব্যবহার করা যাইবে;

তবে শর্ত থাকে যে, এই ধারার কোনো কিছুই একই ট্রেনে ভ্রমণরত যাত্রীগণকে তাহাদের আসন/সিট বা বার্থ পারস্পরিক বদলের ক্ষেত্রে বারিত করিবে না;

আরও শর্ত থাকে যে, এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত একজন রেলওয়ে কর্মচারী, নির্ধারিত ক্ষেত্র সাপেক্ষে, কোনো যাত্রীর নামে ইস্যুকৃত টিকিট বা বার্থের নাম পরিবর্তন করিতে পারিবেন।

৭১। **সংক্রামক বা ছোঁয়াচে রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিকে পরিবহন অস্বীকার করিবার ক্ষমতা**।– (১) বাংলাদেশ রেলওয়ে, ধারা ৫০ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (ঘ) এর অধীন বর্ণিত শর্ত অনুসারে ব্যতীত, সংক্রামক বা ছোঁয়াচে রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিকে পরিবহন করিতে অস্বীকার করিতে পারিবে।

(২) উক্তরূপ রোগে আক্রান্ত কোনো ব্যক্তি, স্টেশন মাস্টার বা সংশ্লিষ্ট স্থানের দায়িত্বে থাকা কোনো রেলওয়ে কর্মচারীর বিশেষ অনুমতি ব্যতীত, রেলে প্রবেশ বা ভ্রমণ করিতে পারিবেন না।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন অনুমতি প্রদানকারী রেলওয়ে কর্মচারী উক্ত ট্রেনে ভ্রমণকারী বা অবস্থানকারী অন্যান্য যাত্রীর নিকট হইতে সংক্রামক বা ছোঁয়াচে রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিকে পৃথক রাখিবার ব্যবস্থা করিবেন।

অধ্যায় ৮
রেলওয়ে কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা

৭২। **সবিরাম অত্যাবশ্যকীয় কর্মচারী**।– বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই অধ্যায়ে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ঘোষণা করা হইলে, রেলওয়ে কর্মচারীর চাকরি "সবিরাম অত্যাবশ্যকীয়" হিসাবে অভিহিত হইবে; এইরূপ সময়ের মধ্যে সংশ্লিষ্ট রেলওয়ে কর্মচারীকে দৈহিকভাবে কর্তব্য পালনের জন্য আদেশ বা নির্দেশ প্রদান করা হউক বা না হউক তাহাকে কর্তব্যরত বলিয়া বিবেচনা করা হইবে এবং তাহার কর্তব্য সম্পর্কে সর্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

৭৩। **কর্মঘণ্টার সীমাবদ্ধতা**।– (১) সবিরাম অত্যাবশ্যকীয় রেলওয়ে কর্মচারী ব্যতীত, অন্য কোনো রেলওয়ে কর্মচারীকে কোনো মাসে গড়ে প্রতি সপ্তাহে ষাট ঘণ্টার অধিক সময় কার্যে নিয়োগ করা যাইবে না।

(২) যে রেলওয়ে কর্মচারীর চাকরি সবিরাম অত্যাবশ্যকীয় তাহাকে কোনো সপ্তাহে চুরাশি ঘণ্টার অধিক কর্মে নিয়োগ করা যাইবে না।

(৩) এই আইনের অধীন প্রণীত বিধিমালা সাপেক্ষে, নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে কোনো রেলওয়ে কর্মচারীকে উপ-ধারা (১) ও (২) এর বিধানাবলি হইতে সাময়িক অব্যাহতি প্রদান করা যাইবে, যথা:-

(ক) যেইক্ষেত্রে কোনো দুর্ঘটনা ঘটিবার কারণে বা ঘটিবার আশঙ্কা থাকিবার কারণে রেলওয়ের স্বাভাবিক কার্যক্রম মারাত্মক ব্যাহত হওয়া দূর করিবার জন্য অনুরূপ সাময়িক অব্যাহতি প্রয়োজন হয়, অথবা যেইক্ষেত্রে রেলপথ বা রোলিং স্টকে জরুরি কোনো কাজের প্রয়োজন হয় অথবা পূর্বে জানা যায়নি বা প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়নি এইরূপ জরুরি অবস্থায়; এবং

(খ) দফা (ক) এর আওতাভুক্ত নহে এইরূপ ব্যতিক্রমী কাজের চাপ উদ্ভূত হইবার ক্ষেত্রে:

তবে শর্ত থাকে যে, দফা (খ) এর অধীন অব্যাহতিপ্রাপ্ত রেলওয়ে কর্মচারীকে তাহার সাধারণ বেতনের কমপক্ষে সোয়া এক গুণ ওভারটাইম পরিশোধ করিতে হইবে।

ব্যাখ্যা।– এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, "জরুরি অবস্থা" অর্থ এইরূপ কোনো অবস্থা যখন অব্যাহতভাবে রেলওয়ে সেবা নিশ্চিত করিবার জন্য সরকার বা বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃক বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন হয়।

৭৪। **পর্যায়ক্রমিক বিশ্রাম মঞ্জুর**।– (১) একজন রেলওয়ে কর্মচারীকে প্রতি সপ্তাহে কমপক্ষে চব্বিশ ঘণ্টা বিশ্রাম মঞ্জুর করা হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, এই উপ-ধারার বিধান এইরূপ রেলওয়ে কর্মচারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না যাহার চাকরি সবিরাম অত্যাবশ্যকীয় হিসাবে ঘোষিত হইয়াছে অথবা যাহার ক্ষেত্রে উপ-ধারা (২) এর বিধান প্রযোজ্য।

(২) সরকার, বিধি দ্বারা, যে সকল রেলওয়ে কর্মচারী বা যে শ্রেণির রেলওয়ে কর্মচারীর ক্ষেত্রে উপ-ধারা (১) এর অধীন নির্ধারিত বিশ্রামের সময় অপেক্ষা কম সময় মঞ্জুর করা যাইবে এবং উক্ত রেলওয়ে কর্মচারীর ক্ষেত্রে যে মেয়াদের বিশ্রাম মঞ্জুর করা যাইবে তাহা নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(৩) এই আইনের অধীন প্রণীত বিধিমালা সাপেক্ষে, ধারা ৭৩ এর উপ-ধারা (৩) এ নির্ধারিত ক্ষেত্রে বা পরিস্থিতিতে বিশ্রাম মঞ্জুর করা হইতে সাময়িক অব্যাহতি প্রদান করা যাইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, রেলওয়ে কর্মচারীকে, যতদূর সম্ভব, তিনি যে মেয়াদের জন্য বিশ্রাম ভোগ হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন, সেই মেয়াদের জন্য ক্ষতিপূরণমূলক বিশ্রাম মঞ্জুর করা যাইবে।

৭৫। **রেলওয়ে কর্মচারীকে দায়িত্বরত থাকিতে হইবে**।– এই অধ্যায় বা বিধি দ্বারা কোনো রেলওয়ে কর্মচারীর দায়িত্ব মোচনের (রিলিফের) জন্য বিধান প্রণীত হইলে, উক্ত বিধিমালার কোনো কিছুই কোনো রেলওয়ে কর্মচারীকে ছাড়পত্র না পাওয়া পর্যন্ত তাহার দায়িত্ব ত্যাগ করিবার ক্ষমতা প্রদান করে না।

৭৬। **রেলওয়ে শ্রমিকের সুপারভাইজার**।– (১) সরকার রেলওয়ে শ্রমিকের সুপারভাইজার হিসাবে লোক নিয়োগ করিতে পারিবে।

(২) রেলওয়ে শ্রমিকের সুপারভাইজারগণের দায়িত্ব হইবে নিম্নরূপ, যথা:-

(ক) এই অধ্যায় বা উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানাবলি যথাযথ প্রতিপালন করা হইতেছে কি না তাহা নির্ধারণের জন্য পরিদর্শন করা; এবং

(খ) সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন।

ব্যাখ্যা।– এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, রেলওয়ে শ্রমিকের সুপারভাইজার পরিদর্শক হিসাবে গণ্য হইবে।

অধ্যায় ৯

পরিবহনকারী হিসাবে বাংলাদেশ রেলওয়ের দায়িত্ব

৭৭। **পণ্যের পরিবহণকারী হিসাবে বাংলাদেশ রেলওয়ের সাধারণ দায়িত্ব**।– (১) এই আইনে ভিন্নরূপ কোনো বিধান না থাকিলে, যদি উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত কারণ ব্যতীত অন্য কোনো কারণে কোনো পণ্য হারাইয়া যায় অথবা বিনষ্ট বা ধ্বংস হয় অথবা ট্রানজিট বিপর্যয় ঘটে বা কোনো চালান ডেলিভারি না হয়, তাহা হইলে উহার জন্য বাংলাদেশ রেলওয়ে দায়ী হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, নিম্নবর্ণিত কারণে কোনো পণ্য হারানো, ক্ষতি, ধ্বংস, বিনষ্ট, অবচয় বা অবিলীকৃত হইলে উহার জন্য বাংলাদেশ রেলওয়ে দায়ী হইবে না, যথা:-

(ক) দৈব-দুর্বিপাক;

(খ) যুদ্ধ;

(গ) দেশের শত্রুর কোনো কার্য;

(ঘ) আইনি প্রক্রিয়ার অংশ হিসাবে গ্রেফতার, আটক বা জব্দকরণ;

(ঙ) সরকার বা সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তা বা সরকারের অধস্তন কোনো কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ বা আরোপিত বিধি-নিষেধ;

(চ) প্রেরক বা প্রাপক বা এনডোর্সকারী বা উহাদের প্রতিনিধি বা কর্মচারীর কোনো কার্য, বিচ্যুতি বা অবহেলা;

(ছ) পণ্যের বৈশিষ্ট্যগত কোনো ত্রুটি, খুঁত বা প্রবণতার কারণে স্বাভাবিক অবচয় বা ওজন হ্রাস;

(জ) প্রচ্ছন্ন ত্রুটি;

(ঝ) অগ্নিকান্ড বা বিস্ফোরণ; বা

(ঞ) অন্য কোনো অজ্ঞাত ঝুঁকি।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন উক্তরূপ হারানো, ক্ষতি, ধ্বংস, বিনষ্ট, অবচয় বা অবিলিকরণ উপরিউক্ত এক বা একাধিক কারণ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে মর্মে প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশ রেলওয়ে উক্তরূপ হারানো, ক্ষতি, ধ্বংস, বিনষ্ট, অবচয় বা অবিলিকরণের দায় হইতে মুক্ত হইবে না, যদি না বাংলাদেশ রেলওয়ে প্রমাণ করিতে পারে যে, পণ্য পরিবহণের ক্ষেত্রে উহা যুক্তিসংগত পূর্ব সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছিল।

৭৮। **প্রাণি পরিবহণকারী হিসাবে বাংলাদেশ রেলওয়ের দায়-দায়িত্ব**।– (১) পূর্ববর্তী শেষোক্ত ধারার অধীন রেলপথে পরিবহণের জন্য প্রেরিত প্রাণির ক্ষয়-ক্ষতি বা অবনয়নের জন্য বাংলাদেশ রেলওয়ের দায় কোনো ক্ষেত্রেই রেলে পরিবহণের জন্য বুকিংয়ের সময় উহার ঘোষিত মূল্যের অধিক হইবে না।

(২) বাংলাদেশ রেলওয়ে রেলপথে পরিবহণকৃত কোনো প্রাণির ক্ষয়-ক্ষতি বা আঘাতজনিত ক্ষতির জন্য দায়ী হইবে না, যদি উহা প্রাণির বোঝাই বা হুড়াহুড়ি বা প্রেরক কর্তৃক ওয়াগন ওভারলোড করিবার কারণে ঘটিয়া থাকে।

(৩) প্রাণির ক্ষয়-ক্ষতি বা অবনয়নের জন্য ক্ষতিপূরণ আদায়ের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ রেলওয়ের বিরুদ্ধে আনীত কার্যধারায় প্রাণির মূল্য, এবং যেইক্ষেত্রে প্রাণির আঘাতজনিত ক্ষতি হয়, সেইক্ষেত্রে আঘাতজনিত ক্ষতির পরিমাণ, প্রমাণের দায়ভার ক্ষতিপূরণ দাবিকারী ব্যক্তির উপর বর্তাইবে।

৭৯। **লাগেজ পরিবহণকারী হিসাবে বাংলাদেশ রেলওয়ের দায়-দায়িত্ব**।–কোনো যাত্রীর অধিকারে বা দায়িত্বে থাকা কোনো লাগেজ হারাইয়া গেলে, বা বিনষ্ট হইলে, বা অবনয়ন ঘটিলে, উহার জন্য বাংলাদেশ রেলওয়ে দায়ী হইবে না, যদি না রেলওয়ে কর্মচারী কর্তৃক উহা বুক করিয়া বুকিংয়ের কোনো রসিদ প্রদান করা হয়, এবং যাত্রীর দায়িত্বে থাকা লাগেজের ক্ষেত্রে, যদি না ইহা প্রমাণিত হয় যে, উক্ত হারানো, ক্ষয়-ক্ষতি বা অবনয়ন উহার কোনো কর্মচারীর অবহেলা বা অসদাচরণের কারণে সংঘটিত হইয়াছে।

৮০। **কোনো দ্রব্য বা পণ্য পরিবহণকারী হিসাবে বাংলাদেশ রেলওয়ের দায়-দায়িত্ব**।– (১) যখন দ্বিতীয় তপশিলে উল্লিখিত কোনো দ্রব্য রেলপথে পরিবহণের জন্য প্রেরিত পার্সেল বা প্যাকেজে রাখা হয়, এবং পার্সেল বা প্যাকেজে ধারণকৃত দ্রব্যের মূল্য তিনশত টাকার অধিক হয়, তখন বাংলাদেশ রেলওয়ে উক্ত পার্সেল বা প্যাকেজ হারাইয়া গেলে, বিনষ্ট হইলে বা অবনয়ন ঘটিলে, উহার জন্য দায়ী হইবে না, যদি উক্ত পার্সেল বা প্যাকেজ রেলপথে পরিবহণের জন্য বাংলাদেশ রেলওয়ের নিকট প্রেরণ বা ডেলিভারি করিবার সময় পার্সেল বা প্যাকেজ ডেলিভারিকারী ব্যক্তি উহাতে ধারণকৃত দ্রব্যের বিবরণ ও মূল্য ঘোষণা না করেন বা করান, এবং, বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃক দাবি করা হইলে, সম্ভাব্য ঝুঁকির জন্য ক্ষতিপূরণ হিসাবে উক্ত ঘোষিত মূল্যের উপর আনুপাতিক হারে কোনো মূল্য পরিশোধ না করেন বা করিবার ব্যবস্থা না করেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন মূল্য ঘোষণা করা হইয়াছে এইরূপ কোনো পার্সেল বা প্যাকেজ হারাইয়া গেলে, বিনষ্ট হইলে বা অবনয়ন ঘটিলে, উহার জন্য আদায়যোগ্য ক্ষতিপূরণ ঘোষিত মূল্যের অধিক হইবে না, এবং ঘোষিত মূল্য সংশ্লিষ্ট দ্রব্যের প্রকৃত মূল্য ছিল কি না উহা প্রমাণের দায়ভার, ঘোষণাপত্রে যাহা কিছুই থাকুকনা কেন, ক্ষতিপূরণ দাবিকারী ব্যক্তির উপর বর্তাইবে।

(৩) বাংলাদেশ রেলওয়ে দ্বিতীয় তপশিলে বর্ণিত দ্রব্য ধারণ করিতেছে মর্মে ঘোষিত কোনো পার্সেল বা প্যাকেজ বহনের ক্ষেত্রে এইরূপ শর্ত নির্ধারণ করিতে পারিবে যে, এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো রেলওয়ে কর্মচারীকে পরীক্ষা বা অন্য কোনোভাবে সন্তুষ্ট হইতে হইবে যে পার্সেলে বা প্যাকেজে প্রকৃতই ঘোষিত দ্রব্যাদি রহিয়াছে।

৮১। **প্রাণি বা পণ্য হারানো বা ক্ষয়-ক্ষতি সংক্রান্ত মামলায় প্রমাণের দায়ভার**।– কোনো পণ্য হারানো, বা বিনষ্ট বা অবনয়ন বা বিলি না হইবার কারণে ক্ষতিপূরণ দাবি করিয়া বাংলাদেশ রেলওয়ের বিরুদ্ধে দায়ের করা কোনো কার্যধারায় নিম্নবর্ণিত বিষয় প্রমাণ করিবার দায়ভার ক্ষতিপূরণ দাবিকারী ব্যক্তির উপর বর্তাইবে, যথা:-

(ক) প্রকৃত আর্থিক ক্ষতি; বা

(খ) ধারা ৮০ এর উপ-ধারা (২) এর অধীন মূল্য ঘোষিত হইয়াছে এইরূপ চালানের ক্ষেত্রে, ঘোষিত মূল্যই পণ্যের প্রকৃত মূল্য:

তবে শর্ত থাকে যে, এই আইনের অন্যান্য বিধান সাপেক্ষে, উক্ত ব্যক্তিকে অনুরূপ হারানো, বা বিনষ্ট বা অবচয়ের কারণ প্রমাণ করিবার প্রয়োজন হইবে না।

৮২। **অতিরিক্ত চার্জ ফেরত প্রাপ্তির এবং ক্ষতিপূরণ দাবির নোটিশ**।– কোনো ব্যক্তি রেলপথে পরিবহণকৃত প্রাণি বা পণ্যের জন্য আরোপিত অতিরিক্ত চার্জ ফেরত পাইবার বা অনুরূপভাবে পরিবহণকৃত প্রাণি বা পণ্যের ক্ষয়-ক্ষতি বা অবনয়নের জন্য ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তির অধিকারী হইবে না, যদি না উক্ত ব্যক্তি কর্তৃক বা তাহার পক্ষে বাংলাদেশ রেলওয়েকে উক্তরূপ প্রাণি বা পণ্য রেলপথে পরিবহণের জন্য ডেলিভারির তারিখের ছয় মাসের মধ্যে লিখিতভাবে অতিরিক্ত চার্জ ফেরত পাইবার বা ক্ষতিপূরণ পাইবার জন্য দাবি করা হয়।

৮৩। **পণ্যের মিথ্যা বর্ণনার ক্ষেত্রে দায় হইতে অব্যাহতি**।– এই অধ্যায়ের পূর্ববর্তী বিধানসমূহে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, বাংলাদেশ রেলওয়ে এইরূপ কোনো পণ্য হারানো, বিনষ্ট বা অবনয়নের জন্য দায়ী হইবে না, যে পণ্য সম্পর্কে ধারা ৫৭ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রদত্ত হিসাব-বিবরণীতে মিথ্যা বর্ণনা করা হইয়াছিল যদি উক্ত হারানো, বিনষ্ট বা অবনয়ন কোনোভাবে উক্ত মিথ্যা বিবরণের কারণে ঘটিয়া থাকে, অথবা উক্ত মিথ্যা হিসাব-বিবরণীতে উল্লিখিত বর্ণনা অনুসারে মূল্য হিসাব করা হইলে, বাংলাদেশ রেলওয়ে পণ্যের প্রকৃত মূল্য অপেক্ষা অতিরিক্ত কোনো মূল্য পরিশোধের জন্য দায়ী হইবে না।

৮৪। **ডিউটিতে থাকা কর্মকর্তা, সৈনিক, বৈমানিক ও সহযোগী আহত হইবার ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ নিষ্পত্তি**।– যেইক্ষেত্রে কোনো কর্মকর্তা, সৈনিক, বৈমানিক ও সহযোগী তাহার দায়িত্ব পালনের জন্য রেলপথে ভ্রমণকালে বা দায়িত্বরত অবস্থায় যে পরিস্থিতিতে মৃত্যুবরণ করেন বা আহত হন সেই পরিস্থিতিতে তিনি যদি একজন কর্মকর্তা, সৈনিক, বৈমানিক ও সহযোগী হিসাবে তাহার দায়িত্ব পালনের জন্য রেলপথে ভ্রমণ না করিতেন বা দায়িত্বরত না থাকিতেন, তবে তাহাকে Fatal Accidents Act, 1855 (Act No. XIII of 1855) এর অধীন ক্ষতিপূরণ পরিশোধযোগ্য হইবে,

অথবা, ক্ষেত্রমত, তাহার জীবনহানি বা জখমের জন্য তাহাকে যে পদ্ধতিতে ও যে পরিমাণে ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হইবে তাহা, তিনি মৃত্যুর পূর্বে মিলিটারি, নেভাল বা এয়ারফোর্স রেগুলেশন এর মধ্যে যাহার আওতাভুক্ত ছিলেন, তাহাতে এতদুদ্দেশ্যে কোনো বিধান থাকিলে, উক্ত রেগুলেশনের বিধান অনুসারে নির্ধারিত হইবে, অন্য কোনোভাবে নহে।

৮৫। **থ্রু-বুকড ট্রাফিকে ক্ষয়-ক্ষতি হইবার ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণের মামলা**।— অপর কোনো প্রশাসনের আওতাভুক্ত রেলপথে ট্র্যাফিক থাকিবার সময় বাংলাদেশ রেলওয়ের দায় এর সীমা নির্ধারণ সংক্রান্ত কোনো চুক্তিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যেইক্ষেত্রে কোনো যাত্রী, প্রাণি বা পণ্য দুই বা ততোধিক বাংলাদেশ রেলওয়ের আওতাভুক্ত রেলপথের মধ্য দিয়া ভ্রমণের জন্য বুকিং করা হয়, সেইক্ষেত্রে উক্ত যাত্রীর মৃত্যু বা শারীরিক জখম হইলে অথবা উক্ত প্রাণি বা পণ্য হারাইয়া গেলে বা বিনষ্ট হইলে বা অবনয়ন ঘটিলে তৎসম্পর্কে ক্ষতিপূরেণের জন্য কোনো মামলা যে বাংলাদেশ রেলওয়ের নিকট হইতে উক্ত যাত্রী তাহার পাস বা টিকিট সংগ্রহ করিয়াছিলেন অথবা উক্ত প্রাণি বা পণ্যের প্রেরক কর্তৃক যে বাংলাদেশ রেলওয়ের নিকট প্রাণি বা পণ্য ডেলিভারি করিয়াছিল, সেই বাংলাদেশ রেলওয়ের বিরুদ্ধে বা, ক্ষেত্রমত, যে বাংলাদেশ রেলওয়ের আওতাধীন রেলপথে যাত্রীর মৃত্যু ঘটিয়াছে বা আহত হইয়াছেন, অথবা প্রাণি বা পণ্য হারাইয়া গিয়াছে বা বিনষ্ট হইয়াছে বা অবনয়ন ঘটিয়াছে উহার বিরুদ্ধে করা যাইবে।

৮৬। **সমুদ্রপথে দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ রেলওয়ের দায়ের সীমা**।—যখন বাংলাদেশ রেলওয়ে যাত্রী, প্রাণি বা পণ্য আংশিক রেলপথে ও আংশিক সমুদ্রপথে পরিবহণের জন্য কোনো চুক্তি করে, তখন বাংলাদেশ রেলওয়েকে উক্ত সমুদ্রপথে পরিবহণের সময় দৈব-দুর্বিপাক, বাংলাদেশের শত্রু, অগ্নিকান্ড, যন্ত্রপাতি, বয়লার বা স্টিম হইতে উদ্ভূত দুর্ঘটনা, এবং সমুদ্র, নদী ও পানিপথের যে-কোনো প্রকৃতির বা অন্য যে-কোনো ধরনের বিপদ বা দুর্ঘটনা হইতে যাত্রীর মৃত্যু বা যে-কোনো ধরনের ব্যক্তিগত ক্ষতি বা প্রাণি বা পণ্যের ক্ষয়-ক্ষতির জন্য দায় হইতে বাংলাদেশ রেলওয়েকে অব্যাহতি প্রদান করিয়া কোনো শর্ত অন্তর্ভুক্ত করা না হইলেও, অনুরূপ শর্ত উক্ত চুক্তির অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে মর্মে গণ্য হইবে।

৮৭। **যাত্রী পরিবহণকারী ট্রেনে দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ রেলওয়ের দায়িত্ব**।— (১) যদি রেলওয়ে কার্যক্রম চলাকালে যাত্রী পরিবহণকারী কোনো ট্রেনের সহিত অপর একটি ট্রেনের সংঘর্ষের ফলে কোনো দুর্ঘটনা ঘটে, অথবা যাত্রী বহনকারী কোনো ট্রেনের বা উহার কোনো অংশের লাইনচ্যুতি বা অন্য কোনো কারণে দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়, তাহা হইলে বাংলাদেশ রেলওয়ের তরফ হইতে কোনো ভুল কার্য, অবহেলা বা ত্রুটি সংঘটিত হউক বা না হউক -

(ক) উহার ফলে আহত বা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি আইনগত যে-কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ ও ক্ষতিপূরণ আদায়ের অধিকারী হইবেন; এবং

(খ) বাংলাদেশ রেলওয়ে, আইনে ভিন্নরূপ কোনো বিধান থাকা সত্ত্বেও,

(অ) উক্ত দুর্ঘটনার ফলে যাত্রীর মৃত্যু বা ব্যক্তিগত ক্ষতির জন্য উপ-ধারা (২) এ বর্ণিত সীমা পর্যন্ত ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য দায়ী হইবে; এবং

(আ) কম্পার্টমেন্টে বা ট্রেনে উক্ত যাত্রীর মালিকানাধীন এবং তাহার সহিত থাকা প্রাণি বা পণ্যের ক্ষয়-ক্ষতি বা অবনয়নের ফলে উদ্ভূত ক্ষতির সীমা পর্যন্ত ক্ষতিপূরণের জন্য দায়ী হইবে।

(২) এই ধারার অধীন বাংলাদেশ রেলওয়ের দায় হইবে নিম্নবর্ণিত ক্ষতিপূরণ প্রদান:-

(ক) উক্ত দুর্ঘটনার ফলে কোনো যাত্রীর মৃত্যু ঘটিলে, অনধিক পাঁচ লক্ষ টাকা; এবং

(খ) উক্ত দুর্ঘটনার ফলে কোনো যাত্রী নিম্নবর্ণিত ধরনের কোনো মারাত্মক জখম হইলে, জখমের শেণিভেদে উহার পার্শ্বে বর্ণিত পরিমাণ অর্থ, যথা:-

(অ) অঙ্গহানি- সর্বোচ্চ এক লক্ষ টাকা;

(আ) যে-কোনো চোখে স্থায়ী অন্ধত্ব- সর্বোচ্চ দুই লক্ষ টাকা;

(ই) যে-কোনো কানে স্থায়ী শ্রবনশক্তি লোপ- সর্বোচ্চ পঞ্চাশ হাজার টাকা;

(ঈ) হাড় ভাঙ্গা অথবা কোনো হাড়ের অবস্থান চ্যুতি বা দন্তচ্যুতি- সর্বোচ্চ এক লক্ষ টাকা।

(৩) সরকার, সময় সময়, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, উপ-ধারা (২) এ বর্ণিত অর্থের পরিমাণ সংশোধন করিতে পারিবে।

অধ্যায় ১০
দুর্ঘটনা

৮৮। **রেল দুর্ঘটনার নোটিশ**।— যখন রেলওয়ে কার্যক্রম চলাকালে নিম্নবর্ণিত কোনো দুর্ঘটনা ঘটে, যথা:-

(ক) মানুষের প্রাণহানি, বা দণ্ডবিধিতে সংজ্ঞায়িত অর্থে গুরুতর জখম, বা সম্পত্তির মারাত্মক ক্ষতি সংঘটিত হয় এইরূপ দুর্ঘটনা;

(খ) ট্রেনের সহিত ট্রেনের সংঘর্ষ যেইক্ষেত্রে উহার কোনো একটি যাত্রী পরিবহণ করে;

(গ) যাত্রী বহনকারী কোনো ট্রেন বা উহার কোনো অংশের লাইনচ্যুতি;

(ঘ) যে-কোনো বর্ণনার দুর্ঘটনা যাহাতে সাধারণত উপরিউল্লিখিত মানুষের প্রাণহানি বা গুরুতর জখম, বা সম্পত্তির মারাত্মক ক্ষতি সংঘটিত হয়;

(ঙ) সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্ধারিত অন্য যে-কোনো ধরনের দুর্ঘটনা;

তখন বাংলাদেশ রেলওয়ে, অবিলম্বে সরকারের এবং জিআইবিআর এর নিকট দুর্ঘটনা সম্পর্কে নোটিশ প্রদান করিবে; এবং যে স্থানে দুর্ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে উহার নিকটবর্তী স্টেশনের স্টেশন-মাস্টার অথবা যেখানে কোনো স্টেশন-মাস্টার নাই, সেইখানে দুর্ঘটনা সংঘটিত হইবার রেলওয়ে সেকশনের দায়িত্বে থাকা রেলওয়ে কর্মচারী, দ্রুততার সহিত, যে জেলায় দুর্ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে, সেই জেলার জেলা-ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট এবং দুর্ঘটনা সংঘটিত হইবার স্থান যে থানার স্থানীয় অধিক্ষেত্রের আওতায় পড়ে সেই থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট, অথবা সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে নিযুক্ত অন্য কোনো ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশ কর্মকর্তার নিকট দুর্ঘটনার নোটিশ প্রদান করিবে।

৮৯। **রেলওয়ে দুর্ঘটনার তদন্ত**।— (১) যেইক্ষেত্রে জিআইবিআর ধারা ৮৮ এর অধীন কোনো যাত্রীবাহী ট্রেনে এইরূপ কোনো দুর্ঘটনা সম্পর্কে নোটিশ প্রাপ্ত হন যাহাতে মানুষের প্রাণহানি ঘটে বা কোনো যাত্রী গুরুতর জখম হয় যাহার ফলে তাহার স্থায়ী প্রকৃতির সম্পূর্ণ বা আংশিক শারীরিক অক্ষমতার সৃষ্টি হয় বা রেলওয়ে সম্পত্তির মারাত্মক ক্ষতি সংঘটিত হয়, সেইক্ষেত্রে জিআইবিআর, যথাশীঘ্র সম্ভব, উক্ত দুর্ঘটনা যে বাংলাদেশ রেলওয়ের স্থানীয় অধিক্ষেত্রের আওতায় সংঘটিত হইয়াছে সেই বাংলাদেশ রেলওয়েকে দুর্ঘটনাটি সম্পর্কে তাহার তদন্ত করিবার অভিপ্রায় সম্পর্কে নোটিশ প্রদান করিবে এবং নোটিশে উক্তরূপ তদন্ত অনুষ্ঠানের তারিখ, সময় ও স্থান উল্লেখ করিবে।

(২) জিআইবিআর যদি অন্য কোনো দুর্ঘটনার তদন্ত করা প্রয়োজন মনে করেন, তাহা হইল তিনি উক্ত দুর্ঘটনা সম্পর্কেও তদন্ত করিতে পারিবেন।

(৩) জিআইবিআর যদি কোনো কারণে কোনো দুর্ঘটনা ঘটিবার পর যথাশীঘ্র সম্ভব উহার তদন্ত করিতে সক্ষম না হন, তাহা হইলে তিনি বাংলাদেশ রেলওয়েকে তৎসম্পর্কে নোটিশ প্রদান করিবে।

(৪) যেইক্ষেত্রে জিআইবিআর উপ-ধারা (৩) এর অধীন এই মর্মে বাংলাদেশ রেলওয়েকে নোটিশ প্রদান করেন যে, তিনি দুর্ঘটনার তদন্ত করিতে সক্ষম নন, সেইক্ষেত্রে যে বাংলাদেশ রেলওয়ের স্থানীয় অধিক্ষেত্রের আওতায় দুর্ঘটনাটি সংঘটিত হইয়াছে, সেই বাংলাদেশ রেলওয়ে নির্ধারিত পদ্ধতিতে দুর্ঘটনাটির তদন্ত করাইতে পারিবে।

৯০। **রেলওয়ে দুর্ঘটনা সম্পর্কে রিটার্ন দাখিল**।- বাংলাদেশ রেলওয়ে উহার রেলপথে সংঘটিত দুর্ঘটনা সম্পর্কে, কোনো ব্যক্তিগত ক্ষয়-ক্ষতি হউক বা না হউক, সরকারকে তৎকর্তৃক নির্ধারিত ফরম ও পদ্ধতিতে এবং নির্দেশিত সময়ান্তর একটি রিটার্ন দাখিল করিবে।

৯১। **রেলওয়ে দুর্ঘটনায় আহত ব্যক্তিকে বাধ্যতামূলক মেডিকেল পরীক্ষা সংক্রান্ত বিধান**।– যখনই রেলওয়ে দুর্ঘটনায় আহত কোনো ব্যক্তি তাহার ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণ দাবি করিবে, তখনই কোনো আদালত অথবা আইন দ্বারা বা পক্ষগণের সম্মতিতে দাবি মিমাংসার জন্য কর্তৃত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি এই মর্মে আদেশ প্রদান করিতে পারিবে যে, আহত ব্যক্তিকে আদেশে উল্লিখিত যোগ্যতাসম্পন্ন কোনো চিকিৎসক কর্তৃক, যিনি কোনো পক্ষেরই সাক্ষী হইবে না, পরীক্ষা করিতে হইবে, এবং পরীক্ষার খরচ প্রদানের বিষয়ে আদালত বা উক্ত কর্তৃত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি যেইরূপ উপযুক্ত মনে করিবে, সেইরূপ আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

অধ্যায় ১১
অপরাধ ও দন্ড
রেলওয়ে কর্তৃক বাজেয়াপ্তকরণ

৯২। **ধারা ৫৯ দ্বারা আরোপিত দায়িত্ব লঙ্ঘন**।– যদি কোনো রেলওয়ে কর্মচারী যাহার দায়িত্ব হইল ধারা ৫৯ এর বিধানাবলি প্রতিপালন করা তিনি অবহেলাবশত বা ইচ্ছাকৃতভাবে উহা প্রতিপালন না করেন, তাহা হইলে তিনি অনধিক পাঁচ শত টাকা অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবেন।

৯৩। **মাতলামি বা উৎপাত**।– যদি কোনো রেলওয়ে কর্মচারী দায়িত্বরত থাকাকালে মাতাল অবস্থায় থাকেন, তাহা হইলে তিনি অনধিক এক হাজার টাকা অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবেন, অথবা যেইক্ষেত্রে তাহার মাতাল অবস্থায় দায়িত্ব পালনের ফলে রেলে ভ্রমণকারী বা রেলে অবস্থানকারী কোনো ব্যক্তির নিরাপত্তা বিঘ্নিত হইবার সম্ভাবনা থাকে, সেইক্ষেত্রে তিনি অনধিক এক বৎসরের কারাদন্ড, বা অনধিক দশ হাজার টাকা অর্থদন্ড, বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন।

৯৪ । **কোনো ব্যক্তির নিরাপত্তা বিঘ্নিত করা**।– যদি কোনো রেলওয়ে কর্মচারী, কর্তব্যরত অবস্থায়,-

(ক) এই আইনের অধীন প্রণীত, অনুমোদিত, প্রকাশিত ও প্রজ্ঞাপিত কোনো সাধারণ বিধি অমান্য করিয়া; বা

(খ) কোনো বিধি বা আদেশ অমান্য করিয়া; বা

(গ) সম্পাদিত কোনো কার্য বা বিচ্যুতি দ্বারা,

কোনো ব্যক্তির নিরাপত্তা বিঘ্নিত করেন, তাহা হইলে তিনি অনূর্ধ্ব দুই বৎসরের কারাদন্ড, বা অনধিক পাঁচ হাজার টাকা অর্থদন্ড, বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন।

৯৫। **ইতোমধ্যে পূর্ণ ক্যারেজে যাত্রীগণকে প্রবেশে বাধ্যকরণ**।– যদি কোনো রেলওয়ে কর্মচারী ধারা ৬২ এর অধীন কম্পার্টমেন্টের মধ্যে বা বাহিরে প্রদর্শিত উহাতে ধারণক্ষম সর্বাধিক যাত্রীর দ্বারা ইতোমধ্যে পূর্ণ কম্পার্টমেন্টে কোনো যাত্রীকে প্রবেশে বাধ্য করেন বা করিবার উদ্যোগ গ্রহণ করেন বা করান, তাহা হইলে তিনি অনধিক পাঁচ শত টাকা অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবেন।

৯৬। **দুর্ঘটনার নোটিশ প্রদানে বিচ্যুতি**।– যদি কোনো স্টেশন মাস্টার বা কোনো ট্রেনের বা রেলওয়ের একটি সেকশনের দায়িত্বে থাকা কোনো রেলওয়ে কর্মচারী ধারা ৮৮ ও ৮৯ এর অধীন আপাতত বলবৎ কোনো বিধি অনুসারে দুর্ঘটনার নোটিশ প্রদান না করেন, তাহা হইলে তিনি অনধিক পাঁচশত টাকা অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবেন।

৯৭। **লেভেল ক্রসিং এ বাধা প্রদান**।– যদি কোনো রেলওয়ে কর্মচারী অপ্রয়োজনীয়ভাবে,-

(ক) কোনো রোলিং স্টককে এমন কোনো স্থানে দাঁড় করাইয়া রাখেন, যেখানে জনসাধারণ রেলওয়ে লেভেলে কোনো চলাচলের রাস্তা অতিক্রম করে; বা

(খ) জনসাধারণের বিপরীতে লেভেল ক্রসিং বন্ধ রাখেন,

তাহা হইলে তিনি অনধিক পাঁচশত টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

৯৮। **মিথ্যা রিটার্ন**।– এই আইনের অধীন আবশ্যক রিটার্নের কোনো তথ্য মিথ্যা জানিয়াও যদি কোনো ব্যক্তি উহাতে স্বাক্ষর করেন, তাহা হইলে তিনি অনূর্ধ্ব এক বৎসরের কারাদণ্ড, বা অনধিক পাঁচ হাজার টাকা অর্থদণ্ড, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

৯৯। **পণ্যের মিথ্যা হিসাব-বিবরণী প্রদান**।– যদি কোনো ব্যক্তি ধারা ৫৭ এর অধীন কোনো পণ্যের হিসাব-বিবরণী প্রদান করিবার জন্য অনুরুদ্ধ হইয়া এইরূপ হিসাব-বিবরণী প্রদান করেন যাহা বস্তুতপক্ষে মিথ্যা, তাহা হইলে তিনি এবং, তিনি পণ্যের মালিক না হইলে, পণ্যের মালিকও প্রতি কুইন্টাল পণ্যের বা এক কুইন্টালের অংশবিশেষের জন্য, অনধিক পাঁচশত টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন এবং উক্ত অর্থদণ্ড উক্ত পণ্যের রেট বা অন্যান্য চার্জের অতিরিক্ত হইবে।

১০০। **রেলপথে বেআইনিভাবে বিপজ্জনক বা নিষিদ্ধ পণ্য আনয়নের দণ্ড**।– যদি কোনো ব্যক্তি ধারা ৫৮ এর বিধান লঙ্ঘন করিয়া তাহার সহিত রেলপথে কোনো বিপজ্জনক বা নিষিদ্ধ পণ্য রাখেন, অথবা এইরূপ কোনো পণ্য রেলে পরিবহণেরজন্য প্রেরণ বা ডেলিভারি করেন, তাহা হইলে তিনি রেলওয়েতে অনুরূপ পণ্য আনায়নের জন্য উদ্ভূত ক্ষয়-ক্ষতির জন্য দায়ী হওয়াসহ অনূর্ধ্ব এক বৎসরের কারাদণ্ড, বা অনধিক পাঁচ হাজার টাকা অর্থদণ্ড, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন ।

১০১। **অপ্রয়োজনে ট্রেনের যোগাযোগের মাধ্যমে হস্তক্ষেপ**।– (১) যদি কোনো যাত্রী, যুক্তিসংগত ও পর্যাপ্ত কারণ ব্যতীত, বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃক সরবরাহকৃত এ্যালার্ম চেইন বা যাত্রী ও রেলওয়ে কর্মচারীর মধ্যে যোগাযোগের মাধ্যম ব্যবহার করেন বা উহাতে বিঘ্ন ঘটান, তাহা হইলে তিনি অনূর্ধ্ব এক বৎসরের কারাদণ্ড, বা অনধিক পাঁচ হাজার টাকা তবে অন্যূন এক হাজার টাকা অর্থদণ্ড, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

(২) যদি উপ-ধারা (১) এর অধীন কোনো অপরাধ সংঘটিত হইয়াছিল এইরূপ কোনো কম্পার্টমেন্টের কোনো প্রাপ্ত বয়স্ক যাত্রী, তাহার নিকট উক্ত অপরাধ সংঘটনকারী যাত্রীকে শনাক্ত করিবার জন্য সহায়তা চাওয়া হইলে, যুক্তিসংগত ও পর্যাপ্ত কারণ ব্যতীত, রেলওয়ে কর্মচারীকে উক্তরূপ সহায়তা প্রদান করিতে অস্বীকার করেন, তাহা হইলে তিনি অনধিক এক হাজার টাকা, তবে অন্যূন পাঁচশত টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

১০২। **নির্ধারিত স্থান ব্যতীত অন্য স্থানে ট্রেন হইতে অবতরণ**।– যদি কোনো যাত্রী তাহার সহিত যথাযথ পাস বা টিকিট থাকুক বা না থাকুক, যুক্তিসংগত ও পর্যাপ্ত কারণ ব্যতীত, কোনো স্টেশনে বা বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃক ট্রেন হইতে নামিবার জন্য নির্ধারিত স্থান ব্যতীত অন্য কোনো স্থানে ট্রেন হইতে অবতরণ করেন, তাহা হইলে তিনি অনধিক পাঁচশত টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

১০৩। সংরক্ষিত বা ইতোমধ্যে পূর্ণ কোনো কম্পার্টমেন্টে প্রবেশ বা কোনো খালি কম্পার্টমেন্টে প্রবেশে বাধাপ্রদান।– (১) যদি কোনো যাত্রী, বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃক অন্য কোনো যাত্রীর ব্যবহারের জন্য সংরক্ষিত কোনো কম্পার্টমেন্টে, অথবা ধারা ৬২ এর অধীন কম্পার্টমেন্টের ভিতরে বা বাহিরে প্রদর্শিত উহাতে ধারণক্ষম সর্বাধিক সংখ্যক যাত্রী দ্বারা পরিপূর্ণ কোনো কম্পার্টমেন্টে প্রবেশ করেন এবং রেলওয়ে কর্মচারী কর্তৃক উক্ত কম্পার্টমেন্ট ত্যাগ করিবার জন্য অনুরোধ করা সত্ত্বেও উক্ত কম্পার্টমেন্ট ত্যাগ না করেন, তাহা হইলে তিনি অনধিক পাঁচশত টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

(২) যদি কোনো যাত্রী বা ব্যক্তি তাহার জন্য বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃক সংরক্ষিত নহে অথবা ধারা ৬২ এর অধীন কম্পার্টমেন্টের ভিতরে বা বাহিরে প্রদর্শিত উহাতে ধারণক্ষম সর্বাধিক সংখ্যক যাত্রী দ্বারা এখনও পরিপূর্ণ হয় নাই এইরূপ কোনো কম্পার্টমেন্টে অন্য কোনো যাত্রীর আইনগত প্রবেশে বাধা প্রদান করেন, তাহা হইলে তিনি অনধিক পাঁচশত টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

১০৪। **ধূমপান করিবার দণ্ড**।- যদি কোনো ব্যক্তি রেলের কোনো স্টেশনে অথবা কামরায় ধূমপান করেন, তাহা হইলে তিনি ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫ বা এতদুদ্দেশ্যে প্রণীত অপর কোন আইনে বর্ণিত বিধানাবলির আওতায় শাস্তিযোগ্য হইবেন।

১০৫। **পাবলিক নোটিশ বিকৃতকরণ**।- যদি কোনো ব্যক্তি এতদুদ্দেশ্যে কোনো কর্তৃত্ব ব্যতীত, রেলওয়ে বা কোনো রোলিং স্টকের উপর বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃক আদেশ দ্বারা স্থাপিত বা টাঙানো কোনো বোর্ড বা ডকুমেন্ট/দলিল নামান বা ইচ্ছাকৃতভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেন, অথবা উক্ত বোর্ড বা দলিলের উপর কোনো বর্ণ বা সংখ্যা মুছিয়া ফেলেন বা পরিবর্তন করেন, তাহা হইলে তিনি অনধিক এক হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

১০৬। **প্রতারণামূলকভাবে ভ্রমণ বা যথাযথ পাস বা টিকিট ব্যতীত ভ্রমণের প্রচেষ্টা করা**।— (১) যদি কোনো ব্যক্তি, বাংলাদেশ রেলওয়েকে প্রতারণা করিবার অভিপ্রায়ে,-

(ক) ধারা ৬৭ এর বিধান লঙ্ঘন করিয়া রেলওয়ের কোনো বাহনে প্রবেশ বা অবস্থান করেন; বা

(খ) পূর্ববর্তী ভ্রমণে ইতোমধ্যে ব্যবহৃত কোনো সিঙ্গাল পাস বা টিকিট অথবা, ফেরত টিকিটের ক্ষেত্রে, ইতোমধ্যে এইরূপে ব্যবহৃত উহার কোনো হাফ ব্যবহার করেন বা করিবার প্রচেষ্টা করেন,

তাহা হইলে তিনি অনূর্ধ্ব তিন মাসের কারাদণ্ড, বা অনধিক দুই হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন এবং তদতিরিক্ত তিনি যে দুরত্ব পর্যন্ত ভ্রমণ করিতেন, তাহাকে উহার সমপরিমাণ সিঙ্গেল ভাড়া পরিশোধ করিতে হইবে, তবে অভিযুক্তের এইরূপ প্রতারণা করিবার কোনো অভিপ্রায় ছিল না তাহা প্রমাণ করিবার দায়ভার অভিযুক্ত ব্যক্তির উপর বর্তাইবে।

(২) দণ্ডবিধির ধারা ৬৫ তে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই ধারার অধীন কোনো অপরাধিকে দণ্ড প্রদানকারী আদালত এই মর্মে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে যে, আদালত কর্তৃক আরোপিত অর্থদণ্ড পরিশোধে ব্যর্থ হইলে, সংশ্লিষ্ট অপরাধী অনূর্ধ্ব তিন মাসের কারাদণ্ড ভোগ করিবে।

১০৭। **অননুমোদিতভাবে রেলওয়ে টিকিট ক্রয় ও সরবরাহের ব্যবসা পরিচালনার দণ্ড।—** (১) টিকিট বিক্রয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত কোনো রেলওয়ে কর্মচারী বা এতদুদ্দেশ্যে অনুমোদিত এজেন্ট না হওয়া সত্ত্বেও, যদি কোনো ব্যক্তি-

(ক) রেলে ভ্রমণের জন্য বা রেলে ভ্রমণের কোনো কামরা বা স্থান রিজার্ভের জন্য টিকিট ক্রয় এবং সরবরাহ বা বিক্রয়ের ব্যবসা পরিচালনা করেন; বা

(খ) তিনি নিজে বা অন্য কোনো ব্যক্তির মাধ্যমে অনুরূপ ব্যবসা পরিচালনার লক্ষ্যে টিকিট ক্রয় বা বিক্রয় করেন অথবা ক্রয় বা বিক্রয়ের প্রচেষ্টা করেন,

তাহা হইলে তিনি অনূর্ধ্ব এক বৎসরের কারাদণ্ড, বা অনধিক পঁচিশ হাজার টাকা অর্থদণ্ডে, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন, এবং তদতিরিক্ত তিনি যে টিকিট ক্রয় ও সরবরাহ করেন অথবা ক্রয় বা বিক্রয় করেন, বা ক্রয় বা বিক্রয়ের প্রচেষ্টা করেন উহা বাজেয়াপ্ত করা হইবে।

(২) কোনো রেলওয়ে কর্মচারীসহ যে-কোনো ব্যক্তি যদি উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত কোনো অপরাধ সংঘটনে সহযোগিতা বা সহায়তা করেন, তাহা হইলে তিনিও উক্ত অপরাধের জন্য নির্ধারিত দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

১০৮। **পাস বা টিকিট ব্যতীত ভ্রমণ অথবা টিকিট বা পাসে উল্লিখিত দুরত্বের অধিক ভ্রমণ করা**।— (১) যদি কোনো যাত্রী তাহার সহিত যথাযথ পাস বা টিকিট ব্যতীত কোনো ট্রেনে ভ্রমণ করেন, অথবা ট্রেনে থাকিয়া বা ট্রেন হইতে নামিয়া পরীক্ষার জন্য তাহার পাস বা টিকিট প্রদর্শন করিতে অথবা ধারা ৬৮ এর অধীন চাহিবামাত্র তাহার পাস বা টিকিট দেখাইতে ব্যর্থ হন বা অস্বীকার করেন, তাহা হইলে তিনি এতদুদ্দেশ্যে বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃক নিযুক্ত কোনো রেলওয়ে কর্মচারীর দাবির পরিপ্রেক্ষিতে, এই ধারায় অতঃপর বর্ণিত অতিরিক্ত চার্জ পরিশোধের জন্য দায়ী হইবেন, এবং তদতিরিক্ত ট্রেন যে স্টেশন হইতে যাত্রা শুরু করিয়াছিল সেই স্টেশন হইতে উক্ত স্থানের সিঙ্গেল ভাড়া অথবা যদি ট্রেনে ভ্রমণকারী যাত্রীগণের টিকিট ট্রেন যাত্রা শুরুর সময় হইতে পরীক্ষা করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে যে স্থানে টিকিট পরীক্ষা করা হইয়াছিল সেই স্থান

হইতে সিঙ্গেল ভাড়া, অথবা একাধিকবার টিকিট পরীক্ষা করা হইয়া থাকিলে, সর্বশেষ যে স্থানে টিকিট পরীক্ষা করা হইয়াছিল সেই স্থান হইতে সিঙ্গেল ভাড়া পরিশোধ করিতে হইবে।

(২) যদি কোন যাত্রী তিনি যে শ্রেণির পাস পাইয়াছেন বা টিকিট ক্রয় করিয়াছেন, অথবা উক্ত পাস বা টিকিট অনুসারে যতদূর ভ্রমণ করিবার অধিকারী তদপেক্ষা অধিক দুরত্ব রেলওয়ের কোনো ক্যারেজে বা ট্রেনে ভ্রমণ করেন বা করিবার প্রচেষ্টা করেন, তাহা হইলে তিনি এতদুদ্দেশ্যে বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃক নিযুক্ত কোনো রেলওয়ে কর্মচারীর দাবির পরিপ্রেক্ষিতে, এই ধারায় অতঃপর বর্ণিত অতিরিক্ত চার্জ পরিশোধের জন্য দায়ী হইবেন, এবং তদতিরিক্ত তিনি যে ভাড়া পরিশোধ করিয়াছেন এবং তাহার ভ্রমণ বাবদ পরিশোধযোগ্য ভাড়ার পার্থক্যের সমপরিমাণ অর্থ পরিশোধ করিতে হইবে।

(৩) উপ-ধারা (১) ও (২) এ উল্লিখিত অতিরিক্ত চার্জ হইবে উক্ত উপ-ধারার অধীন অন্যভাবে পরিশোধযোগ্য অর্থের সমপরিমাণ বা পাঁচ টাকা, এই দুইয়ের মধ্যে যাহা অধিক:

তবে শর্ত থাকে যে, যেইক্ষেত্রে উক্ত যাত্রী, চার্জ আরোপের অব্যবহিত পরে এবং রেলওয়ে কর্মচারী কর্তৃক শনাক্ত হইবার পূর্বে, সংশ্লিষ্ট ট্রেনে দায়িত্বরত রেলওয়ে কর্মচারীকে তাহার উপর আরোপিত চার্জ সম্পর্কে অবহিত করেন, সেইক্ষেত্রে অতিরিক্ত চার্জ হইবে অন্যভাবে পরিশোধযোগ্য অতিরিক্ত চার্জের এক ষষ্ঠাংশ, যাহা পাঁচ টাকার নিকটতম গুণিতক পর্যন্ত হিসাব করিতে হইবে:

তবে আরও শর্ত থাকে যে, উক্ত যাত্রীর ধারা ৬৭ এর উপ-ধারা (২) এর অধীন অনুমোদিত সার্টিফিকেট থাকিলে, কোনো অতিরিক্ত চার্জ পরিশোধ করিতে হইবে না।

(৪) যদি উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত অতিরিক্ত চার্জ ও ভাড়া, অথবা উক্ত চার্জ ও উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত ভাড়ার পার্থক্যের সমপরিমাণ অর্থ পরিশোধের জন্য দায়ী কোনো যাত্রী উক্ত উপ-ধারাসমূহের একটির অধীন বা, ক্ষেত্রমত, অপর উপ-ধারার অধীন দাবির প্রেক্ষিতে, উহা পরিশোধ করিতে ব্যর্থ হন বা পরিশোধ করিতে অস্বীকার করেন, তাহা হইলে এতদুদ্দেশ্যে বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃক নিযুক্ত কোনো রেলওয়ে কর্মচারী রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনী (আরএনবি) বা সরকারি রেলওয়ে পুলিশ (জিআরপি) এর সহায়তায় উক্ত অর্থ আদায়কল্পে জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট আবেদন করিতে পারিবেন, যেন উহা কোনো অর্থদন্ড, এবং ম্যাজিস্ট্রেট যদি উহা পরিশোধযোগ্য মর্মে সন্তুষ্ট হন, তাহা হইলে উহা আদায়ের জন্য আদেশ প্রদান করিবেন, এবং উহার সহিত এইরূপ আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন যে, পরিশোধের জন্য দায়ী ব্যক্তি উহা পরিশোধে ব্যর্থ হইলে, অনধিক তিন মাসের কারাদন্ডে দন্ডিত হইবেন এবং এই উপ-ধারার অধীন আদায়কৃত অর্থ বাংলাদেশ রেলওয়ে বরাবর পরিশোধ করিতে হইবে।

১০৯। **রেলওয়ে ক্যারেজ হইতে কোনো ব্যক্তিকে অপসারণের ক্ষমতা**।– কোনো ব্যক্তি যদি, রেলওয়ে কর্মচারীর অনুমতি ব্যতীত, কোনো ক্যারেজে যথাযথ পাস বা টিকিট ছাড়া, অথবা যে শ্রেণির ক্যারেজে ভ্রমণের জন্য পাস পাইয়াছেন বা টিকিট ক্রয় করিয়াছেন, উহা অপেক্ষা উচ্চ শ্রেণির ক্যারেজে, অথবা উক্ত পাস বা টিকিট অনুসারে যতদূর ভ্রমণ করিবার অধিকারী তদপেক্ষা অধিক দুরত্ব পর্যন্ত রেলওয়ের কোনো ক্যারেজে বা ট্রেনে ভ্রমণ করেন বা করিবার প্রচেষ্টা করেন, অথবা কোনো ক্যারেজে থাকিয়া ধারা ৬৮ এর অধীন চাহিবামাত্র তাহার পাস বা টিকিট প্রদর্শন করিতে অথবা পরীক্ষার জন্য উপস্থাপন করিতে ব্যর্থ হন, অথবা প্রদর্শন করিতে বা উপস্থাপন করিতে অস্বীকার করেন, তাহা হইলে তাহাকে এতদুদ্দেশ্যে বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃক নিযুক্ত কোনো রেলওয়ে কর্মচারীর মাধ্যমে বা উক্ত রেলওয়ে কর্মচারী কর্তৃক কোনো ব্যক্তির সাহায্য লইয়া উক্ত ক্যারেজ হইতে অপসারণ করা যাইবে, যদি না তিনি তৎক্ষণাৎ ভাড়া বা ধারা ১১১ এর অধীন পরিশোধযোগ্য অতিরিক্ত চার্জ পরিশোধ করেন:

তবে শর্ত থাকে যে, এই ধারার কোনো কিছুই কোনো ব্যক্তিকে উচ্চ শ্রেণির ক্যারেজ হইতে তিনি যে শ্রেণির ক্যারেজের জন্য পাস বা টিকিট ধারণ করেন সেই শ্রেণিতে তাহার ভ্রমণ অব্যাহত রাখিবার জন্য অপসারণ করা হইতে বারিত করে মর্মে গণ্য হইবে না:

তবে আরও শর্ত থাকে যে, কোনো পুরুষ যাত্রী সঙ্গে না থাকিলে, কোনো নারী ও শিশু যাত্রীকে, তাহারা প্রথম যে স্টেশনে ট্রেনে উঠিয়াছিল সেই স্টেশন বা কোনো জংশন বা কোনো টার্মিনাল স্টেশন বা জেলা হেডকোয়ার্টারের স্টেশন ব্যতীত, এবং সকাল ৬টা হইতে সন্ধ্যা ৬টার মধ্যবর্তী কোনো সময় ব্যতীত, অনুরূপভাবে অপসারণ করা যাইবে না।

১১০। **রিটার্ন টিকিটের** কোনো **হাফ হস্তান্তর**।– যদি কোনো ব্যক্তি অন্য কোনো ব্যক্তিকে ট্রেনে ভ্রমণের সুযোগ করিয়া দেয়ার উদ্দেশ্যে কোনো রিটার্ন টিকিটের কোনো হাফ বিক্রয় করেন বা বিক্রয়ের প্রচেষ্টা করেন বা হস্তান্তর করেন বা হস্তান্তরের উদ্যোগ গ্রহণ করেন, বা কোনো রিটার্ন টিকিটের কোনো হাফ ক্রয় করেন, তাহা হইলে তিনি অনধিক পাঁচশত টাকা অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবেন, এবং রিটার্ন টিকিটের কোনো হাফ ক্রয়কারী ব্যক্তি যদি উহা দ্বারা ট্রেনে ভ্রমণ করেন বা ভ্রমণের প্রচেষ্টা করেন, তাহা হইলে উক্ত হাফ টিকিট বলে ভ্রমণের জন্য তিনি অনধিক উক্ত রিটার্ন টিকিটের হাফ এর মূল্যের সমপরিমাণ অতিরিক্ত জরিমানা প্রদান করিবেন।

১১১। **পূর্ববর্তী ধারা ১০৬ বা ১১০ অধীন জরিমানা আদায়**।– ধারা ১০৬ বা ১১০ এর অধীন আরোপিত জরিমানার যে অংশ উহাতে উল্লিখিত সিঙ্গেল ভাড়া তাহা, অর্থদন্ডের কোনো অংশ সরকারের অনুকূলে জমা হইবার পূর্বে, জরিমানা আদায়ের ন্যায় বাংলাদেশ রেলওয়েকে পরিশোধ করিতে হইবে।

১১২। **পাস বা টিকিট পরিবর্তন বা বিকৃতকরণ**।– যদি কোনো ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে তাহার পাস বা টিকিট পরিবর্তন বা বিকৃত করেন, তাহা হইলে তিনি অনধিক পাঁচ হাজার টাকা অর্থদন্ড, বা অনধিক তিন মাসের কারাদন্ড, বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন।

১১৩। **সংক্রামক বা ছোঁয়াচে রোগে আক্রান্ত হইয়া রেলে ভ্রমণ**।– (১) যদি সংক্রামক বা ছোঁয়াচে রোগে আক্রান্ত কোনো ব্যক্তি ধারা ৭১ এর উপ-ধারা (২) এর বিধান লঙ্ঘন করিয়া কোনো রেলওয়েতে প্রবেশ বা ভ্রমণ করেন, তাহা হইলে তিনি, এবং রেলওয়েতে তাহার দায়িত্বে থাকা ব্যক্তি, তিনি রেলওয়েতে প্রবেশ বা ভ্রমণ করিলে, অনধিক এক হাজার টাকা অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবেন এবং ভাড়াবাবদ পরিশোধিত অর্থ বা প্রাপ্ত পাস বা ক্রয়কৃত টিকিট বাজেয়াপ্ত হইবে এবং কোনো রেলওয়ে কর্মচারী কর্তৃক রেলওয়ে হইতে অপসারিত হইবেন।

(২) ধারা ৭১ এর উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত কোনো রেলওয়ে কর্মচারী কোনো ব্যক্তি সংক্রামক বা ছোঁয়াচে রোগে আক্রান্ত মর্মে জ্ঞাত থাকা সত্ত্বেও যদি অন্যান্য যাত্রী হইতে পৃথক রাখিবার ব্যবস্থা না করিয়া, ইচ্ছাকৃতভাবে তাহাকে রেলে ভ্রমণের অনুমতি প্রদান করেন, তাহা হইলে তিনি অনধিক তিন হাজার টাকা অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবেন।

১১৪। **চলন্ত অবস্থায় রোলিং স্টকে প্রবেশ বা অননুমোদিতভাবে রেলে ভ্রমণ**।- (১) যদি কোনো ব্যক্তি চলন্ত অবস্থায় বা প্লাটফর্মের সহিত লাগানো পার্শ্বে বা যাত্রী উঠা-নামা করিবার জন্য বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃক নির্ধারিত স্থান ব্যতীত অন্য কোনো পার্শ্বে বা স্থানে রোলিং স্টকে ওঠেন বা রোলিং স্টক হইতে অবতরণ করেন বা উঠিবার বা অবতরণের প্রচেষ্টা করেন, অথবা চলন্ত অবস্থায় রোলিং স্টকের পার্শ্ব-দরজা (সাইড ডোর) খোলেন, তাহা হইলে তিনি অনধিক পাঁচশত টাকা অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবেন।

(২) যদি কোন যাত্রী, কোনো রেলওয়ে কর্মচারী কর্তৃক সতর্ক করা বা নিষেধ করা সত্ত্বেও, রোলিং স্টকের ছাদে, সিঁড়িতে বা পাদানিতে বা ইঞ্জিনের উপর বা যাত্রীগণের ব্যবহারের জন্য নির্ধারিত নহে ট্রেনের এইরূপ কোনো স্থানে ভ্রমণ করেন, তাহা হইলে তিনি অনধিক পাঁচশত টাকা অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবেন এবং কোনো রেলওয়ে কর্মচারী কর্তৃক তাহাকে রেলওয়ে হইতে অপসারিত করা যাইবে বা তিনি অনূর্ধ্ব এক মাসের কারাদন্ড, বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন ।

১১৫। **মহিলা যাত্রীগণের জন্য সংরক্ষিত ক্যারেজে বা স্থানে প্রবেশ**।– যদি কোনো পুরুষ, কোনো ক্যারেজ কম্পার্টমেন্ট, কক্ষ বা অন্য কোনো স্থান বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃক কেবল মহিলা যাত্রীগণের জন্য সংরক্ষিত জানা সত্ত্বেও আইনসঙ্গত কারণ ব্যতীত উক্তস্থানে প্রবেশ করেন এবং কোনো রেলওয়ে কর্মচারী কর্তৃক উক্ত স্থান ত্যাগ করার অনুরোধ সত্ত্বেও উক্ত স্থানে অবস্থান করেন, তাহা হইলে তিনি অনধিক এক হাজার টাকা অর্থদন্ড, বা অনধিক তিন মাসের কারাদন্ড, বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন এবং তদতিরিক্ত তৎকর্তৃক ভাড়াবাবদ পরিশোধিত অর্থ বা প্রাপ্ত পাস বা ক্রয়কৃত টিকিট বাজেয়াপ্ত হইবে এবং কোনো রেলওয়ে কর্মচারী কর্তৃক তাহাকে রেলওয়ে হইতে অপসারিত করা যাইবে।

১১৬। **মাতলামি বা রেলওয়েতে উৎপাত**।- যদি কোনো ব্যক্তি রেলওয়ে ক্যারেজে বা রেলওয়ের কোনো অংশে–

(ক) মাতাল অবস্থায় থাকেন; বা

(খ) কোনো উৎপাত ঘটান বা অশালীন কার্য করেন বা কটুক্তি বা অশ্লীল ভাষা ব্যবহার করেন; বা

(গ) ইচ্ছাকৃত বা বিনা অনুমতিতে কোনো যাত্রীর আরামে বিঘ্ন ঘটান বা কোনো বাতি নেভান,

তাহা হইলে তিনি অনধিক এক হাজার টাকা অর্থদণ্ড, বা অনূর্ধ্ব তিন মাসের কারাদণ্ড, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন এবং তদতিরিক্ত তৎকর্তৃক ভাড়াবাবদ পরিশোধিত অর্থ বা প্রাপ্ত পাস বা ক্রয়কৃত টিকিট বাজেয়াপ্ত হইবে এবং কোনো রেলওয়ে কর্মচারী কর্তৃক তাহাকে রেলওয়ে হইতে অপসারিত করা যাইবে।

১১৭। **রেল চলাচলে বিঘ্নসৃষ্টি**।– (১) যদি কোনো যাত্রী ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো রেলওয়ে কর্মচারীকে দায়িত্ব পালনে বাধা বা বিঘ্ন সৃষ্টি করেন, তাহা হইলে তিনি অনূর্ধ্ব ছয় মাসের কারাদণ্ড, বা অনধিক দুই হাজার টাকা অর্থদণ্ড, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

(২) যদি কোনো কোনো ব্যক্তি-

(ক) স্কোয়াটিং বা পিকেটিংএর মাধ্যমে; বা

(খ) রেলপথের উপর কোনো কিছু রাখিয়া; বা

(গ) টেম্পারিং বা বিচ্ছিন্ন করিয়া বা অন্য কোনোভাবে হস্তক্ষেপের মাধ্যমে;

কোনো ট্রেন বা রেলপথে চলাচলকারী কোনো রোলিং স্টক চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টি করেন বা করান বা করিবার প্রচেষ্টা করেন, তাহা হইলে তিনি অনূর্ধ্ব দুই বৎসর কারাদণ্ড, বা অনধিক বিশ হাজার টাকা অর্থদণ্ড, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

(৩) যদি কোনো রেলওয়ে কর্মচারী, কোনো ট্রেন বা রোলিং স্টক চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যে, -

(ক) দায়িত্ব হইতে বিরত থাকেন বা এমন কোনো কার্য করেন যাহার ফলে শৃঙ্খলা বিনষ্ট হয় বা অন্য কোনো রেলওয়ে কর্মচারীর দায়িত্ব পালনে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়;

(খ) অন্য কোনো রেলওয়ে কর্মচারীকে অনুপস্থিত থাকিতে, তাহার দায়িত্ব পালনে বিরত থাকিতে বা দায়িত্ব পালন না করিবার জন্য প্ররোচিত করেন বা উৎসাহ প্রদান করেন;

(গ) অন্য কোনো রেলওয়ে কর্মচারীকে কর্মক্ষেত্রে উপস্থিত হইতে বা তাহার দায়িত্ব পালনে বাঁধা প্রদান করেন; বা

(ঘ) ট্রেনের হোজ পাইপে টেম্পারিং বা বিচ্ছিন্ন বা অন্য কোনোভাবে হস্তক্ষেপ মাধ্যমে সিগনাল গিয়ার টেম্পারিং করেন;

তাহা হইলে তিনি অনধিক দুই হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

(৪) যদি কোনো যাত্রী ইচ্ছকৃতভাবে বা আইনগত কারণ ব্যতীত চেন টানিয়া তাহার সুবিধাজনক স্থানে ট্রেন থামান, তাহা হইলে তিনি অনূর্ধ্ব এক মাসের কারাদণ্ড, বা অনধিক দুই হাজার টাকা অর্থদণ্ড, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

১১৮। **ধারা ২০ ও ২১ এর বিধান লঙ্ঘনক্রমে গেট খোলার বা স্থাপনের শাস্তি**।- ধারা ২০ ও ২১ এর বিধান লঙ্ঘনক্রমে রেল লাইন অতিক্রমের জন্য কোনো প্যাসেজ তৈরি বা গেট খোলা বা স্থাপন করা হইলে উহা হইবে একটি অপরাধ এবং উক্তরূপ কার্যের সহিত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সম্পৃক্ত ব্যক্তি অনধিক পাঁচ লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড, বা অনূর্ধ্ব পাঁচ বৎসরের কারাদণ্ড, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

১১৯। **ধারা ২৭ এর অধীন অবৈধ স্থাপনা অপসারণ ও রেলওয়ের ভূমি উদ্ধারে বাধা প্রদান**।– যদি কোনো ব্যক্তি বাংলাদেশ রেলওয়েকে ধারা ২৭ এর অধীন অবৈধ স্থাপনা অপসারণে বাধা প্রদান করেন, তাহা হইলে তিনি অনূর্ধ্ব ছয় মাসের কারাদণ্ড, বা অনধিক পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থদণ্ড, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

১২০। **পাথর ছুড়িয়া বা অন্য কোনো উপায়ে আঘাত, জখম, ইত্যাদি সংঘটন**।– যদি কোনো ব্যক্তি চলন্ত ট্রেন বা রোলিং স্টক-এর দিকে পাথর বা অন্য কোনো বস্তু ছুড়ে মারেন যাহার ফলে কোনো ব্যক্তি আহত হন বা কোনো ব্যক্তির বা রেলওয়ের সম্পত্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি নিম্নরূপ দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন, যথা:-

(ক) শারীরিক কষ্ট বা অক্ষমতার ক্ষেত্রে, অনূর্ধ্ব এক বৎসরের কারাদণ্ড, বা অনধিক পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থদণ্ড, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন;

(খ) অঙ্গহানি বা কোনো জয়েন্ট ক্ষতিগ্রস্ততার ক্ষেত্রে, অনূর্ধ্ব তিন বৎসরের কারাদণ্ড, বা অনধিক এক লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন;

(গ) হাড় ভাঙ্গা অথবা কোনো হাড়ের অবস্থান চ্যুতি বা দন্তচ্যুতির ক্ষেত্রে, অনূর্ধ্ব পাঁচ বৎসরের কারাদণ্ড, বা অনধিক দুই লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন;

(ঘ) যে-কোনো চোখে স্থায়ী অন্ধত্ব বা যে-কোনো কানে স্থায়ী শ্রবনশক্তি লোপপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে, অনূর্ধ্ব সাত বৎসরের কারাদণ্ড, বা অনধিক তিন লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন;

(ঙ) মস্তিষ্ক বা মুখাকৃতির স্থায়ী বিকৃতির ক্ষেত্রে, অনূর্ধ্ব সাত বৎসরের কারাদণ্ড এবং অনধিক চার লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন;

(চ) কোনো ব্যক্তির মৃত্যু সংঘটিত হইবার ক্ষেত্রে, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বা অনূর্ধ্ব দশ বৎসরের কারাদণ্ড এবং অনধিক পাঁচ লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন;

(ছ) কোনো সম্পত্তির ক্ষতির ক্ষেত্রে, অনূর্ধ্ব এক বৎসরের কারাদণ্ড, বা ক্ষতির সমপরিমাণ অর্থদণ্ড, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

১২১। **অননুমোদিত প্রবেশ (ট্রেসপাস) এবং ট্রেসপাস হইতে বিরত না হওয়া**।- (১) যদি কোনো ব্যক্তি বেআইনিভাবে রেলওয়েতে প্রবেশ করেন, তাহা হইলে তিনি অনধিক পাঁচশত টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন ।

(২) যদি কোনো ব্যক্তি এইরূপ প্রবেশ করিয়া কোনো রেলওয়ে কর্মচারী বা বাংলাদেশ রেলওয়ের পক্ষে অন্য কোনো ব্যক্তি কর্তৃক অনুরোধ করা সত্ত্বেও রেলওয়ে ত্যাগ করিতে অস্বীকার করেন, তাহা হইলে তিনি অনধিক এক হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন, এবং উক্ত কর্মচারী বা ব্যক্তি কর্তৃক তাহাকে রেলওয়ে হইতে অপসারিত করা যাইবে।

১২২। **কোনো মটরযান চালক কর্তৃক রেলওয়ে কর্মচারীর নির্দেশ অমান্য**।- যদি কোনো ট্রামকার, অমনিবাস, ক্যারেজ বা অন্য কোনো যানের চালক রেলওয়ের আজ্ঞিানায় অবস্থানকালীন কোনো রেলওয়ে কর্মচারী বা পুলিশ কর্মকর্তার যুক্তিসংঙ্গত নির্দেশ অমান্য করেন, তাহা হইলে তিনি অনূর্ধ্ব তিন মাসের কারাদণ্ড, বা অনধিক এক হাজার টাকা অর্থদণ্ড, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

১২৩। **গেট খোলা বা যথযথভাবে বন্ধ না করা**।- যদি কোনো ব্যক্তি -

(ক) রেলপথে কোনো রোলিং স্টক আসিতেছে জানিয়াও, বা বিশ্বাস করিবার কারণ থাকা সত্ত্বেও, কোনো রেলপথের যে-কোনো পার্শ্বে স্থাপিত রাস্তা বরাবর কোনো গেট খোলেন, অথবা আতিক্রম করেন বা অতিক্রম করিবার চেষ্টা করেন, অথবা কোনো প্রাণি, যান বা অন্য কোনো জিনিস রেলপথের উপর দিয়া চালনা করেন বা লইয়া যান, বা চালনা বা নেওয়ার প্রচেষ্টা করেন,

(খ) গেট-কিপারের অনুপস্থিতিতে কোনো ব্যক্তি এবং তাহার দায়িত্বে থাকা প্রাণি, যান বা অন্য কোনো জিনিস গেট অতিক্রম করিবার সঙ্গে সঙ্গে, উক্ত ব্যক্তি পূর্বোক্ত গেট বন্ধ না করেন বা না আটকান,

তাহা হইলে তিনি অনূর্ধ্ব এক মাসের কারাদণ্ড, বা অনধিক এক হাজার টাকা অর্থদণ্ড, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

১২৪। **গবাদিপশুর ট্রেসপাস**।– (১) যদি গবাদিপশু দূরে রাখিবার জন্য উপযুক্ত বেড়া দিয়া ঘেরা রেলওয়েতে কোনো গবাদিপশু চরিয়া বেড়ায়, তাহা হইলে উক্ত গবাদি পশুর মালিক বা উহার রাখাল প্রতিটি গবাদিপশুর জন্য অনধিক

এক শত টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন, এবং তদতিরিক্ত Cattle-trespass Act, 1871 (Act No. I of 1871) এর অধীন আদায়যোগ্য অর্থ পরিশোধে ব্যধ্য হইবেন।

(২) আইনগতভাবে রেলওয়ে অতিক্রম করিবার উদ্দেশ্যে, বা অন্য কোনো আইনগত উদ্দেশ্য ব্যতীত, যদি কোনো গবাদিপশু ইচ্ছাকৃতভাবে রেলওয়ের উপর দিয়া চরানো হয়, বা জ্ঞাতসারে চরাইবার অনুমতি প্রদান করা হয়, তাহা হইলে গবাদিপশুর দায়িত্বে থাকা ব্যক্তি, বা বাংলাদেশ রেলওয়ে মনে করিলে, গবাদিপশুর মালিক অনধিক পাঁচশত টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন, এবং তদতিরিক্ত Cattle-trespass Act, 1871 (Act No. I of 1871) এর অধীন আদায়যোগ্য অর্থ পরিশোধে ব্যধ্য হইবেন।

(৩) এই ধারার অধীন আরোপিত জরিমানা, আদালত নির্দেশ প্রদান করিলে, Cattle-trespass Act, 1871 (Act No. I of 1871) এর ধারা ২৫ এ বর্ণিত পদ্ধতিতে আদায় করা যাইবে।

(৪) Cattle-trespass Act, 1871 (Act No. I of 1871) এর ধারা ১১ ও ২৬ এ উল্লিখিত "পাবলিক রোড" অভিব্যক্তিটি রেলওয়ে অভিব্যক্তির অন্তর্ভুক্ত করে মর্মে গণ্য হইবে, এবং পূর্বোক্ত ধারা দুইটির দ্বারা একজন পুলিশ কর্মকর্তার উপর অর্পিত ক্ষমতা কোনো রেলওয়ে কর্মচারী প্রয়োগ করিতে পারিবে।

(৫) "গবাদি পশু (cattle)" শব্দটি ক্যাটল Cattle-trespass Act, 1871 (Act No. I of 1871) এ যে অর্থে সংজ্ঞায়িত হইয়াছে এই ধারায় সেই একই অর্থে ব্যবহৃত হইবে ।

১২৫। **কোনো ট্রেনে রেকিং করা বা রেকিং এর প্রচেষ্টা করা**।– যদি কোনো ব্যক্তি, রেলপথে গমণকারী বা উহাতে অবস্থানকারী কোনো ব্যক্তির নিরাপত্তা বিপদগস্ত বা ঝুঁকিপূর্ণ হইতে পারে এইরূপ জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও, বা উক্তরূপ অভিপ্রায়ে, বেআইনিভাবে নিম্নবর্ণিত কার্য করেন, যথা:-

(ক) রেলওয়েতে কোনো কাঠ, পাথর, এসিড বা অন্য দাহ্য পদার্থ বা বিষাক্ত, বিস্ফোরক বস্তু রাখেন বা ছুড়িয়া মারেন; বা

(খ) রেলওয়ের মালিকানাধীন কোনো রেইল, স্লিপার বা অন্য কোনো পদার্থ বা বস্তু লইয়া যান, অপসারণ করেন, ঢিলা করেন বা স্থানান্তরিত করেন; বা

(গ) রেলওয়ের মালিকানাধীন কোনো পয়েন্ট বা অন্য মেশিনারী ঘোরান, চালনা করেন, খোলেন বা দিক পরিবর্তন করেন; বা

(ঘ) কোনো রেলওয়ের বা উহার নিকটবর্তী কোনো সিগন্যাল বা লাইট তৈরি বা প্রদর্শন করেন বা ঢাকিয়া রাখেন বা অপসারণ করেন; বা

(ঙ) রেলওয়ে সম্পর্কিত অন্য কোনো কার্য বা অন্য কোনো কিছু করেন বা করান বা করিবার প্রচেষ্টা করেন,

তাহা হইলে তিনি যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বা অনধিক দশ বৎসরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

১২৬। **রেলপথে ভ্রমণকারীদের আঘাত করা বা আঘাত করিবার প্রচেষ্টা করা**।- যদি কোনো ব্যক্তি বেআইনিভাবে ট্রেনের অংশ গঠনকারী কোনো রোলিং স্টকের দিকে, মধ্যে বা উপরে কোনো বিস্ফোরক দ্রব্য, কাঠ, পাথর বা অন্য কোনো পদার্থ বা বস্তু ছোড়েন, বা ফেলেন বা আঘাত করিবার প্রচেষ্টা করেন এই অভিপ্রায়ে বা এইরূপ জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও যে, তিনি অনুরূপ রোলিং স্টক বা একই ট্রেনের অংশ গঠনকারী অন্য কোনো রোলিং স্টকে অবস্থানরত বা ভ্রমণকারী কোনো যাত্রীর নিরাপত্তা বিপদগ্রস্ত করিতে পারেন, তাহা হইলে তিনি যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বা অনধিক দশ বৎসরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

১২৭। **ইচ্ছাকৃত কোনো কার্য বা বিচ্যুতি দ্বারা রেলপথে ভ্রমণকারী ব্যক্তির নিরাপত্তা বিপদগ্রস্ত করা**।- যদি কোনো ব্যক্তি বেআইনি কার্য, বা ইচ্ছাকৃত বিচ্যুতি বা অবহেলা দ্বারা, রেলপথে ভ্রমণকারী বা অবস্থানকারী কোনো ব্যক্তির নিরাপত্তা বিঘ্নিত করেন বা করান, অথবা রেলপথের কোনো রোলিং স্টক চলাচলে বাধা সৃষ্টি করেন বা করান বা বাধা সৃষ্টির প্রচেষ্টা করেন, তাহা হইলে তিনি অনধিক দুই বৎসরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

১২৮। **হঠকারী বা অবহেলাজনিত কোনো কার্য বা বিচ্যুতির মাধ্যমে রেলপথে ভ্রমণকারী ব্যক্তিগণের নিরাপত্তা বিপদগ্রস্ত করা**।- যদি কোনো ব্যক্তি হঠকারীভাবে বা অবহেলাবশত কোনো কার্য করেন, বা আইনগত কোনো কার্য করিবার

জন্য বাধ্য থাকা সত্ত্বেও উহা না করেন, এবং উক্ত কার্য বা বিচ্যুতির ফলে রেলপথে ভ্রমণকারী বা অবস্থানকারী ব্যক্তিগণের নিরাপত্তা বিপদগ্রস্ত হইবার এবং যাত্রীবাহী ও মালবাহী ট্রেন, কোচ, ওয়াগন, রেলপথ বা রেল সম্পদের ক্ষতি সাধন করে বা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে তিনি অনধিক এক বৎসরের কারাদণ্ডে, বা অনধিক পাঁচ হাজার টাকা অর্থদণ্ডে, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

১২৯। **শিশু কর্তৃক রেলওয়েতে ভ্রমণকারী ব্যক্তিগণের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করিবার ক্ষেত্রে বিশেষ বিধান**।– (১) যদি বারো বৎসরের নিম্নের কোনো নাবালক কর্তৃক পূর্ববর্তী শেষোক্ত চারটি ধারায় উল্লিখিত কোনো কার্য বা বিচ্যুতির মাধ্যমে রেলওয়ে অপরাধ সংঘটিত হয়, তাহা হইলে দণ্ডবিধির ধারা ৮০ বা ধারা ৮১ তে যাহা কিছুই থাকুকনা কেন, তিনি অপরাধ করিয়াছেন মর্মে গণ্য হইবে, এবং আদালত তাহাকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া, তাহার পিতা বা অভিভাবককে এই মর্মে একটি মুচলেকা প্রদানের নির্দেশ প্রদান করিবে যে, তিনি উক্ত নাবালককে পুনরায় অনুরূপ অপরাধ করা হইতে বিরত রাখিবেন এবং উহার অন্যথায় আদালত যেইরূপ নির্দেশ প্রদান করিবে সেইরূপ দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

(২) আদালত কর্তৃক মুচলেকার অর্থ, যদি বাজেয়াপ্ত হয়, এইরূপে আদায়যোগ্য হইবে যেন, উহা তৎকর্তৃক আরোপিত অর্থদণ্ড।

(৩) যদি উপ-ধারা (১) এর অধীন কোনো পিতা বা অভিভাভক আদালত কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মুচলেকা সম্পাদন করিতে না পারেন, তাহা হইলে তিনি অনধিক পাঁচ হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

১৩০। **অধ্যায় ৮ এর বিধান লঙ্ঘনক্রমে রেলওয়ে কর্মচারীকে কর্মে নিযুক্ত করার দণ্ড**। – কোনো ব্যক্তি অধ্যায় ৮ এর বিধান লঙ্ঘনক্রমে তাহার কর্তৃত্বাধীন কোনো রেলওয়ে কর্মচারীকে কর্মে নিযুক্ত করিলে, তিনি অনধিক পাঁচ হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

১৩১। **এই আইনের অধীন প্রণীত বিধিমালা লঙ্ঘন**।– এই আইনের অধীন প্রণীত বিধিমালায় উহা লঙ্ঘনের জন্য সর্বোচ্চ তিন বৎসরের কারাদণ্ড, বা অনধিক দশ হাজার টাকা অর্থদণ্ডের বিধান করা যাইবে।

১৩২। **সন্দেহজনক চুরির ক্ষেত্রে আটক ও তল্লাশির ক্ষমতা**।- আপাতত বলবৎ কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো রেলওয়ে কর্মচারী, কোনো ব্যক্তিকে আটক ও তল্লাশি করিতে পারিবেন, যিনি বাংলাদেশ রেলওয়ের মালিকানাধীন বা উহার নিকট অর্পিত কোনো সম্পত্তি জমা রাখিবার বা দেখাশুনা করিবার জন্য নিয়োগপ্রাপ্ত বা যাহাকে রেলওয়ের কারখানা, স্টোর, ডিপো বা অন্য কোনো স্থানে বা উহার নিকটে পাওয়া যায় এবং কর্তৃত্ব ব্যতীত অনুরূপ সম্পত্তি অপসারণের জন্য সন্দেহ করা হয়।

১৩৩। **কতিপয় ধারার অধীন অপরাধের ক্ষেত্রে গ্রেফতার**।– (১) যদি কোনো ব্যক্তি ধারা ২৭, ৯৩, ৯৪, ১০১, ১০৬, ১০৭, ১০৮, ১১৪ (২), ১১৫, ১১৬, ১১৭, ১১৮, ১১৯, ১২০, ১২৫, ১২৬, ১২৭, ১২৮ বা ধারা ১২৯ এর উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত কোনো অপরাধ সংঘটিত করেন, তাহা হইলে কোনো রেলওয়ে কর্মচারী বা পুলিশ কর্মকর্তা, তাহাকে বিনা পরোয়ানায় বা অন্য কোনো লিখিত কর্তৃত্ব ব্যতীত, গ্রেফতার করিতে পারিবেন।

(২) এইরূপ গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে অনতিবিলম্বে তাহাকে বিচারের এখতিয়ারসম্পন্ন কোনো ম্যাজিস্ট্রের সম্মুখে হাজির করিতে হইবে।

(৩) এই আইনের অধীন গ্রেফতার, জরিমানা ও চার্জ আদায়ের ক্ষেত্রে, রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনী, সরকারি রেলওয়ে পুলিশ এবং সংশ্লিষ্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা সংশ্লিষ্ট জেলার পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট রেলওয়ে কর্মচারীকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করিবে।

১৩৪। **তল্লাশি, জব্দকরণ ও গ্রেফতারের পদ্ধতি**।– এই আইনের অধীন তল্লাশি, জব্দকরণ ও গ্রেফতারের ক্ষেত্রে, ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮ (১৮৯৮ সনের ৫ নং আইন) এর বিধানাবলি অনুসরণ করিতে হইবে।

১৩৫। **পলায়নের সম্ভাবনা রহিয়াছে বা অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিকে গ্রেফতার**।- (১) যদি কোনো ব্যক্তি ধারা ১৩৩ এ উল্লিখিত অপরাধ ব্যতীত এই আইনের অধীন অন্য কোনো অপরাধ সংঘটিত করেন, অথবা ধারা ১০৮ এর অধীন দাবিকৃত অতিরিক্ত চার্জ বা অন্য কোনো অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হন, বা পরিশোধ করিতে অস্বীকার করেন, বা এইরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ ঘটে যে, তিনি পলায়ন করিতে পারেন, বা তাহার নাম-ঠিকানা অজ্ঞাত, এবং তাহার নাম ঠিকানা জানিতে চাওয়া হইলে, উহা বলিতে অস্বীকার করেন, বা এইরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে যে, তৎকর্তৃক প্রদত্ত নাম ঠিকানা সঠিক নহে, তাহা হইলে কোনো রেলওয়ে কর্মচারী বা পুলিশ কর্মকর্তা বা উক্ত কর্মচারী বা কর্মকর্তা কর্তৃক কোনো ব্যক্তিকে গ্রেফতারে সহায়তা চাওয়া হইলে উক্ত ব্যক্তি কর্তৃক, বিনা পরোয়ানায়, বা লিখিত কর্তৃত্ব ব্যতীত, তাহাকে গ্রেফতার করা যাইবে ।

(২) উক্ত ব্যক্তিকে জামিনে, অথবা যদি তাহার নাম ঠিকানা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়, তাহা হইলে প্রয়োজনে ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে হাজির হইবার মুচলেকা প্রদানপূর্বক জামানত ব্যতীত তাহাকে মুক্তি প্রদান করা যাইবে।

(৩) উক্ত ব্যক্তি যদি জামিনদার প্রদান করিতে না পারে, অথবা যদি তাহার নাম ঠিকানা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া না যায়, তাহা হইলে সর্বাপেক্ষা কম বিলম্বে তাহাকে এখতিয়ার সম্পন্ন নিকটতম ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে হাজির করিতে হইবে।

(৪) এই ধারার অধীন জামিন প্রদান এবং মুচলেকা সম্পাদনের ক্ষেত্রে ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮ এর অধ্যায় ৩৯ ও ৪২ এর বিধানাবলি যতদূর সম্ভব প্রযোজ্য হইবে।

১৩৬। **রেলওয়ে কর্মকর্তা, ম্যাজিস্ট্রেট ও আদালতের এখতিয়ার**।—এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধিতে প্রদত্ত রেলওয়ে কর্মকর্তাগণের জরিমানা নির্ধারণ ও আদায়ের ক্ষমতা অক্ষুণ্ন রাখিয়া, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ও বিচারিক আদালত বিধি মোতাবেক এই আইনে নির্ধারিত অর্থদন্ড ও কারাদন্ড আরোপ করিবেন।

১৩৭। **শুনানির স্থান**।— (১) এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধিমালার অধীন কোনো অপরাধ সংঘটনকারী কোনো ব্যক্তির বিচারের শুনানি উক্ত ব্যক্তি যেখানে অবস্থান করিবে সেই স্থানে অথবা সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে, প্রজ্ঞাপন দ্বারা, নির্ধারিত কোনো স্থানে এবং আপাতত বলবৎ কোনো আইনের অধীন তাহার বিচার করা যাইতে পারে এইরূপ অন্য কোনো স্থানে করা যাইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন জারীকৃত প্রত্যেকটি প্রজ্ঞাপন সরকারি গেজেটে প্রকাশ করিতে হইবে, এবং উহার কপি সরকার কর্তৃক নির্দেশিত রেলস্টেশনের দৃষ্টিগ্রাহ্য স্থানে জনসাধারণের অবগতির জন্য প্রদর্শন করিতে হইবে।

অধ্যায় ১২
বিবিধ

১৩৮। **স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক রেলওয়ের করারোপণ**।- কোনো আইন বা আইনের বলে সম্পাদিত কোনো চুক্তি বা প্রদত্ত রোয়েদাদে ভিন্নরুপ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, রেলওয়ে সম্পর্কিত করারোপন, এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষের তহবিলের সহায়তায় বাংলাদেশ রেলওয়ে হইতে করারোপণ নিম্নবর্ণিত বিধিমালা অনুসারে নিয়ন্ত্রিত হইবে, যথা:-

(১) বাংলাদেশ রেলওয়ে রেলওয়ের কোনো অংশে কোনো বিজ্ঞাপন প্রচারের জন্য বা কোনো স্থানীয় কর্তৃপক্ষের তহবিল গঠনের জন্য কোনো কর প্রদানের জন্য দায়ী হইবে না, যদি না সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বাংলাদেশ রেলওয়েকে কর প্রদানের জন্য দায়ী হিসাবে ঘোষণা করে।

(২) এই ধারার দফা (১) এর অধীন সরকার কর্তৃক জারীকৃত কোনো প্রজ্ঞাপন বলবৎ থাকিলে, বাংলাদেশ রেলওয়ে স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে উক্ত প্রজ্ঞাপনে উল্লিখিত কর প্রদানের জন্য দায়ী হইবে, অথবা উহার পরিবর্তে সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে নিযুক্ত কোনো কর্মকর্তা কর্তৃক সকল পারিপার্শ্বিকতা বিবেচনাক্রমে, সময় সময়, যেইরূপ ন্যায় ও যুক্তিসংগত মনে করিবে, সেইরূপ পরিমাণের কর পরিশোধের জন্য দায়ী হইবে।

(৩) সরকার যে-কোনো সময় এই ধারার দফা (১) এর অধীন জারীকৃত প্রজ্ঞাপন বাতিল বা পরিবর্তন করিতে পারিবে।

(৪) এই ধারার কোনো কিছুই, কোনো বাংলাদেশ রেলওয়েকে কোনো স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সহিত, যাহা উহার নিয়ন্ত্রণাধীন স্থানীয় এলাকার কোনো অংশের মধ্যে পানি বা আলো সরবরাহ অথবা রেলওয়ের আঙ্গিনা

হইতে ময়লা-আবর্জনা পরিষ্কার করিয়া থাকে বা করিবার জন্য সক্ষমতা রহিয়াছে, পানি বা আলো সরবরাহ অথবা রেলওয়ের আঙ্গিনা হইতে ময়লা-আবর্জনা পরিষ্কার করিবার অথবা অন্য কোনো সেবা সরবরাহের জন্য কোনো চুক্তি করা হইতে বারিত করে মর্মে ব্যাখ্যা করা যাইবে না।

(৫) এই ধারায় "স্থানীয় কর্তৃপক্ষ" অর্থ জেনারেল ক্লজেজ এ্যাক্ট, ১৮৯৭ এ সংজ্ঞায়িত অর্থে "কোনো স্থানীয় কর্তৃপক্ষ", এবং পাহারাদারদের ভরণপোষণ বা নদী সংরক্ষণের জন্য আইনগতভাবে অধিকারী বা উহার তহবিল নিয়ন্ত্রণ বা ব্যবস্থাপনার দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো কর্তৃপক্ষ ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে।

(৬) সরকার, যে-কোনো সময়, উপ-ধারা (১) এর অধীন জারীকৃত প্রজ্ঞাপন বাতিল বা পরিবর্তন করিতে পারিবে।

১৩৯। **রেলওয়ে সম্পত্তির ডিক্রিজারি ইত্যাদিতে বিধিনিষেধ** ।- (১) কোনো আদালত বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক, বা আইন বলে সম্পত্তি ক্রোকের ক্ষমতাসম্পন্ন কোনো ব্যক্তি কর্তৃক, সরকারের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে, বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃক উহার রেলপথের ট্র্যাফিক বা উহার স্টেশন বা ওয়ার্কশপের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত বা সরবরাহকৃত কোনো রোলিং স্টক, মেশিনারি, প্লান্ট, টুলস, ফিটিংস, ম্যাটেরিয়ালস বা অন্য কোনো সম্পত্তির বিষয়ে ডিক্রি বা আদেশ জারি করা যাইবে না ।

(২) উপ-ধারা (১) এর কোনো কিছুই, রেলওয়ের উপার্জন ক্রোকের জন্য ডিক্রি বা আদেশ জারির ক্ষেত্রে কোনো আদালতের এখতিয়ারকে ক্ষুণ্ন করে মর্মে ব্যাখ্যা করা যাইবে না ।

১৪০। **দন্ডবিধির অধ্যায় ৯ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে রেলওয়ে কর্মচারী সরকারি কর্মচারী হিসাবে গণ্য হইবে**।- কোনো রেলওয়ে কর্মচারী-

(ক) ধারা ৫৪ বা ৫৫ এর অধীন নিলামে তোলা কোনো সম্পত্তি, ব্যক্তিগতভাবে বা প্রতিনিধি/এজেন্টের মাধ্যমে, তাহার নিজ নামে বা প্রতিনিধির নামে, বা যৌথভাবে, বা অন্যের সহিত শেয়ারে ক্রয় করিতে বা নিলাম ডাকিতে পারিবেন না; বা

(খ) এতদুদ্দেশ্যে বাংলাদেশ রেলওয়ের কোনো নির্দেশ লঙ্ঘন করিয়া, কোনো ব্যবসায় জড়িত হইতে পারিবেন না ।

১৪১। **রেলওয়ে কর্মচারী কর্তৃক আটককৃত সম্পত্তি বাংলাদেশ রেলওয়ের নিকট সংক্ষিপ্তভাবে বুঝাইয়া দেওয়ার পদ্ধতি**।– যদি রেলওয়ে কর্মচারী তাহার চাকরি হইতে অপসারিত বা সাময়িক বরখাস্ত হন, বা মৃত্যুবরণ করেন, বা পালায়ন করেন, বা অনুপস্থিত থাকেন, এবং তিনি, তাহার স্ত্রী বা বিধবা, বা তাহার পরিবারের কোনো সদস্য বা প্রতিনিধি, এতদুদ্দেশ্যে লিখিত নোটিশ প্রাপ্তির পর, বাংলাদেশ রেলওয়ে, বা বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে নিযুক্ত কোনো ব্যক্তির নিকট বাংলাদেশ রেলওয়ের মালিকানাধীন এবং উক্ত রেলওয়ে কর্মচারীর দখলে বা হেফাজতে থাকা কোনো স্টেশন, বাসগৃহ, অফিস বা অন্য কোনো বিল্ডিং বা উহার সঙ্গে যুক্ত সুযোগ-সুবিধা, কোনো বহি, কাগজপত্র বা অন্য কোনো বস্তু পূর্বোক্ত কোনো ঘটনা সংঘটনের প্রেক্ষিতে প্রদান করিতে অস্বীকার করেন বা টালবাহানা করেন, তাহা হইলে প্রথম শ্রেণির কোনো ম্যাজিস্ট্রেট, বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃক বা বাংলাদেশ রেলওয়ের পক্ষে দাখিলকৃত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে, কোনো পুলিশ কর্মকর্তাকে, যথাযথ সহায়তাসহ, বিল্ডিং এ প্রবেশ এবং তৎস্থলে প্রাপ্ত কোনো ব্যক্তিকে অপসারণপূর্বক উহার দখল গ্রহণ, বা উক্ত বহি, কাগজপত্র, বা অন্যান্য বস্তুর দখল গ্রহণ করিয়া উহা বাংলাদেশ রেলওয়েকে বা বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে নিযুক্ত কোনো ব্যক্তির নিকট বুঝাইয়া দেওয়ার আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

১৪২। **বাংলাদেশ রেলওয়ের প্রতি নোটিশ জারি**।- এই আইন অনুসারে, বা এই আইন বলে, বাংলাদেশ রেলওয়ের প্রতি নিম্নবর্ণিতভাবে কোনো নোটিশ জারি বা কোনো দলিল প্রেরণ করা যাইবে, যথা:-

(ক) ব্যবস্থাপকের নিকট উক্ত নোটিশ বা দলিল বিলি করিয়া; বা

(খ) তাহার দপ্তরে জমা প্রদান করিয়া; বা

(গ) ব্যবস্থাপকের দপ্তরের ঠিকানায় ডাকমাশুল পরিশোধপূর্বক ডাকযোগে পত্র প্রেরণের মাধ্যমে এবং Post Office Act, 1898 (Act No. VI of 1898) এর অংশ ৩ এর অধীন রেজিস্ট্রি করিয়া।

১৪৩। **বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃক নোটিশ জারি**।- এই আইন অনুসারে, বা এই আইন বলে, বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃক কোনো ব্যক্তির প্রতি নিম্নবর্ণিতভাবে কোনো নোটিশ জারি বা কোনো দলিল প্রেরণ করা যাইবে, যথা:-

(ক) সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নিকট উক্ত নোটিশ বা দলিল বিলি করিয়া; বা

(খ) সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সাধারণ বা সর্বশেষ জ্ঞাত বাসস্থানে রাখিয়া আসিয়া; বা

(গ) সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সাধারণ বা সর্বশেষ জ্ঞাত বাসস্থানের ঠিকানায় ডাকমাশুল পরিশোধপূর্বক ডাকযোগে পত্র প্রেরণের মাধ্যমে এবং Post Office Act, 1898 (Act No. VI of 1898) এর অংশ ৩ এর অধীন রেজিস্ট্রি করিয়া।

১৪৪। **ডাকযোগে নোটিশ জারির ক্ষেত্রে পূর্বানুমান**।– যেইক্ষেত্রে কোনো নোটিশ বা অন্য কোনো দলিল ডাকযোগে জারি করা হয়, সেইক্ষেত্রে উক্ত নোটিশ বা দলিল সংবলিত কোনো পত্র ডাকযোগে সাধারণত যে সময়ের মধ্যে বিলি হইয়া থাকে সেই সময়ে উহা জারি হইয়াছে মর্মে গণ্য হইবে, এবং অনুরূপ জারি প্রমাণের ক্ষেত্রে ইহা প্রমাণ করাই যথেষ্ট হইবে যে, উক্ত নোটিশ বা দলিল সংবলিত পত্রটিতে সঠিকভাবে ঠিকানা লিখিয়া যথাযথভাবে রেজিস্ট্রি করা হইয়াছিল।

১৪৫। **আদালতে রেলওয়ের ব্যবস্থাপক ও এজেন্টের প্রতিনিধিত্ব**।– (১) বাংলাদেশ রেলওয়ের ব্যবস্থাপক, লিখিত দলিলের মাধ্যমে, কোনো রেলওয়ে কর্মচারী বা অন্য কোনো ব্যক্তিকে কোনো দেওয়ানি, ফৌজদারি বা অন্য কোনো আদালতের কোনো কার্যধারায় তাহার পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করিবার জন্য ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবে।

(২) বাংলাদেশ রেলওয়ের পক্ষে মামলা পরিচালনার জন্য ব্যবস্থাপক কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি, ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮ এর ধারা ৪৯৫ এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমতি ব্যতীত উক্ত মামলা পরিচালনা করিতে পারিবেন।

১৪৬। **এই আইনের কোনো বিধানের প্রয়োগ হইতে রেলওয়েকে অব্যাহতি প্রদানের ক্ষমতা**।– সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপণ দ্বারা, এই আইনের কোনো বিধানের প্রয়োগ হইতে রেলওয়েকে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবে।

১৪৭। **"রেলওয়ে" এর সংজ্ঞার সম্পূরক বিষয়াদি**।–ধারা ৩ এর দফা (২৫) এবং ধারা ৪ হইতে ধারা ৩২ (উভয় ধারাসহ), ধারা ৫০ হইতে ধারা ৫১ (উভয় ধারাসহ), ধারা ৫৮, ও ৮৪, ধারা ৮৮, ধারা ৯৩, ৯৪, ৯৬, ৯৭, ১০০, ১০৫, ১২১, ধারা ১২৩ হইতে ১৩৫ (উভয় ধারা সহ), ধারা ১৩৭ হইতে ১৪১ (উভয় ধারা সহ), ধারা ১৪২, ১৪৩, ১৪৫, ১৪৬ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, "রেলওয়ে" শব্দটির উল্লেখ দ্বারা, উহা এককভাবে বা অনুসর্গ বা উপসর্গ হিসাবে ব্যবহৃত হউক বা না হউক, কোনো রেলওয়ে বা নির্মাণাধীন রেলওয়ের কোনো অংশ এবং রেলওয়ে বা গণযাত্রী, পশু বা পণ্য পরিবহণের জন্য ব্যবহৃত হয় না এইরূপ কোনো রেলওয়ে বা উহার অংশসহ ধারা ৩ এর দফা (২৬) এ উক্ত শব্দের সংজ্ঞার আওতায় পড়ে এইরূপ রেলওয়ের উল্লেখ হিসাবে গণ্য হইবে।

১৪৮। **সরল বিশ্বাসে কৃত কাজকর্ম রক্ষণ**।– সরকার, বাংলাদেশ রেলওয়ে, কোনো রেলওয়ে কর্মচারী বা অন্য কোনো ব্যক্তি কর্তৃক এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধিমালার কোনো বিধান বা আদেশ অনুসারে সরল বিশ্বাসে কৃত বা ঈপ্সিত কোনো কার্যের জন্য সরকার, বাংলাদেশ রেলওয়ে, কোনো রেলওয়ে কর্মচারী বা অন্য কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোনো দেওয়ানি বা ফৌজদারি বা অন্য কোনো আইনগত কার্যধারা গ্রহণ করা যাইবে না।

১৪৯। **আতিথেয়তা ও আনুষঙ্গিক সেবাসমূহ**।– (১) সরকার ট্রেনে ভ্রমণকারী দেশ-বিদেশের যাত্রী বা পর্যটকদের ভ্রমণ আরামদায়ক করিবার লক্ষ্যে আবাসন, খাদ্য ও পানীয় বা প্রয়োজনীয় অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থাপনা করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর উদ্দ্যেশ্য পূরণকল্পে, সরকার কোম্পানি গঠন করিতে পারিবে।

১৫০। **অন্য পরিবহণ সেবা সরবরাহের ক্ষমতা**।– (১) যাত্রী বা পণ্য পরিবহণে সুবিধা প্রদান বা উক্তরূপ পরিবহণের জন্য সমন্বিত সেবা সরবরাহের উদ্দেশ্যে, বাংলাদেশ রেলওয়ে পরিবহণের অন্য কোনো মাধ্যম সরবরাহ করিতে পারিবে।

(২) আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত পরিবহণের মাধ্যমে যাত্রী বা পণ্য পরিবহণের ক্ষেত্রে এই আইনের বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে।

১৫১। **প্রাইভেট কোম্পানি কর্তৃক রেলপথে যাত্রী, পার্সেল বা পণ্য পরিবহণ, ইত্যাদি** ।– (১) ধারা ৪৩ এবং এই আইনের প্রযোজ্য অন্যান্য বিধান সাপেক্ষে, বাংলাদেশ রেলওয়ে সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, চুক্তিতে বর্ণিত শর্তানুসারে রেলপথে যাত্রী, পার্সেল বা পণ্য পরিবহণের জন্য গঠিত বাংলাদেশের কোনো প্রাইভেট কোম্পানির সহিত চুক্তি করিতে পারিবে।

(২) বাংলাদেশ রেলওয়ে উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত চুক্তি অনুসারে প্রাইভেট কোম্পানিকে যাত্রী বা পণ্য বা, উভয়, পরিবহণের উদ্দেশ্যে উহার রোলিং স্টক পরিচালনার জন্য রেলওয়ের ট্রাক, সিগন্যাল ও অন্যান্য ভৌত অবকাঠামো ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করিতে পারিবে।

(৩) এই ধারায় উল্লিখিত চুক্তি 'বাংলাদেশ সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব আইন, ২০১৫ (২০১৫ সনের ১৮ নং আইন)' এর আলোকে প্রণয়ন করা যাইবে।

(৪) উপ-ধারা (৩) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সরকার উপযুক্ত মনে করিলে 'বাংলাদেশ সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব আইন, ২০১৫ (২০১৫ সনের ১৮ নং আইন)' এর আলোকে চুক্তি প্রণয়ন না করিয়া অন্য কোনোভাবে চুক্তি প্রণয়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবে।

(৫) বাংলাদেশ রেলওয়ে সরকারের পুর্বানুমোদন সাপেক্ষে অপটিকাল ফাইবার লিজ দিতে পারবে।

১৫২। **প্রাইভেট কোম্পানি পরিচালনার ক্ষেত্রে এই আইনের বিধানাবলির প্রয়োগ**।– (১) ধারা ১৫১ এর বিধান অনুসারে চুক্তির অধীন যাত্রী বা পণ্য পরিবহণ কার্য পরিচালনাকারী কোনো প্রাইভেট কোম্পানির ক্ষেত্রে এই আইনের বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে, যদি না চুক্তির শর্তে সুনির্দিষ্টভাবে ভিন্নরূপ কোনো কিছু নির্ধারিত হয়।

(২) যাত্রী বা পণ্য পরিবহণ কার্য পরিচালনাকারী কোনো প্রাইভেট কোম্পানির জন্য নির্ধারিত বিধিমালা অনুসারে উহার অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার জন্য গৃহীত ব্যবস্থার অতিরিক্ত, জিআইবিআর বা তাহার পক্ষে দায়িত্ব পালনকারী কোনো কর্মকর্তার উক্ত কোম্পানি কর্তৃক যাত্রী বা পণ্য পরিবহণ সংক্রান্ত কার্যক্রমের নিরাপত্তা নিশ্চিত করিবার জন্য যেইরূপ উপযুক্ত মনে করিবেন সেইরূপ সাধারণ বা বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষমতা থাকিবে, এবং সংশ্লিষ্ট প্রাইভেট কোম্পানি কোনোরূপ আপত্তি ব্যতিরেকে উহা প্রতিপালন করিতে বাধ্য থাকিবে।

(৩) উপ-ধারা (১) এর বিধান সাপেক্ষে, যাত্রী বা পণ্য পরিবহণ কার্য পরিচালনাকারী কোনো প্রাইভেট কোম্পানি কোনো দুর্ঘটনা এবং যাত্রী, পণ্য বা বাংলাদেশ রেলওয়ের ভৌত অবকাঠামোগত, রোলিং স্টক বা অন্য কোনো ক্ষয়ক্ষতির জন্য দায়ী হইবে এবং এই সম্পর্কিত বিষয়াদি সুনির্দিষ্টভাবে চুক্তিতে উল্লেখ থাকিতে হইবে।

(৪) প্রাইভেট কোম্পানির কোনো কর্মচারী কর্তৃক এই আইনের বিধান লঙ্ঘনক্রমে সম্পাদিত কোনো কার্য বা বিচ্যুতি বা অসদাচরণ এই আইনের বিধান অনুসারে বিচার্য হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, যদি প্রাইভেট কোম্পানি উহার নিজস্ব বিধিমালা অনুসারে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ ও বিষয়টির প্রতিকার করে, তাহা হইলে এই আইনের অধীন কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে না।

১৫৩। **পণ্যসামগ্রীর শ্রেণি বিভাজন বা রেট পরিবর্তনের ক্ষমতা**।– সরকারের নিম্নবর্ণিত ক্ষমতা থাকিবে, যথা:-

(ক) কোনো পণ্যসামগ্রী পরিবহণ বাবদ রেট নির্ধারণের উদ্দেশ্যে উহার শ্রেণি বিভাজন বা পুনঃশ্রেণি বিভাজন করিবার; এবং

(খ) কোনো শ্রেণির পণ্যসামগ্রীর রেট ও অন্যান্য চার্জ বৃদ্ধি বা হ্রাস করিবার।

১৫৪। **বাংলাদেশ রেলওয়ের কতিপয় রেট আরোপের ক্ষমতা**।– বাংলাদেশ রেলওয়ে, কোনো পণ্য পরিবহণের ক্ষেত্রে নির্ধারিত শর্ত সাপেক্ষে,-

(ক) স্টেশন টু স্টেশন রেটের দরপত্র আহ্বান করিতে পারিবে;

(খ) সরকার কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে যথাযথ নোটিশ প্রদানের পর, স্টেশন টু স্টেশন রেট হ্রাস, বৃদ্ধি বা বাতিল করিতে পারিবে, তবে মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ অনুসারে প্রবর্তিত স্টেশন টু স্টেশন রেট নয়;

(গ) মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ অনুসারে প্রদত্ত শর্তাদি ব্যতীত স্টেশন টু স্টেশন রেট এর সহিত সংযুক্ত শর্তাদি প্রত্যাহার, পরিবর্তন বা সংশোধন করিতে পারিবে; এবং

(ঘ) কোনো লাম্প-সাম রেট আরোপ করিতে পারিবে।

১৫৫। **বিধিমালা প্রণয়নের ক্ষমতা**।– (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধিমালা প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(২) বিশেষত এবং পূর্ববর্তী ক্ষমতার সামগ্রিকতাকে ক্ষুণ্ন না করিয়া, উক্ত বিধিমালায় নিম্নবর্ণিত সকল বা যে-কোনো বিষয়ে বিধান করা যাইবে, যথা:-

(ক) যাত্রী পরিবহণের জন্য ব্যবহৃত রেলপথ চালুর ক্ষেত্রে বাংলাদেশ রেলওয়ে ও জিআইবিআর এর দায়িত্বসমূহ;

(খ) যাত্রী পরিবহণের জন্য ব্যবহৃত রেলপথ চালুর পূর্বে গৃহীতব্য ব্যবস্থাদি ও সম্পাদিতব্য আনুষ্ঠানিকতাসমূহ;

(গ) রেলপথের জন্য ব্যবহৃত রোলিং স্টক চালনার বা প্রপেলিংএর মাধ্যম ও গতি নিয়ন্ত্রণ;

(ঘ) বিমা তহবিল সংক্রান্ত বিষয়াদি;

(ঙ) কোনো রেলওয়ে কর্মচারী বা কোনো শ্রেণির রেলওয়ে কর্মচারীর চাকরি সবিরাম অত্যাবশ্যকীয় ঘোষণা করিবার কর্তৃপক্ষ নির্ধারণ;

(চ) ধারা ৭৪ এর উপ-ধারা (২) এর বিধানাবলি যে সকল রেলওয়ে কর্মচারী বা যে শ্রেণির রেলওয়ে কর্মচারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে তাহা নির্ধারণ;

(ছ) ধারা ৭৩ এর উপ-ধারা (৩) বা ধারা ৭৪ এর উপ-ধারা (৩) এর অধীন অব্যাহতি প্রদানকারী কর্তৃপক্ষসমূহ নির্ধারণ;

(জ) দফা (ছ) এর অধীন নির্ধারিত কর্তৃপক্ষসমূহ কর্তৃক তাহাদের ক্ষমতা অর্পণের বিধান;

(ঝ) ধারা ৮৮ এ উল্লিখিত নোটিশের ফরম, এবং উক্ত নোটিশে দুর্ঘটনা সম্পর্কিত যে সকল বিষয় উল্লেখ থাকিবে তাহা নির্ধারণ;

(ঞ) দুর্ঘটনার শ্রেণি নির্ধারণ যেইক্ষেত্রে দুর্ঘটনা সংঘটিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে ইলেক্ট্রনিক্যালি নোটিশ প্রদান করিতে হইবে;

(ট) দুর্ঘটনার পর রেলওয়ে কর্মচারী, পুলিশ কর্মকর্তা, জিআইবিআর ও ম্যাজিস্ট্রেটগণের দায়িত্ব নির্ধারণ;

(ঠ) রেলওয়ে দুর্ঘটনার তদন্ত পদ্ধতি এবং তদন্তের ক্ষেত্রে জিআইবিআর ও বাংলাদেশ রেলওয়ের ক্ষমতা নির্ধারণ;

(জ) বিধি দ্বারা নির্ধারণ করা আবশ্যক অথবা এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার যে সকল বিষয়ে নির্ধারণ করা আবশ্যক মনে করে সেইরূপ অন্যান্য বিষয়।

(৩) এই আইনের অধীন প্রণীত কোনো বিধি, অথবা উক্ত ধারাসমূহের অধীন কোনো বিধি বাতিল, রদ বা পরিবর্তন করা হইলে উহা সরকারি গেজেটে প্রকাশ না হওয়া পর্যন্ত কার্যকর হইবে না।

(৪) যেইক্ষেত্রে এই আইনের অধীন প্রণীত কোনো বিধি সম্পর্কে, বা অনুরূপ কোনো বিধি বাতিল, রদ বা পরিবর্তন করা হইলে তৎসম্পর্কে এই আইনের অধীন সরকারি গেজেটে প্রকাশ করা আবশ্যক, সেইক্ষেত্রে উহা সরকারি গেজেটে প্রকাশের পাশাপাশি, তদ্দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে উক্ত বিধি প্রণয়ন, বাতিল, রদ বা পরিবর্তনকারী কর্তৃক, সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা, যেইরূপ নির্দেশ প্রদান করা হইবে, সেইরূপ পদ্ধতিতে পুনরায় নোটিশ প্রদান করিতে হইবে।

১৫৬। **রহিতকরণ ও হেফাজত**।– (১) Railways Act, 1890, অতঃপর রহিত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এতদ্দ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন রহিতকরণ সত্ত্বেও, রহিত আইনের অধীন-

(ক) কৃত কোনো কাজ-কর্ম বা গৃহীত কোনো ব্যবস্থা, জারীকৃত কোনো প্রজ্ঞাপন, ইস্যুকৃত কোনো আদেশ, বিজ্ঞপ্তি, নির্দেশ, প্রদত্ত কোনো নোটিশ এই আইনের অধীন কৃত, গৃহীত, প্রণীত, জারীকৃত এবং প্রদত্ত বলিয়া গণ্য হইবে; এবং

(খ) চলমান যে-কোনো কার্যক্রম এই আইনের অধীন নিষ্পন্ন করিতে হইবে।

১৫৭। **নির্ভরযোগ্য ইংরেজি পাঠ প্রণয়ন**।– (১) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের একটি নির্ভরযোগ্য ইংরেজি পাঠ প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(২) বাংলা ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

উদ্দেশ্য ও কারণ সংবলিত বিবৃতি

ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী।